মহাপুরুষজীর পত্রাবলী

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন
বাগবাজার, কলিকাতা—৩

মুদ্রাকর
শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
ইকনমিক প্রেস
২৫, রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা

১৩৬০

দ্রষ্টব্য— * চিহ্নিত পত্রগুলি
ইংরেজী পত্রের অনুবাদ

দুই টাকা চার আনা

কিন্তু হস্তে টাকা থাকিলেই সম্পূর্ণ মন স্তুপ পাকে থাকে না।
কিছু অংশ টাকাতে থাকেই। বিষয়ের মধ্যে ভগবান ভজন
প্রায়ই এইরূপ সম্পূর্ণ মন আত্মায় যাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে।
তবে ভয় নাই মাত্র প্রভু আছেন।

যোগানন্দ ভায়া কেমন আছেন? তাঁহার নিকট একটী সম্ভ্রান্ত
বংশোদ্ভব ব্রাহ্মণ যুবা গিয়াছেন বোধ হয় আপনি দেখিয়া থাকিবেন
ইনি ইংরাজী ভাষায় বেশ শিক্ষিত এবং গুরুদেবের অনুগৃহীত। ইহার
বৈরাগ্য ও ঈশ্বরানুরাগ বড়ই প্রশংসনীয়। মধ্যে ইহার মস্তিষ্ক
পীড়া হইয়াছিল এখন আরোগ্য হইয়াছেন। এখানকার একরকম
সংবাদ আপনার শারীরিক এবং মানসিক কুশল সংবাদ অনুগ্রহ
করিয়া লিখিবেন। অভেদানন্দ কাশীতেই আছেন এবং ভাল আছেন।
ইতি—২২ ফাল্গুন।—ইংরাজি বার।—

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী—
তারক (শিবানন্দ)—

পুঃ। শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মোৎসব ২৭ ফাল্গুন ইংরাজী বার
শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার দিবসে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার সাধনস্থান
অর্থাৎ রাণী রাসমণীর কালী বাটীতে হইবে। —আপনি
~~শুনি~~ শুনিয়া জ্ঞাত হইয়া বোধ হয় আনন্দিত হইবেন বলিয়া লিখিলাম
কারণ কলিকাতার ~~[illegible]~~ বহুতর নব্য যুবক ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত
তাঁহারা বিশেষ ভক্তি সহকারে এমন কি তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বোধে
আসিয়া আনন্দ করেন ইহা এ সময়ের পক্ষে বড়ই শুভকর কোনা
কেবল বিদেশীয় ভাব, আচার ব্যতীত কলিকাতায় হরে আর
কিছুই দেখা যাইত না—ইতি—

তারকনাথ

নিবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাসহচর স্বামী শিবানন্দ মহারাজের (মহাপুরুষ মহারাজ) ৬৫ খানি পত্রের সঙ্কলন 'শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পত্র' নামে ইংরেজী ১৯৩৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমান গ্রন্থ তাঁহার স্বহস্তলিখিত মোট ১৯৬ খানি পত্রে সমৃদ্ধ হইয়া 'মহাপুরুষজীর পত্রাবলী' নামে প্রকাশিত হইল। প্রধানতঃ গুরুভ্রাতা এবং ভক্তদিগকে লিখিত এই পত্রাবলী ১৮৮৯ হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তারিখ অনুযায়ী সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে মহাপুরুষ মহারাজের বিভিন্ন সময়ে তীর্থপর্যটন এবং তপস্যা-জীবনের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত ধর্মপিপাসু-দিগকে লিখিত অমূল্য উপদেশাবলী পাঠকদিগের আধ্যাত্মিক জীবনে বিশেষ সহায়ক হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬০ — প্রকাশক

স্বামী শিবানন্দ

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী

(১)*

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তু

৺বদরিনাথ

মঙ্গলবার, ১৮৮৯

পরমপ্রীতিভাজন,

রাখাল, আজ চারিদিন হইল ৺বদরিনারায়ণে আসিয়াছি। অতি রমণীয় স্থান—অলকানন্দার ঠিক উপরে। চারিদিকে চির-তুষারমণ্ডিত পর্বতমালা। এস্থানে অলকানন্দা কোথাও বরফের ভিতর দিয়া প্রবাহিতা, আবার কোথায়ও একেবারে তুষারাবৃতা—জল মোটেই দেখা যায় না। বদরিনারায়ণে আসিবার পথে স্থানে স্থানে বরফের উপর দিয়া চলিতে হইয়াছিল—এমন কি, আধমাইল পর্যন্ত! তথাপি এস্থান কেদারের মতন ভীষণ ঠাণ্ডা নহে।

বদরিনাথজীর মন্দিরটি খুব বেশী বড় নয়। বিশেষ নাটমন্দিরটি এতই অপ্রশস্ত যে, উহাতে ১০।১২ জন লোকের বেশী একসঙ্গে স্থানসংকুলান হয় না। এবার যাত্রি-সমাগম খুব বেশী। ভারতের নানাস্থান হইতে অগণিত তীর্থযাত্রী এস্থানে সমবেত হইয়াছে। মন্দিরে যাত্রীর ভীড় এত অধিক যে, স্থিরভাবে দেবদর্শন করা একেবারে অসম্ভব। আমার জন্য শ্রীবিগ্রহের ঠিক পার্শ্বেই কাষ্ঠমঞ্চে

একটি স্থান নির্দিষ্ট থাকাতে দর্শনাদির খুবই সুবিধা হইয়াছে। স্থানীয় ডেপুটি কালেক্টর আমার যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য মন্দিরের কর্তৃপক্ষের নিকট একখানি চিঠি দিয়াছিলেন। ফলে এখানে আমার নির্জন বাসস্থান, প্রসাদাদি ও অন্য সব বিষয়ে খুবই সুব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। ইহা বাস্তবিকই আশাতীত। বিশিষ্ট লোকেরা বা রাজারাণীরা বহু অর্থব্যয়েই এই প্রকার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হয়। এই উষর পার্বত্য প্রদেশে—যেখানে চারিদিকে কেবল বরফ আর বরফ—জ্বালানি কাঠ বড়ই মহার্ঘ, কিন্তু আমি এঁদের দয়ায় তাহাও প্রচুর পরিমাণে পাইতেছি। আর কি আন্তরিকতা! ...

গঙ্গাধর এখানে সর্বত্র সুপরিচিত—শুধু যে সুপরিচিত তাহা নহে, সকলেই তাহাকে খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে।

সরকার মহাশয় দর্শনাদি-সমাপনানন্তর গত পরশুদিন ৺কাশী অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। কালী প্রভৃতিও দর্শনাদি করিয়া নামিয়া গিয়াছে এবং দেবপ্রয়াগে গঙ্গাধরের পরিচিত একজন লোকের নিকট একখানি পত্র রাখিয়া গিয়াছে—গঙ্গাধরের কোন খবর পাইলে যেন তার কাছে ঐ চিঠিখানি পৌছাইয়া দেয়।...ইতি

তোমাদেরই

তারক (শিবানন্দ)

(২)*

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণভরসা   আলমোড়া

২৮শে জুলাই, ১৮৮৯

প্রিয় বলরামবাবু,

আপনার ১০ই শ্রাবণের পত্রে আমাদের মঠের ও আপনার বাড়ির সকল সংবাদ বিস্তারিত পাইয়া খুবই আনন্দিত হইলাম।... নরেন বাবাজী সেই পুরাতন অসুখে ভুগিতেছেন জানিয়া চিন্তিত হইলাম। তিনি কি কাশীতে স্বাস্থ্যপরিবর্তনের জন্য যাইতে প্রস্তুত আছেন? আমার মনে হয়, ঐ স্থান এখন এত গরম যে তিনি উহা সহ্য করিতে পারিবেন না, কিন্তু আমার বিশ্বাস যদি চিকিৎসাদিতে কোনপ্রকার অবহেলা না হয় তবে তিনি পূর্বাপেক্ষা অধিক ফল পাইবেন। তিনি কি দিন দিন আরও দুর্বল হইতেছেন? এ বিষয়ে আমি আর কি বলিব? আপনিই যথোচিত ব্যবস্থা করিতে পারেন। আমার দৃঢ় ধারণা যে, আমাদের সুব্যবস্থাদি বিষয়ে আপনি যথাসাধ্য যত্ন করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইবেন না। রাখালকে একটু দেখিবেন। নিরঞ্জন এখন কোথায়? তাহার চর্মরোগ সারিয়াছে কি?

... নেলুর অকালমৃত্যুতে নিতাইবাবুর মন অকস্মাৎ বৈরাগ্যপূর্ণ হইয়াছে জানিয়া খুব খুশী হইলাম; তবে শ্মশানবৈরাগ্যের ন্যায় উহা ক্ষণস্থায়ী না হইলে আরও আশার কথা। আপনার শ্রদ্ধেয়

পিতাঠাকুরের অনুগমনকারী তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ জীবনধারা অবলম্বন করা খুবই সমীচীন এবং উহাই তাঁহার কর্তব্য। ঐ ভাব স্থায়ী হইয়াছে শুনিলে আনন্দিত হইব; আর আপনার পক্ষেও উহা মঙ্গলজনক।

… আপনার সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন তাহাতে আমি বরাবরই দুঃখিত। … যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার অন্যথা আর করা চলে না। প্রাচীন হিন্দুদের এই সব যুক্তিহীনতা আমার নিকট বড়ই বিরক্তিকর—ইহা খুবই ঘৃণিত ও অসহনীয়। আপনি শীঘ্রই এই সব ব্যাপার হইতে মুক্তি পাইয়াছেন জানিলে আমি বিশেষ আনন্দিত হইব। রাম পড়াশুনা করিতেছে তো? ফকীর পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে কি? আপনার পত্নী এবং তাঁহার পূজনীয়া জননীকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইবেন।

শরীরকে বৃথা কষ্ট দিয়া ভবঘুরের মত এদিক-সেদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে আমি মোটেই চাহি না। মানবজীবন অতটা নিরর্থক নয়। আমি যেখানে আছি সে স্থান অতি মনোহর ও প্রাকৃতিক-শোভাময়; জলবায়ুও বাঙ্গালী-শরীরের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। নৈনিতাল বা সিমলাতে শীতাতপের পার্থক্য যত অধিক, এখানে ততটা নহে। এস্থান হিমালয়ের একটি প্রাচীন শহর; অধিবাসীরা সকলেই হিন্দু, কেবলমাত্র একটা ক্ষুদ্র অংশে ৫০।৬০ জন ইউরোপীয় বাস করেন। একটা সৈন্যবিভাগ আছে—উহাতে পূর্ণ এক রেজিমেণ্ট গুর্খা সৈন্য থাকে। অধিকন্তু আমার বাসস্থানটি আরামপ্রদ। সাধারণ রান্না-করা খাবার নিত্য পাইয়া থাকি;

অবশ্য মাঝে মাঝে আমার আপত্তি সত্ত্বেও ভালমন্দ খাবার আসিয়া পড়ে। কলিকাতার লোকের তুলনায় এখানকার লোকের শিক্ষাদীক্ষা অনেক কম। কমিশনার-জেনারেল রামসের প্রতিষ্ঠিত একটি কলেজ আছে; উহাতে ছেলেরা এফ-এ পর্যন্ত পড়িতে পারে। এই কলেজের খ্রীষ্টান মিশনারীদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া স্থানীয় হিন্দুগণ সম্প্রতি আর একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। অধিকন্তু বদ্রীশা এখানকার একজন বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি। তিনি আমাকে পিতার ন্যায় সম্মান করেন। ইতি

আপনাদের

তারক

(৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তু

বরানগর মঠ

বুধবার, ৮।১।৯০

৮ই জানুয়ারী

ভাই গঙ্গাধর,

আজ বেলা ১১টার সময় তোমার চিঠি পাইয়া সকল জ্ঞাত হইলাম। তুমি বন্দী হইয়াছ শুনিয়া আমরা সকলেই বড় দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক, তুমি যে এখন ইংরেজের এলাকায় আসিয়াছ তাহাতে অনেক সুবিধা হইয়াছে। রেসিডেণ্ট মহাশয় ও

গভর্ণর মহাশয়কে শীঘ্রই তোমার সম্বন্ধে লিখিতেছি। তুমি কিছু চিন্তিত হইও না।

আজকাল আমাদের প্রায় সকলেই পশ্চিমে আছেন। নরেন, রাখাল ও খোকা শ্রীশ্রীকাশীধামে আছেন। যোগেন ও নিরঞ্জন এলাহাবাদে। শরৎ, কালী, হরিবাবু, তুলসী ও সান্যাল হৃষীকেশে এবং দক্ষ রাউলপিণ্ডিতে আছেন। এখানে বাবুরাম, সারদা, লাটু, গোপালদাদা, শশী এবং আমি আছি। আমরা সকলেই ভাল আছি এবং যাঁরা যাঁরা বাহিরে আছেন, পত্রদ্বারা তাঁহারাও ভাল আছেন, সদাসর্বদা এই খবর আসিতেছে। তোমার দাদাকে আমরা একখানা কার্ড লিখিয়াছিলাম; বোধ হয় তাহা তুমি পাও নাই। তাহাতে মহীন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শরীরত্যাগের সংবাদ লেখা ছিল। উক্ত মহাশয়ের পিতা এবং সেই বোবা ভাইটিও তাঁহার পূর্বেই গিয়াছেন মৃত্যুমুখে। শ্রীশ্রীগুরুদেবের অন্যান্য গৃহস্থ ভক্তেরা সমুদয়ই কুশলে আছেন জানিবে।

এখানে পূর্ববৎ শ্রীশ্রীগুরুদেবের সেবা চলিতেছে। তুমি আর কত দিবস এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইবে? তোমার তো পাহাড়-পর্বত দেখিবার সাধ একপ্রকার মিটিয়াছে। এখনও কি বিশ্রাম করিবার সময় হয় নাই? মিথ্যা শরীরকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার আবশ্যক কি? তুমি যদি ফিরিয়া আসিয়া এখানে স্থির হইয়া কিছুকালের জন্য বস, তাহা হইলে আমরা সকলে যে কি পর্যন্ত আহ্লাদিত হই তাহা বলিতে পারি না। ব্রহ্ম "অচল অটল সুমেরুবৎ"। তুমি সন্ন্যাসী—স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ—সেইজন্যই, ভাই,

তোমায় বলিতেছি, তুমি আর ঘুরিয়া ঘুরিয়া শরীরের ক্ষয়ের কারণ হইও না। তোমায় আর অধিক কি লিখিব? তুমি কারামুক্ত হইলেই যেন প্রকৃত মুক্ত পুরুষ হইয়া আমাদের নিকট আইস, ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। শ্রীশ্রীগুরুদেব করুন যেন তোমার আর ঘুরিয়া বেড়াইবার মতি না হয়।

আগামী ১০ই ফাল্গুন শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মোৎসব হইবে। আশা করি এবার উৎসবের সময় তুমি আমাদের সহিত যোগদান করিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ (তারক)

পুনঃ— তুমি আমাদের সন্ন্যাসের নাম জানিতে চাহিয়াছ। তাহা নিম্নে দেওয়া গেল; কিন্তু চিঠির ঠিকানা এখানে ও-নামে লিখিও না।

নিরঞ্জন—	নিরঞ্জনানন্দ	স্বামী	হরিবাবু—	তুরীয়ানন্দ	স্বামী
যোগেন—	যোগানন্দ	„	তুলসী—	নির্মলানন্দ	„
বাবুরাম—	প্রেমানন্দ	„	দক্ষ—	জ্ঞানানন্দ	„
লাটু—	অদ্ভুতানন্দ	„	কালী—	অভেদানন্দ	„
শশী—	রামকৃষ্ণানন্দ	„	গোপালদাদা—	অদ্বৈতানন্দ	„

পুনঃ— গভর্ণর মহাশয় ও রেসিডেন্ট মহাশয়কে চিঠি লেখা হইল।

(৪)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

বরাহনগর

১৬ জানুয়ারী, ১৮৯১

শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়,

আমি আসিবার সময় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে পারি নাই ; তজ্জন্য কিছু মনে করিবেন না। আমার বোধ হইয়াছিল যে, সে সময় আপনি ৺কাশীধামে উপস্থিত ছিলেন না। আপনি যে নিয়মে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তাহার ব্যতিক্রম হওয়াতে ঐরূপ মনে করিয়াছিলাম। আমি এখানে নির্বিঘ্নে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। যোগানন্দ স্বামীকে এই সংবাদটি দিবেন। আর আমি আসিবার সময় যোগানন্দ ভায়া তিনকড়ি সরকারের নিকট হইতে রেলের ভাড়ার নিমিত্ত চারি টাকা আনিয়া দিয়েছিলেন, আপনি তাঁহাকে ঐ টাকা চারিটি দিবেন।

আপনার মানসিক ও শারীরিক সংবাদ জানিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক, শীঘ্র শীঘ্র লিখিবেন। আর মিরাট হইতে কোন সংবাদ পাইয়া থাকেন ত লিখিবেন। শুনিয়াছি নরেন্দ্র প্রভৃতিও সেখানে আসিয়াছেন। ইতি

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৫)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণভরসা বরাহনগর

২রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১

মহাশয়েষু,

আপনার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আপনার শারীরিক, মানসিক কুশল আমি সর্বদাই ইচ্ছা করি। আপনার ৺বিশ্বনাথে প্রেম দিন দিন বর্ধিত হউক; আমি আশা করি, নিশ্চয়ই তাহা হইবে ও হইতেছে। আমি গত যাত্রায় কাশীধামে আপনার সহিত আলাপনে যত সুখী হইয়াছি, অনেক সাধুর সহিত আলাপনে তাহার চতুর্থাংশের একাংশও হই নাই। প্রয়াগে যাইয়া কনভোকেশন-এ উপস্থিত হওয়া ব্যতীত আর কি করিলেন, কোথায় গেলেন, কোন নূতন লোকের সহিত আলাপাদি হইল কি-না জানিতে ইচ্ছুক।

শিবপুরী ছাড়ি নাই এবং কখনই ছাড়া যায় না। আপনি সকলই জানেন, আপনাকে অধিক লিখা বাহুল্য মাত্র। গঙ্গাধর, নরেন্দ্র প্রভৃতির কোন সংবাদ পাইয়া থাকেন ত অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন। যোগানন্দ স্বামীর নিকট মধ্যে মধ্যে যাওয়া হয় কি? তিনি অত্যন্ত অনুরাগী। শ্রীগুরুদেবের বিষয় তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে শুনিবেন। তাঁহার শরীর সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে সংবাদ লইবেন।

অভেদানন্দের কোন সংবাদ পাইয়া থাকেন ত অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন। শিবভক্ত দেবী সহায়ের একখানি গীতের পুস্তক পাঠাইয়া দিবেন। আপনার দত্ত পুস্তকখানি আমি ৺কাশীধামে ভুলিয়া আসিয়াছি। এখানকার সমস্ত মঙ্গল জানিবেন। আমি আপনাকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে খুব ইচ্ছা করি। ইতি

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৬)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

বরাহনগর
২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১

মহাশয়,

মধ্যে আপনাকে একখানি পোঃ-কার্ড লিখিয়াছিলাম। বোধ হয় পাইয়া থাকিবেন। কিন্তু কিজন্য উত্তর দেন নাই বলিতে পারি না। আপনার শারীরিক ও মানসিক কুশল জানিতে খুব ইচ্ছুক আছি; অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন। প্রয়াগে অবস্থিতিকালে কালীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি?

নরেন্দ্র শুনিলাম একাকী দাক্ষিণাত্যের দিকে গিয়াছেন। শরৎ ও সান্যাল দুইজনে এটাওয়ায় রহিয়াছেন। গঙ্গাধর, হরি ও রাখাল দিল্লীতে আছেন; বোধ হয় তাঁহারা পাঞ্জাবে যাইবেন।

নরেন্দ্রনাথের হৃষীকেশে ভয়ানক পীড়া হয়। অল্পতাপবিশিষ্ট অবিরাম জ্বর। ছয় দিনের জ্বরে তাঁহার নাড়ীত্যাগ হইয়া গিয়াছিল। শরৎ ও সান্ন্যাল তাঁহার কাছে ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছিলেন। পরে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আসিয়া পিঁপুল ও মধু খাওয়াইয়া ক্রমে ক্রমে চৈতন্য উৎপাদন করে। কিন্তু গুরুদেবের কৃপায় তাঁহার বৈরাগ্য সম্পূর্ণই আছে, বরং বর্ধিত হইয়াছে।

মহাভক্ত দেবী সহায়-কৃত শিবসঙ্গীত একখানি পাঠাইয়া দিবেন। আপনার পত্রাদি পাইলে আমি এবং সকলেই বড়ই সন্তোষ হই। আপনার মত বিশ্বেশ্বরের ভক্ত আমি কাশীর মধ্যে দেখিতে পাই নাই। যদিও আমি বেশী দেখি নাই, তত্রাপি যতদূর দেখিয়াছি তাহার মধ্যে পাই নাই। যোগানন্দ কেমন আছেন? এখানকার একরকম মঙ্গল। আপনি যখন ৺বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিবেন, আমার হইয়া এক একটি প্রণাম করিবেন। ভজনানন্দী কেমন আছে? ভজনাদি করিতেছে ত?

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী
তারক

(৭)

শ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

বরাহনগর

১৬ই মার্চ, ১৮৯১

মহাশয়েষু,

আপনার পত্র পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। নিশ্চয়ই ৺বিশ্বনাথের ধাম যে তাঁহার অভয় ক্রোড়, তাহার সন্দেহ নাই। শিবময় কাশী সর্বদাই শিবময় ও আনন্দধাম।

আপনার ১০৲ টাকা পৌঁছিয়াছে। তাহা শ্রীশ্রীমহোৎসবের জন্যই ব্যয়িত হইবে। অন্যান্যবার অপেক্ষা এবার উৎসবে অনেক বেশী লোক যোগ দিয়াছিলেন। কলিকাতা নগরীর প্রায় অধিকাংশ ভক্ত ভদ্রলোকসমূহের সমাগম হইয়াছিল। রবিবারে জনসমাগম অধিক হইতে পারিবে বলিয়াই শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মতিথির অব্যবহিত পরেই যে রবিবার হয়, সে রবিবারেই প্রতি বৎসর এই সাধারণ মহোৎসবের অনুষ্ঠানপ্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। জন্মতিথির দিবস আমরা মঠে সমস্ত দিন পূজাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। ইহাতে সাধারণ লোকসমূহকে নিমন্ত্রণ করা হয় না। তাঁহার ঘনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দই ইহাতে যোগ দিয়া আপনাদের কৃতার্থ মনে করেন। আপনার পত্রিকা মাঝে মাঝে পাইলে আমরা বড় আনন্দিত হই। কুশলাদি দানে সুখী করিবেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৮)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

বরাহনগর
৭ই জ্যৈষ্ঠ,
২০।৫।৯১

মহাশয়েষু,

বহুদিন পরে আপনার কুশলসংবাদ পাইয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। আপনার গত পত্রের পূর্ব পত্রের ক্রোড়পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই আমার উদ্দেশ্য, অর্থাৎ বিষয়কার্য করিতে গেলে যেন আপনার অশান্তি উপস্থিত হয়। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় চিত্তের অবস্থা অতি সুন্দর চলিতেছে এবং ইচ্ছা করি, আপনিও সে অবস্থার অংশপ্রাপ্ত হউন। গুরুদেবের নিকট প্রার্থনা করি, আপনার চিত্ত নিরাময় অভয় শিবধামে বিশ্রামলাভ করুক, এবং অত্যন্ত আশা করি - যে, আপনার চিত্ত জগদতীত বস্তুতে সমর্পিত হইবেই হইবে।

যোগানন্দ এখানেই আছেন, তাহার শরীর এখানে আসিয়া বড় ভাল ছিল না। কফ ও শিরঃপীড়ায় কয়েকদিন কষ্ট পাইয়া এখন সুস্থ আছেন। তিনিও উপরোক্ত বিষয়ে সমর্থন করিতেছেন। শুনিলাম, শরৎ ও সান্যাল বাবাজীরা এখানে শীঘ্রই আসিবেন। গঙ্গাধর বাবাজী এখন আগ্রায় আছেন; আমাদের একটি বন্ধু (পণ্ডিত ভবানীদত্ত যোশী), যাঁহার সহিত উত্তরাখণ্ডে

আলাপ হয়, তিনি তথায় ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন; এখন তিনি আগ্রায় স্থাপিত হইয়াছেন, তাঁহারই নিকট আছেন। চিকিৎসাদির সুবিধা সেখানে বেশ আছে। এখানকার সমস্ত একরকম মঙ্গল। আপনি ৺বিশ্বেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন, যেন আমার রামকৃষ্ণে ভক্তিপ্রেম ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণতা লাভ করে। ইতি

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী

তারকনাথ (শিবানন্দ)

পুনঃ— আমি আপনাকে পত্র লিখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হইতেছিলাম; কেবল আপনার নিকট হইতে একখানি পত্রের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। শি—

(৯)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

বরাহনগর

২৮ শ্রাবণ,

১২ই আগষ্ট, ১৮৯১

মহাশয়েষু,

বহুদিবস পর আপনাকে পত্র লিখতে ইচ্ছা হইল। আপনি শারীরিক ও মানসিক কেমন আছেন জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। শরৎ বাবাজী বোধ হয় অবিমুক্তপুরী বাস করিতেছেন। তাঁহার সহিত কি আপনার কখন কখন সাক্ষাৎ হয়? আপনি কি এখন

মধ্যে মধ্যে ৺বশিষ্ঠেশ্বরের সমীপে বসিয়া ধ্যান-পাঠাদি করেন? আপনি কৃপা করিয়া বিশ্বনাথের চরণে আমার পরিবর্তে কতকগুলি প্রণাম করিয়া আমাকে চিরবাধিত করিবেন।

আপনি কি জন্য এতদিন পত্র লিখেন নাই বলিতে পারি না। এমন কি বিশেষ কার্যে ব্যস্ত আছেন যাহাতে আপনি ধর্মালাপ করিতেও বিরত? অবশ্য আপনার ন্যায় ধার্মিক ব্যক্তি ধর্মালাপ করিতে কোনমতেই বিরত নন; তত্রাপি আমরাও মধ্যে মধ্যে অন্ততঃ পত্রদ্বারা করিতে ইচ্ছা করি; গুরুদেবের কৃপায় শরীর-মন ভাল আছে; তবে সম্পূর্ণরূপ অবশ্য নয়। যোগানন্দ বাবাজী বোধ হয় অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন। নরেন্দ্রের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই; তবে বৈশাখ মাসে জয়পুর ছিলেন। আপনার কথাস্মরণে বড় আনন্দ হয়। তবে অনেকদিন স্মরণে তত আনন্দ হয় নাই বলিয়া পত্র লিখি নাই। কল্য হইতে পুনরায় হইতেছে। আপনি অনুগ্রহপূর্বক একখানি পত্র লিখিবেন। ইতি

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুনঃ— কাশীখণ্ড মূল বঙ্গানুবাদসহ কোথায় পাওয়া যায় যদি আপনি জ্ঞাত থাকেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন।

(১০)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

বরাহনগর
৭ই ভাদ্র, ১৮৯১

মহাশয়েষু,

আপনার পত্র পাইয়া অতীব প্রীত হইয়াছি। আপনার কোনরূপ অপরাধ হওয়া দূরে থাকুক, বরং আপনার উদ্দেশ্য অবগত হওয়ায় যৎপরোনাস্তি সন্তোষ হইয়াছে। ভগবান মনুর নিয়মানুসারে আপনি পঞ্চাশ বৎসরের পর অপত্যের অপত্য দর্শন করিয়া বানপ্রস্থ-ধর্ম অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন এবং ঈশ্বরকৃপায় আপনার সকলপ্রকার সুবিধাও হইয়াছে—অপত্যের অপত্য দর্শন করিলেন, শরীরের বয়ঃক্রমও পঞ্চাশ হইয়াছে; এই সময়ে আর কালক্ষেপণ করিবেন না। অবিমুক্তপুরীতে গঙ্গাতীর সেবা করুন। আপনার ৺বিশ্বনাথে প্রেম আছে, আপনার মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। রামকৃষ্ণ সর্বান্তর্যামী। তিনি ভক্তের হৃদয়ের ভাব জ্ঞাত হইয়া যথার্থ বিধান করিতেছেন। আমরা আর অধিক কি প্রার্থনা করিব? তবে পরস্পর সৌহার্দবশতঃ পরস্পরের মঙ্গল প্রার্থনা করা অত্যন্ত আবশ্যক।

যোগানন্দ বাবাজী ৺কাশীধাম হইয়া বোধ হয় ৺প্রয়াগ গিয়াছেন। আমিও বোধ হয় কোথাও শীঘ্র যাইব। নরেন্দ্রনাথের

সংবাদ আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। আপনার শারীরিক ও মানসিক কুশল-সংবাদ মাঝে মাঝে লিখিবেন। ইতি

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ— কাশীখণ্ডের সংবাদ পান ত লিখিবেন।

(১১)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

এলাহাবাদ
২৫শে অক্টোবর, ১৮৯১
রবিবার

মহাশয়েষু,

আপনার পত্র পাইয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। আপনার প্রেম-আহ্বান বড়ই আকর্ষণীয়। কিন্তু শুনুন, আপনাকে সকল বৃত্তান্ত বলি। বরাহনগরে একদিন গাঢ় ধ্যানের সময় ৺রামেশ্বরের দর্শনাভিলাষ এত প্রবল হইয়াছিল যে, পক্ষীর ন্যায় যদি পাখা থাকিত তাহা হইলে উড়িয়া যাইতাম। আপনার আহ্বান-পত্র পাইয়া মনকে প্রশ্ন করিলাম যে, ৺বারাণসী যাইতে চায় কিনা! কিন্তু এখন মন কিছুতেই যাইতে চায় না। প্রত্যাগমনকালে ইচ্ছা রহিল। আপনার দুষ্টতা কোনমতেই নয়। আপনি ভালবাসেন বলিয়াই বলিতেছেন। শ্রীগুরুদেব এবার তাঁহার ৺রামেশ্বরের মূর্তিতে আকর্ষণ করিতেছেন।

২

অনন্ত তাঁহার রূপ। বিশ্বনাথ যখন আকর্ষণ করিবেন, তখন কাহার সাধ্য স্থির থাকে।

আমার অন্তরের বিশেষ ভালবাসা আপনি জানিবেন; এবং ৺অন্নপূর্ণা-বিশ্বনাথের কাছে আমাদের মঙ্গলকামনা করিবেন। ইতি

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী

তারকনাথ (শিবানন্দ)

(১২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণভরসা

এলাহাবাদ

২৭শে অক্টোবর, ১৮৯১

মঙ্গলবার

প্রাণপ্রিয় মহাশয়েষু,

আপনাকে মহাশয় লিখিতে যেন অন্তরাল বোধ হয়। আপনার শেষ পত্র যে কি আশ্চর্য প্রেমপরিপূর্ণ তাহা পত্রে লিখিয়া কি জানাইব! ধন্য আপনার অন্তর্দর্শন, ধন্য আপনি, ধন্য আপনার কুল। গুরুদেব দিন দিন আপনার প্রেম বর্ধিত করিয়া দিন, আপনি ওতপ্রোতভাবে শিবজ্যোতি দর্শন করুন। সংসারে এ বস্তু অতি দুর্লভ, ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি না থাকিলে এরূপ সম্ভবে না। গত পরশ্ব দিবসে এক পত্রে আমার মনোভাবসকল লিখিয়াছি; বোধ হয় পাইয়া থাকিবেন। একবার কিছুদিনের জন্য শ্রবণ ও দর্শনাদি

করিয়া আসি ; পরে আপনার সহিত শুভমিলনের ইচ্ছা খুব রহিল। কিন্তু এখন ৺রামেশ্বর আকর্ষণ করিয়াছেন। কেবল রামেশ্বর নন, পথিমধ্যে ৺ওঁকারনাথ, উজ্জয়িনীতে ৺মহাকাল ও গোদবরীতটে ৺ত্র্যম্বকেশ্বর—এই জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করিতে হইবে—ইঁহারাও আকর্ষণ করিতেছেন। সকলই গুরুরূপ। রামকৃষ্ণের বোধ হয় বিশেষ ইচ্ছা যে, আমি এই সকল দর্শন করি। তাহা না হইলে এত ইচ্ছা কেন হইবে? এ মন যে তাঁহার কাছে বিক্রীত।

শুক্রবারের মধ্যে বোধ হয় যাত্রা করিতেছি। শ্রীগুরুদেবের যাহা ইচ্ছা! আপনাকে শত শত বার ভালবাসা জানাইতেছি। হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বলিতেছি। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

তারকনাথ (শিবানন্দ)

পুঃ— আমি গুরুদেবপ্রসাদাৎ খুব ভাল আছি।

তারক

(১৩)

এলাহাবাদ

৭ই কার্তিক, শুক্রবার

৩০।১০।২১

মহাশয়েষু,

এইমাত্র আপনার কুশল-সংবাদসহ পত্রখানি পাইয়া বড়ই প্রীত হইলাম। আপনি বড় স্মরণ করিয়া দিয়াছেন। বরাহনগরে

আপনার প্রেরিত পত্র পাইয়াছিলাম। আপনি ধ্যানান্তে বড়ই প্রেমোল্লসিত চিত্তে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলাম; মধ্যে মধ্যে ওরূপ পত্র প্রার্থনীয়। লিখিয়াছেন বহু পর্যটনে চিত্তের অশান্তি হয়, তাহা সত্য বটে; সেইজন্য মনস্থ করিয়াছি এক এক স্থানে কিছুদিন অবস্থান করিয়া অন্যস্থানে যাত্রা করিব।

আপনার পুত্র দার্জিলিং পর্বতে গিয়াছেন। এ সময়ে সেস্থান অতি রমণীয়, স্বাস্থ্য অতি চমৎকার; তবে কিঞ্চিৎ শীত। এখানে পণ্ডিত আদিত্যরাম বাবুর সহিত সাক্ষাৎ দুই-চারি দিন হইয়াছিল। তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল। বোধ হইল, ধর্মে ক্রমে অগ্রসর হইতেছেন। আপনার সহিত সাক্ষাৎ-সুখ আমিও বড়ই অনুভব করি। শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় প্রত্যাগমনকালে ৺বিশ্বনাথচরণ দর্শন ও আপনার সাহত কিছুদিন বাস করার ইচ্ছা রাহল। আপনি দশটি টাকা পত্রপাঠান্তে পাঠাইবেন; তাহা হইলে বোধ হয় সোমবার (শিববারেই) যাত্রা করিব। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

তারকনাথ (শিবানন্দ)

পুঃ— আপনি ধ্রুব জানিবেন, শ্রীগুরুদেবের কৃপা আপনার উপর আছেই আছে।

(১৪)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণভরসা

পঞ্চবটী

১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৯১

মহাশয়েষু,

আপনার মুখ দিয়া গুরুদেব যাহা বলাইয়াছেন, তাহাই সত্য হইল দেখিতেছি। এখান হইতে বোম্বাই যাই; ভয়ানক জনাকীর্ণ শহর, সাধুর থাকিবার যোগ্য নয়। কিন্তু এমন সুন্দর শহর ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নাই। ৫।৬ দিন বোম্বাই থাকি, পরে পুনা যাই—পুরাতন মহারাষ্ট্রীয় শহর, অতি চমৎকার। সেখানে ৺সোমেশ্বরের দেবালয়ে থাকি; পরে তুইটি ব্রাহ্মণ রামেশ্বর হইতে সেইখানে আসে; তাহারা বলিল, এখন তুই মাস রামেশ্বরে এবং নিকটবর্তী ৩০০ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া বর্ষা। আর বড়ই গরম, জলবায়ু অত্যন্ত খারাপ—ইত্যাকার শুনিয়া কাজেকাজেই যাত্রা স্থগিত করিলাম। শরীরকে বৃথা কষ্ট দেওয়া উচিত নয়, তাহাতে মনেরও চাঞ্চল্য হইতে পারে—এই ভাবিয়া পুনরায় এখানে আসিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, আপনার আকর্ষণ কাটিয়া চলিয়া যাইব; কিন্তু এখন বোধ করিতেছি যে, গুরুদেবই আপনার দ্বারায় ওরূপ করিয়াছিলেন। তবে অলাভ কিছুই নাই। ৺পঞ্চবটী মহাতীর্থস্থান; ৺ওঁকারনাথ, ৺ত্র্যম্বকেশ্বর এ-সকল

জ্যোতির্লিঙ্গ সমস্ত দর্শনে অতীব আনন্দলাভ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। এখানে অনেকগুলি দণ্ডী পরমহংস বাস করেন।

আপনি শারীরিক ও মানসিক কেমন আছেন? আমার শরীরটা এখানে তত ভাল নাই। ৺বিশ্বনাথ টানিতেছেন দেখিতেছি। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ— ৺কাশীধামে গুরুভাই কেহ আছেন কি? নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতির কোন সংবাদ পাইয়াছেন কি? অথবা বরাহনগরের কোন সংবাদ?

(১৫)

শ্রীশ্রীগুরুদেবঃ
শরণং

এলাহাবাদ
২৬ ডিসেম্বর,
২৬।১২।৯১

মহাশয়েষু,

আমি ২।৩ দিন হইল এখানে আসিয়াছি। অভেদানন্দ ভায়া এখানে রহিয়াছেন। শরীরটা কিছু কৃশ আছে; শীঘ্রই বোধ হয় ৺বারাণসীর দিকে যাইব। আপনি কেমন আছেন? শারীরিক

ও মানসিক বোধ হয় ভালই আছেন। এবার কাশীধামে যাইয়া কোথায় থাকিব, আপনি কিরূপ বিবেচনা করেন লিখিবেন আমি গুরুদেবকৃপায় ভাল আছি। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৬)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

প্রয়াগ
৪ঠা মাঘ, রবিবার
১৭।১।৯২

মহাশয়েষু,

শরীরটা এখন অনেক সুস্থতা লাভ করিয়াছে। আমার বারাণসীপুরী যাইবার বিলম্ব কেন হইল বোধ হয় বুঝিয়াছেন। মকরসংক্রান্তির স্নান প্রধান, অন্য অনেকগুলি কারণও আছে; সাক্ষাতে বলিব। আপনি কেমন আছেন? বোধ হয় ৺বিশ্বনাথ-কৃপায় শারীরিক, মানসিক ভালই থাকিবেন। আমি ও অভেদানন্দ ভায়া ভাল আছি ও আছেন। বোধ হয় শীঘ্রই ৺কাশীধামে যাইব। প্রয়াগে মাঘস্নান দিনকতক করিবার ইচ্ছা আছে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৭)

শ্রীচরণভরসা

প্রয়াগ
১৮ই মাঘ, রবিবার,
১৮৯২

মহাশয়েষু,

আপনার পত্র পাইয়া বড়ই সুখী হইয়াছি; তবে উত্তর দিতে বিলম্বের কারণ এই, আমরা মাঘ মাসের প্রথমে দারাগঞ্জে বাস করিতেছি। আদিত্যরাম ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার বাটীর পার্শ্বে একটি পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, কোন সাধু-সন্ত যদি থাকিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ঐ আশ্রমে থাকিতে পারেন এবং দেখিলাম অনেক সাধুর সহিত ভট্টাচার্য মহাশয় প্রীতি রাখেন। সেই কুটীরে আমরা বাস করিতেছি; সুতরাং আপনার পত্র প্রথমে চৌকে গোবিন্দবাবুর নিকট আসে এবং কিছুদিন পরে আমরা পাই। শারীরিক অসুস্থতা এই ছিল—আহারে অরুচি এবং দুর্বলতা; এখন সুস্থ আছি। অভেদানন্দ বাবাজীও সুস্থ আছেন। শীঘ্রই বোধ হয় ৺কাশীধামে যাইতেছি। আপনি এখানে পত্র লিখিবেন না। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৮)

শ্রীশ্রীগুরুদেবো জয়তি

আলমবাজার মঠ
পোঃ বরাহনগর
২৪ পরগণা, ৬।৫।৯২

মহাশয়েষু,

বহু দিবসাবধি আপনার কোন সংবাদ না পাইয়া বিশেষ চিন্তিত আছি। মধ্যে সারদা ও শরৎ স্বামিদ্বয় উভয়ে এক পত্র আপনাকে লিখিয়াছিলেন; তাহারও কোন উত্তর দেন নাই; কি কারণ বুঝিতে পারি নাই। আপনার সকল মঙ্গল ত?

আমি কাশীধাম হইতে প্রত্যাগমন অবধি কোন পত্রাদি লিখিতে পারি নাই। তাহার কারণ এই—শ্রীগুরুদেবের জন্মতিথির দিন আমি এখানে পৌঁছাই, পরে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার জন্মস্থান দর্শন করিতে যাই (সে স্থানটির নাম কামারপুকুর—হুগলি জেলার অন্তর্গত)। সেখানকার জলবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর—পৌঁছিয়া ৩।৪ দিনের মধ্যেই জ্বরে আক্রান্ত হই—প্রায় একমাসের উপর সেখানে থাকি। সম্প্রতি সেখান হইতে আসিয়াছি; এখনও শরীর সবল হয় নাই—এই কারণে আপনাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। আপনি অবশ্য দুঃখ করিতে পারেন, কিন্তু এই পত্রপাঠে তাহা দূর হইবে বোধ করি। যোগানন্দ এখানে আছেন এবং ভাল আছেন।

শুনিতেছি বারাণসীর স্বাস্থ্য নাকি আজকাল বড়ই খারাপ; সত্যই কি? আপনার শারীরিক ও মানসিক কুশলসহ শীঘ্রই পত্র লিখিবেন। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর-চরণে আমার কোটী কোটী প্রণাম জানাইবেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

তারক (শিবানন্দ

পুঃ— শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মোৎসব এবার মহাসমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। কলিকাতাস্থ প্রায় ১৫০০ সুশিক্ষিত ভদ্রলোক-সকল আসিয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্য হইতেই প্রায় ৫।৬ সম্প্রদায় ভদ্রলোক হরি-কীর্তন করিয়াছিলেন। এক সম্প্রদায় তাঁহার পবিত্র জীবনচরিত পাঠ করিয়া সকল লোককেই আনন্দে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। যে কুটীরে তিনি অবস্থিতি করিতেন এবং যেস্থানে তিনি তপশ্চর্যা ইত্যাদি করিয়াছিলেন, বহুতর লোক সেই সেই স্থানে যাইয়া অতি আনন্দে হরিকীর্তন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়াছিলেন। ইংরেজী-শিক্ষিত লোক অধুনা বঙ্গদেশে যে এমন ভক্ত হইতেছেন— এ কেবল ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা।

তারক

(১৯)

শ্রীশ্রীগুরুদেবো জয়তি

আলমবাজার মঠ
পোঃ বরাহনগর
১৪ই ভাদ্র, ৩০।৮।৯২

মহাশয়েষু,

গতকল্য বৈকালে আপনার পত্র পাইয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি। বৃদ্ধ স্বামীর কষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। মধ্যে মধ্যে সংবাদ লইতে ত্রুটি করিবেন না, তাহা আমরা জানি।

মহাশয়, স্বামী শরৎচন্দ্র প্রভৃতি আপনাকে যথেষ্ট ভালবাসেন। তাঁহাদের কাহারও আপনার উপর বিরক্তি বা অন্য কোন ভাবের লেশমাত্র নাই; বরং তাঁহারা আপনার ভগবদ্দত্ত গুণের প্রশংসা করিয়া থাকেন; আপনি সে বিষয়ের জন্য বিন্দুমাত্র সন্দিগ্ধ হইবেন না। আমরা কায়মনোবাক্যে গুরুদেবের নিকট প্রার্থনা করি, যেন আপনার চিত্ত শিবময় হইয়া শান্তি সম্ভোগ করে। আমাদের প্রার্থনা তিনি দয়া করিয়া শুনেন ও অগ্রাহ্য করেন না। আপনার যদি এরূপ মনে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি আপনার মনোরথ পূর্ণ করিবেন। এবং কেনই বা শুনিবেন না, অবশ্যই শুনিবেন।

আপনার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হওয়ার কারণ—আমি শারীরিক অসুস্থ ছিলাম। গণ্ডদেশ হঠাৎ স্ফীত হইয়াছিল—অদ্যাপি সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই। যোগানন্দ শারীরিক ও মানসিক কুশলে আছেন। তিনি আপাততঃ এখানে উপস্থিত নাই—আসিলেই আপনার প্রণাম জানাইব। আপনার পোষ্টকার্ড এইমাত্র পাইলাম। বৃদ্ধ স্বামীর সংবাদ আমরা পাইয়াছি। তিনি অনেক সুস্থ হইয়াছেন। আপনি আর একবার সংবাদ লইয়া এখানে লিখিবেন। এক্ষণে কাশীর জলবায়ু কেমন? বর্ষা কিরূপ হইতেছে? আপনার শারীরিক ও মানসিক কুশল লিখিবেন। এখানকার মঙ্গল জানিবেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

তারকনাথ (শিবানন্দ)

(২০)

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

আলমোড়া

৮ই মে, ১৮৯৩

ঠিকানা :—খাগমারা কোট, আলমোড়া, কুমায়ুন

মহাশয়েষু,

পাঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে বরাহ-অবতারের জন্মস্থানে আসি। স্থানের নাম সোরোঁ। ইহা এটা জিলার অন্তর্গত। পরে সহস্রবাহুর (পরশুরামের) জন্মস্থানে আসি—স্থানের নাম

সহসওয়ান। ইহা বদাওন জিলার অন্তর্গত। পরে এস্থানে আসিয়াছি। এস্থানে পূর্বে আর একবার আসিয়াছিলাম—নরেন্দ্র বাবাজী প্রভৃতিও কিছুদিন ছিলেন। ইহা কেদারখণ্ডের অন্তর্গত।

বহুদিন হইল আপনার কোন সংবাদ পাই নাই। আপনি শারীরিক ও মানসিক কেমন আছেন? পুত্রপৌত্রাদি সকলে কেমন আছেন? এস্থানে এখন বেশ শীতলতা বিরাজমান। বোধ হয়, ৺কাশীধামে এখন যথেষ্ট গরম। এখানে একজন ইংরেজ—লণ্ডন থিওসফিকেল সোসাইটির সভ্য—আসিয়াছেন। ইহার আচার-ব্যবহার ও যোগমার্গে নিষ্ঠা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। যথার্থ একটি হিন্দু সন্ন্যাসীর ন্যায়। ইনি আলাপ করিবার যোগ্য। যে আশ্রমে আমি বাস করি তাহার অতি নিকটে ইনিও বাস করেন। সর্বদাই সৎপ্রসঙ্গ হয়। আমার অসংখ্য প্রণাম ৺অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরের চরণে জানাইবেন। আমি শারীরিক ও মানসিক কুশলে আছি। আপনার কুশলসংবাদ সত্বর লিখিবেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ (তারকনাথ)

(২১)

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

আলমোড়া
১৩ই মে, ১৮৯৩

মহাশয়েষু,

আপনার পত্র পাইয়া বড়ই প্রীত হইলাম ; কারণ বহুদিনের পর কোন প্রিয় ধর্ম-বন্ধুর হস্তাক্ষর পাইলে এইরূপই হয়। শরীরের শৈথিল্য এবং মনের কিঞ্চিৎ জড়তা যাহা লিখিয়াছেন তাহা বোধ হয় বয়োধিক্যবশতঃ হইতে পারে। কিন্তু শরীর ও মনের পার্থক্য অনুভূত হইলে শারীরিক শৈথিল্য বোধ হয় মনের জড়তা আনিতে তত সক্ষম হইবে না। অবশ্য সময় সময় শরীর যথেষ্ট সবল থাকিলেও মনের জড়তা অনুভব হয়, ইহা স্বাভাবিক।

থিওসফিষ্ট সাহেবটির নাম ই টি ষ্টার্ডি। আপনি বোধ হয় ইহাকে চিনিবেন না। অতি শান্ত, আচার-ব্যবহার ঠিক ব্রাহ্মণের ন্যায়। ব্রাহ্মণের হাতের অন্নগ্রহণ করেন। একবার মাত্র বেলা ১টার সময় মুগের ডাল খিচুড়ি খান। দিবারাত্রের মধ্যে আর কিছুই আহার করেন না। আর অল্পাহারী—ছয় ছটাক মাত্র। নিদ্রা চারি ঘণ্টার অধিক নয়। সত্ত্বগুণ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। মনে জ্ঞানলাভের জন্য খুব অনুরাগ—বয়স ৩৩ বৎসর এবং বালব্রহ্মচারী।

আমি বোধ হয় বর্ষার চারি মাস এই স্থানেই থাকিব। শরীর বেশ সুস্থ আছে। এখানে প্রত্যহ বৃষ্টি হইতেছে। সমতল দেশের মাঘ মাসের ন্যায় শীত। জলবায়ু অতি পবিত্র। মনের পরাধীনতা এবং মর্ত্যতা অনুভব করিতেছি এবং আত্মার স্বাধীনতা, নিত্যতা অনুভূত হইতেছে। বৃদ্ধ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হয় কি? তিনি কেমন আছেন? ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ— কলের জল পান করিয়া লোকের স্বাস্থ্য কিঞ্চিৎ উন্নতিলাভ করিতেছে কি?

(২২)

শ্রীশ্রীগুরুদেবো জয়তি

খাগমারা কোট

আলমোড়া

২৩শে মে, ১৮৯৩

মহাশয়েষু,

আপনার প্রেরিত পত্র যথাসময়ে পাইয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। আপনার চিত্ত দৈনন্দিন শিবামৃতসিন্ধুতে অবগাহিত থাকিতে সমর্থ হউক, আমার একান্ত ইচ্ছা। ইহা মনে করিবেন না যে, কেবল পত্র লিখিবার সময়ই এই প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করি; আপনার

সম্বন্ধে অনেক সময় চিন্তা এবং প্রার্থনা করি। সত্তের সহিত সম্বন্ধ কখনও বিস্মৃত হওয়া যায় না। মহাভারতে সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যানে পড়িয়াছি—সাবিত্রী ও যমরাজের সহিত কথোপকথন-কালে সাবিত্রী যমকে কহিয়াছিলেন, "হে মহারাজ, সদাত্মার সহিত সম্বন্ধ একবার স্থাপিত হইলে তাহা চিরদিনের জন্য জীবিত থাকে।" আপনি যথার্থ কহিয়াছেন যে, ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতিরেকে প্রগাঢ় ধ্যানানন্দ লাভ করা যায় না। কিন্তু ভগবান কৃপা করিয়া গীতায় কহিয়াছেন—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" ১০।১০

"সততযুক্ত" শব্দে যে কেবলমাত্র সর্ববিষয় ত্যাগ করিয়া অহোরাত্র ধ্যান করা বুঝায়, আমার বোধ হয় তাহা নয়। নিয়মিত ধ্যানকালে যদি একবার মাত্র প্রগাঢ় বিমলতম আনন্দানুভব হয়, তাহার মাদকতাশক্তি চিত্তে চব্বিশ ঘণ্টা সংলগ্ন থাকে। যে কার্যই করুক না কেন, কখনই সে তন্তু বিচ্ছিন্ন হইবে না। তবে বিষয়কার্যে মন ব্যাপৃত থাকার জন্য অবশ্য কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্য হইতে পারে।

শারীরিক শৈথিল্যের কারণ আপনি যাহা যাহা লিখিয়াছেন তাহাই বটে। ৺হরিদ্বারে শীতকালে একপ্রকার বাতাস বহে তাহা সমতলবাসীদিগের পক্ষে প্রায় অসহ্যকর। এমন কি, অনেক সন্ন্যাসীরাও সে সময় অন্যত্র চলিয়া যান। এবার সকল স্থানেই অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। তাহার কারণ হিমালয়ে এবার অসম্ভব বরফ পড়িয়াছে। এখানকার অতিবৃদ্ধ লোক পর্যন্ত কহিতেছেন

যে, তাঁহারা কখনই এরূপ বরফপড়া দেখেন নাই। সেই কারণ এখানে প্রায় প্রত্যহই বৃষ্টি হইতেছে। তিন চারি দিন বন্ধ ছিল, কিঞ্চিৎ গ্রীষ্মবোধ হইয়াছিল; গতকল্য পুনরায় যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হইয়া স্থানকে শীতল করিয়া দিয়াছে।

আপনার প্রেরিত ১ খণ্ড ৺কাশীখণ্ড পুরাণ এবং ৺তৈলঙ্গ স্বামীর চিত্র পাইয়াছি। কখন যে চাহিয়াছিলাম এবং কাহার জন্য, কিছুই স্মরণ নাই। যাহা হউক, প্রীতির কারণ বটে। এ-খণ্ড পাঠ করিয়া পরে অন্য খণ্ড আবশ্যক হইলে আপনাকে লিখিব।

এখানে আসা অবধি এ পর্যন্ত মঠের চিঠি পাই নাই। ইহার পূর্বে পাইয়াছিলাম। পত্র লিখিয়াছি।

সাহেবটি রাজযোগ অভ্যাস করেন। তাঁহার সাধনের সময় রাত্রিকাল। কলিকাতা যাইবার বাসনা এখন কিছুমাত্র নাই। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(২৩)

ওঁ শ্রীগুরুদেবো জয়তি

আলমোড়া

পাতালদেবী

১৩ আগস্ট, ১৮৯৩

মহাশয়েষু,

বহুদিবস হইল আপনার কোন সংবাদ পাই নাই। আমি এখানকার নিকটবর্তী কয়েকটি নির্জন, গম্ভীর ও শীতল স্থানে

দেখিতে গিয়াছিলাম এবং ঐ সকল স্থানে কিছু কিছু দিন বাসও করিয়াছিলাম। আপাততঃ এখানে আছি এবং শারীরিক ও মানসিক সুস্থ আছি। আপনি শারীরিক ও মানসিক কেমন আছেন জানিতে বড়ই ইচ্ছা। অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন। পুত্র-পৌত্রাদি সকল কুশলে আছে ত? আমার অনন্তকোটী প্রণাম ৺কাশীশ্বর ও কাশীশ্বরীর চরণে জানাইবেন। এখন কাশীর জলবায়ু কেমন? বোধ হয় গ্রীষ্ম অধিকই হইবে।

গঙ্গাধর বাবাজীর সংবাদ পাইয়াছি। তিনি রাজপুতনার অন্তর্গত শিখাবতী নাম্নী নগরীতে আছেন—তাঁহার শরীরটা খুব সুস্থ নয়। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ— বৃদ্ধ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হয় কি?

(২৪)

শ্রীশ্রীগুরুদেবো জয়তি

পাতালদেবী

আলমোড়া

২৭শে আগস্ট, ১৮৯৩

মহাশয়েষু,

আপনার প্রেরিত কার্ড পাইয়া সাতিশয় আনন্দ অনুভব করিয়াছি। কিন্তু আপনার শরীরের শৈথিল্য অদ্যাপি আছে

জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আপনার শারীরিক ও মানসিক কুশল শুনিলে আমি বড়ই প্রীত হইব।

আমার মানসিক অবস্থা এখন উত্তম আছে। সময় প্রায়ই ধ্যানে ও মননে বীত হয়; কখন কখন পাঠেও হয়, কিন্তু তাহা অতি অল্প। কারণ পাঠকালীন কোন একটি ভাবপূর্ণ শ্লোক বা ব্যাখ্যাতে মন বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া যায়; তাহার পর আর পাঠে ইচ্ছা হয় না। সেইভাব লইয়া চিত্ত ক্রমে ক্রমে প্রশান্ত হইয়া মহানন্দ উপভোগ করে। নির্জন পর্বত বনাদি দর্শন করিয়া চিত্তের যে শান্তিলাভ হয়, সে অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তবে হিমালয়ের বিশুদ্ধ জলবায়ুর দ্বারা স্বাস্থ্য উত্তম থাকে এবং তদ্দ্বারা ধ্যান-মননের আনুকূল্য সাধিত হয়।

এখানে বঙ্গদেশের একটি সাধু আসিয়াছেন, আপনিও বোধ হয় তাঁহাকে চিনিতে পারেন। ৺কাশীধামে ইনি যোগানন্দ, শরৎ ও অভেদানন্দ বাবাজীদের সঙ্গে থাকিতেন। দীননাথ গুপ্ত তাঁহার নাম। ইনি ৺কাশীধাম হইতে যাত্রা করিয়া বিন্দুবাসিনী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য, বৃন্দাবন এবং পরে জয়পুর, যোধপুর, বিকানির, কুরুক্ষেত্র এবং অন্যান্য স্থান দর্শন করিয়া উত্তরাখণ্ডে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি স্থান পদব্রজে এবং যথার্থ সন্ন্যাসীর বৃত্তিতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মানসিক অবস্থা অতি উন্নত হইয়াছে। তাঁহার সৎসঙ্গ বড়ই আনন্দবর্ধক। ইনি পুনরায় আশ্বিনের শেষে বা কার্তিকের প্রারম্ভেই

এখান হইতে পদব্রজে ৺কাশী অভিমুখে যাত্রা করিবেন; পরে বরাহনগরে সাধুদিগকে দর্শন করিতে যাইবেন।

একটি সুসংবাদ আপনাকে দিতেছি—এখানে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। জনৈক পণ্ডিত, নাম নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী—ইনি কাশীধামে বহুদিন যাবৎ ব্যাকরণ ও বেদাদি উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রায় চার-পাঁচ মাস হইল এখানে ৺বদরিনারায়ণের মন্দিরে পাঠশালা খুলিয়াছেন। পাঠশালা অবৈতনিক—প্রায় ৭৫টি বিদ্যার্থী। ব্যাকরণ, কাব্য, কোষ, বেদ ও জ্যোতিষ ইত্যাদি পাঠ হইতেছে। জ্যোতিষ শিক্ষা দিবার জন্য একটি পণ্ডিতকে ইঁহারা অনেক দূর হইতে আনিয়াছেন। ইনি বেতন গ্রহণ করেন। সেইজন্য পাঠশালার কিছু অর্থের অভাব হইতেছে। মহাশয় যদি উচিত বোধ করেন, তবে কিছু সাহায্য করিবেন। আপনাকে লিখিবার কারণ, আপনি মহাসংস্কৃতজ্ঞ এবং হিন্দুধর্মের একজন পৃষ্ঠপোষক। হিন্দুসমাজ আপনার নিকট এইরূপ সাহায্য পাইতে সম্পূর্ণ আশা করে। ইঁহাদের ঠিকানা—পণ্ডিত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী, বদরিনারায়ণ পাঠশালা, আলমোড়া। আপনার শারীরিক ও মানসিক কুশল মধ্যে মধ্যে লিখিবেন। গঙ্গাধর বাবাজীর ঠিকানা আমি ঠিক অবগত নই, তবে আপনি এই ঠিকানায় লিখিবেন—স্বামী অখণ্ডানন্দ, C/o ক্ষেত্রীর রাজা, শিখাবতী।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(২৫)

শ্রীশ্রীগুরুদেবো জয়তি

মাদুরা

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৪

মহাশয়েষু,

এখানে পৌছিয়া আপনার পত্র পাইলাম, পাঠ করিয়া যে কত আনন্দলাভ করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। আপনি সদাই শিবানন্দসিন্ধুতে মগ্ন থাকুন—আমার হৃদয়ের ইচ্ছা। যদিও বিষয়সংস্পর্শ অনেক সময় বিঘ্ন ঘটায়, তথাপি ঈশ্বরানুরাগীকে কখনই জয় করিতে পারিবে না; বরং ক্ষণিক বিক্ষেপের পর দ্বিগুণ প্রেমের সহিত আপনি পুনরায় আনন্দ উপভোগ করিবেন। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আপনাকে সংসার কখনই মগ্ন করিতে পারিবে না। আপনি পদ্মের ন্যায় ভাসিবেন। যদিও পদ্মের মূল ও শাখাপ্রশাখা জলে মগ্ন থাকে, কিন্তু ফুলটি সর্বদাই জলের উপর ভাসিতে থাকে। কখন কখন প্রবল বাতাঘাতে জলে উচ্চ তরঙ্গোত্থিত হইয়া বোধ হয় যেন পদ্মকে চিরনিমগ্ন করিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। যদিও হয়, সে ক্ষণিকের জন্য।

গঙ্গাধর বাবাজীর সংবাদ গত ডিসেম্বর মাসে পাইয়াছিলাম। তখন তিনি রাজপুতনান্তর্গত মালসীশ্বর নামক স্থানে কোন ব্রাহ্মণের কাছে ছিলেন। তৎপরে আর কোন সংবাদ পাই নাই। নরেন্দ্র বাবাজীর সংবাদ তাঁহার নিকট হইতে কিছুই পাই নাই, তবে

মাদ্রাজে তাঁহার অনেকগুলি বন্ধু—যাঁহারা কলেজের প্রফেসার, এডভোকেট, ডাক্তার এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ, কেহ বা কায়স্থও আছেন—তাঁহারা চাঁদা করিয়া প্রায় চারি সহস্র টাকা একত্র করিয়া তাঁহাকে আমেরিকায় পাঠান। তাঁহাদের কাছে বিবেকানন্দ-প্রেরিত কতকগুলি পত্র দেখিয়াছি। তিনি আমেরিকার লোকের বড়ই সুখ্যাতি করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম বিষয়ে জানিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রকৃত জিজ্ঞাসুর ন্যায় অবস্থা আসিয়াছে।

মাদ্রাজের ভদ্রলোকগুলি তাঁহাকে এতদূর ভক্তি করেন যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্ব স্ব বিষয়ের কিঞ্চিৎ অংশ বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন; যদি তিনি সেখান হইতে চাহিয়া পাঠান তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ইঁহারা তাহা পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু আমেরিকার লোক তাঁহার প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছেন যে, তাঁহার সমস্ত খরচ তাঁহারাই দিতেছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, সেখানকার খরচ সাধারণলোকের পক্ষে প্রত্যহ (বর্তমান) এক পাউণ্ড, কিন্তু তাঁহারা অতি সন্তোষের সহিত খরচ করিতেছেন—দলে দলে লোক হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে শুনিতে আসে। এইরূপ তাঁহার পত্রে পড়িয়া জানিতে পারিয়াছি। এই পত্রের মধ্যে ৺রামেশ্বরের প্রসাদী বিল্বপত্র পাঠাইতেছি। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(২৬)

শ্রীশ্রীগুরুদেবো জয়তি

বাঙ্গালোর
২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৪
C/o অনন্তরাম আয়েঙ্গার
চিকপেট

মহাশয়েষু,

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়া পরম সন্তোষলাভ করিলাম। নৈনিতাল পরিত্যাগ করিয়া বেরিলী আসিয়াছিলাম এবং পরে বাদায়ুন তথা আগ্রা, বৃন্দাবন, জয়পুর, আবু, বোম্বাই। তথা হইতে মাদ্রাজ ও পরে কাঞ্চী দর্শন করিয়া চিদাম্বরম, সেখান হইতে বাঙ্গালোর নামক স্থানে কিছুদিন থাকি। তথা হইতে মাদুরা ও রামেশ্বর। রামেশ্বর হইতে প্রত্যাগমনকালে শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন করিয়া এখানে আসিয়াছি। এখন মহীশূর যাইবার কল্পনা আছে, কিন্তু শীঘ্র বোধ হয় ঘটিবে না। মাদ্রাজ হইতে তথাকার (বিবেকানন্দ স্বামীর পরিচিত এবং যাঁহাদের সহিত আমারও পরিচয় হইয়াছে) কতিপয় সুশিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুদেবের জন্মোৎসবের দিন আমাকে তথায় যাইতে অনুরোধ করিতেছেন। বোধ হয় তাঁহারা সেখানে কোনপ্রকার উৎসব করিবেন। কলিকাতাস্থ পণ্ডিতবর মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র বাবু মন্মথ ভট্টাচার্য এম-এ, যিনি মাদ্রাজের সহকারী

কম্পাট্রোলার, তিনিও একজন উদ্যোগী। সেখান হইতে পুনরায় বোধ হয় এ অঞ্চলে আসিব। এদিকে আসিবার অনেক স্থান আছে। এ অঞ্চলে স্বামী রামানুজ আচার্যের যথেষ্ট গৌরব। তাঁহার প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এদেশে বড়ই আদরণীয়। রামানুজাচার্যকৃত ব্যাসসূত্রভাষ্য আমি কখনও দেখি নাই; তবে থিবো সাহেবের অনুবাদ পড়িয়াছি। শ্রীভাষ্য একবার পড়িবার ইচ্ছা আছে।

৺কাশীধাম-অঞ্চলে যাইবার সম্প্রতি ইচ্ছা নাই। তবে ঠিক বলিতে পারি না। যদি যাওয়া হয়, তবে মহাশয়কে পূর্বে লিখিব। অর্থাভাব কিছুমাত্র বোধ করিতেছি না এবং বোধ হয় করিতে হইবেও না। আপনার হৃদয় বিশেষ প্রেমের পরিচয় দিতেছে। ধন্য আপনি। প্রার্থনা করি, সদাই হৃদয়পদ্মে বিশ্বেশ্বরের বিমল পাদপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমে মগ্ন হইয়া থাকুন।

বিবেকানন্দ পত্রে কিছুই তর্ক করিয়া লেখেন নাই। তবে আমি যতদূর বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে এই অনুমান হয় যে পাশ্চাত্ত্য সভ্যজাতির মধ্যে আমেরিকা প্রথমশ্রেণীতে পরিগণিত। ইহারা যদি হিন্দুধর্মের গৌরব ও মহত্ব বুঝিতে পারে তবে পাশ্চাত্ত্যের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য জাতিও তাহাদের অনুকরণ করিতে অবশ্যই বাধ্য। এবং ইংরেজ জাতি যদি এরূপ করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের যে বিশেষ কল্যাণ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইংরেজ জাতির মধ্যে এখন অনেকেই হিন্দুধর্মের প্রশংসা করিতে শিখিয়াছে। বিশেষতঃ

থিয়োসফিকেল সোসাইটি সংস্থাপনের পর অনেক পুস্তকাদি অনূদিত হইয়া বিলাতে প্রচারিত হইয়াছে; তদ্দ্বারা অনেকেই হিন্দুধর্মের দিকে মনোযোগ দিতেছে—এমন কি নিরামিষাশী হইয়া বিষয়ত্যাগী হইয়া যোগাদি-সাধনের জন্যও কেহ কেহ তৎপর হইয়াছে। বিশেষ করিয়া আমেরিকায় এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যাইতেছে।

আপনার দীর্ঘ পত্রপাঠে আমি কিছুমাত্র বিরক্তিবোধ করি না বরং আনন্দলাভ করি। পুত্রদ্বয় ও পৌত্রাদিকে আমার শুভ ইচ্ছা জানাইবেন। আমি শারীরিক ও মানসিক ভাল আছি। আপনিও বোধ হয় ভাল আছেন। ভ্রমণকালীন কোন মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ— বৃদ্ধ স্বামীর সহিত যদি সাক্ষাৎ হয় ত আমার নমস্কার দিবেন।

(২৭)

শ্রীশ্রীগুরুদেবো জয়তি

আলমবাজার

৩১শে বৈশাখ

১৩।৫।১৮৯৪

মহাশয়েষু,

বহুদিবস হইল আপনার সংবাদ লইতে পারি নাই। আমি এখানে আসিয়াছি কিন্তু লজ্জাবশতঃ আপনাকে পত্র লিখিতে

পারি নাই, কারণ ৺কাশীধামে নামিতে পারি নাই। আপনি কিছু মনে করিবেন না। বোধ হয় শীঘ্র যাইতে পারি। আপনার শারীরিক ও মানসিক কুশল লিখিয়া সুখী করিবেন। পবিত্র কাশীধাম সর্বদাই হৃদয়ে জাগিতেছে এবং আপনিও তাহা হইতে পৃথক নহেন।

আগামীকল্য ধর্মপাল সর্বসাধারণের সমক্ষে "আমেরিকায় হিন্দুধর্ম ও স্বামী বিবেকানন্দ" সম্বন্ধে যাহা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা বলিবেন। কলিকাতার সমস্ত হিন্দুসমাজ শুনিতে বড়ই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহারাই সভার আয়োজন করিয়াছেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ— আপনার শুভসংবাদ শীঘ্র লিখিবেন, আমি চিন্তিত আছি।

(২৮)

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

মুসুরী পর্বত

শুক্রবার

৬।৭।১৮৯৪

মহাশয়েষু,

অদ্য চৌদ্দ দিবস হইল এখানে আসিয়াছি। ৺কাশীধাম কেবল একদিন মাত্র ছিলাম কিন্তু অত্যন্ত বর্ষাপ্রযুক্ত আপনাকে দেখিতে

যাইতে পারি নাই; সেজন্য বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু প্রত্যেকবারই বৃষ্টি জোরে আরম্ভ হইয়াছিল। আপনি বোধ হয় পূর্বাপেক্ষা ভাল আছেন। আমি উত্তরকাশীতেই চাতুর্মাস্য করিব। কল্য এখান হইতে যাত্রা করিব। উত্তরকাশী হিমালয়ের মধ্যে (উত্তরাখণ্ডে) অতি রমণীয় স্থান—বিশেষ বর্ষাকাল। কতিপয় মহাত্মা সেখানে প্রায়ই চাতুর্মাস্য করিয়া থাকেন। আমার শুভ ইচ্ছা আপনারা সকলেই জানিবেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(২৯)

শ্রীশ্রীগুরুদেবো জয়তি

কানপুর
৪ঠা মার্চ, ১৮৯৫

স্নেহাস্পদেষু,

অনেকদিন হইল কোন সংবাদ লইতে পারি নাই। শারীরিক ও মানসিক বোধ হয় ভাল আছেন। বাটীর আর আর সকলেও বোধ হয় কুশলে আছেন।

আমি এখানে আসিয়া কিছুদিনের জন্ম ব্রহ্মাবর্তে অর্থাৎ বিঠুরে ছিলাম। তথায় খণ্ডেরাও বাবা নামে একটি প্রাচীন সাধু আছেন। তাঁর সাক্ষাতে বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি। যথার্থ আত্মজ্ঞানী পুরুষ; মহারাষ্ট্রদেশীয় শরীর। বিঠুর শহরের অতি প্রান্তভাগে গঙ্গাতীরে কিঞ্চিৎ উন্নত একটি স্থানে তাঁহার আসন। আশ্রমটি দেখিলেই একটি ঋষির আশ্রম বলিয়া প্রতীতি হয়। চতুর্দিকেই বৃক্ষশ্রেণী; কতগুলি গাভী আছে, তাহাদের দুগ্ধই তাঁহার আহার। মিউটিনির বৎসর তাঁহার গর্ভধারিণীর দেহান্ত হয়; তাঁহার দেহ সৎকার করিয়া তিনি সেই স্থানে বসিয়া তপস্যা আরম্ভ করেন, আর কোথাও যান নাই। আজ ৩৮ বৎসর এক আসনে বসিয়া তপস্যা করিতেছেন। মূর্তি দেখিলেই মহাপ্রাচীন একটি ঋষি বলিয়া প্রতীতি হয়; আলুলায়িত দীর্ঘ শুভ্র জটা এবং শ্মশ্রু, দীর্ঘ ললাট, চক্ষু অর্ধ-মুদ্রিত। কথাবার্তায় মিতভাষী। কিন্তু আমার সহিত কৃপা করিয়া অতি উৎসাহের সহিত অনেকক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান-চর্চা করিলেন। বলিলেন যে, তোমাকে দেখিয়া আমার ভিতর হইতে আপনা আপনিই অর্থাৎ স্বতঃই কথা আসিতেছে। প্রাণের কথা কহিতে লোক পাই না। যাহারা আসে তাহারা বাহ্যিক কথার আড়ম্বর লইয়াই ব্যস্ত; অন্তরের প্রকৃত বস্তুর সন্ধান কেহই জানিতে চাহে না এবং বলে না। জ্ঞানী হইয়াও যথেষ্ট বিনীত। যতই জ্ঞানের কথা কহিয়া আনন্দানুভব করেন, ততই বার বার করজোড়ে প্রণাম করেন; বলেন, "ভালে দর্শন দিও, মহারাজ।" এদিকে সুপণ্ডিত, সংস্কৃত সময় সময় অবাধে বলিয়া যান। যখন

কথা কহেন, যেন একটি নেশা হইয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। দর্শনযোগ্য মহাত্মা বটেন।

আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিবেন ও পুত্রপৌত্রাদিকেও দিবেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৩০)

শ্রীশ্রীগুরুদেবো জয়তি

আলমবাজার মঠ
পোঃ বরাহনগর, ২৪ পরগণা
১৩।৮।১৮৯৬

মহাশয়েষু,

বহু দিবস গত হইল, আপনার কোন সংবাদাদি না পাইয়া সময়ে সময়ে বড়ই ইচ্ছা হয় যে, আপনাকে পত্র লিখি। কিন্তু বিস্মরণ হই নাই; আপনি কি আমাদের বিস্মরণ হইয়াছেন? আপনি পূর্বে পূর্বে আমাদের পত্র লিখিতে বিলম্ব হইলে নিজেই আপনার সংবাদ দিতেন এবং আমাদের সংবাদও লইতেন। আপনি শারীরিক ও মানসিক ভাল আছেন ত? ৺গঙ্গাতীরে নির্জন সেবা করেন বোধ হয়? আপনার পুত্রদ্বয়ের কুশল ত? শীঘ্রই আপনার

মঙ্গলসংবাদ দিবেন। আমরা শারীরিক ও মানসিক এক প্রকার কুশলে আছি। শ্রীগুরুদেবকৃপায় আপনিও বোধ হয় ভালই আছেন।

গঙ্গাধর বাবাজীর সংবাদ আমরা জামনগর (কাথিওয়ার) হইতে পাইয়াছি। সেখানে তিনি পীড়িত ছিলেন, এখন পূর্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ আছেন। আমাদের বৃদ্ধ স্বামী, যিনি ৺বারাণসীপুরী সেবা করিতেছেন, তাঁহার পায়ে একটা কণ্টক বিদ্ধ হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন লিখিয়াছেন। দুইবার অস্ত্র করিতে হইয়াছে, উত্থানশক্তিরহিত; আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সংবাদ লইবেন এবং কোনরূপ সাহায্য করিতে ত্রুটি করিবেন না। পত্রপাঠমাত্রই সংবাদ লইবেন। তিনি কুচবেহারের ৺কালীবাটীর পশ্চাদ্ভাগে বাবু সাগরচন্দ্র সুরের বাটীতে আছেন। বড়ই কষ্ট পাইতেছেন। আপনি সংবাদ লইয়া একখানি পত্র লিখিবেন। আপনার পত্রের প্রতীক্ষা করিতে থাকিলাম। ইতি

আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তারকনাথ (শিবানন্দ)

(৩১)

শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ

মঠ

৩রা অগ্রহায়ণ

১৭।১১।১৮৯৬

মহাশয়েষু,

আপনার কার্ড পাইয়াছি। হংসগীতা দুই খণ্ড আমরা পাইয়াছি এবং পাইবামাত্র তখনই পাঠ করিয়াছিলাম। এইরূপ পুস্তকের যত প্রচার হইবে তত সমগ্র দেশের লোকের অনেক উপকার হইবে। মহাভারত আমাদের প্রাচীন রীতিনীতি এবং শিক্ষা কতদূর পবিত্র এবং নিঃস্বার্থতায় পরিপূর্ণ ছিল, তাহার সুন্দর পরিচয় দিতেছে। ৩৫ শ্লোকটি একবার দেখিবেন; অনুবাদটি বোধ হয় যেন কি রকম বোধ হইতেছে—তত পরিষ্কার বোধ হইতেছে না।

আপনার কুশল মধ্যে মধ্যে পাইলে সুখী হই। বাস্তবিকই বর্ষাভাবে প্রজাবর্গ অত্যন্ত পীড়িত। ধন্য তাঁহারা যাঁহাদের ধন আছে এবং এই সময়ে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন ও করিতেছেন; নতুবা ধনীর ধন প্রস্তরখণ্ড অপেক্ষাও তুচ্ছ। আমি শুনিয়াছিলাম যে, আপনারা দুঃখীদের কষ্টমোচনে কিছু চেষ্টা করিতেছেন; কি করিতেছেন শুনিলে সুখী হইব। দয়াময় বিশ্বনাথের ভক্তের হৃদয়ে দয়া নিশ্চয়ই আছে এবং দয়া থাকিলে তাহা শক্তি অনুসারে কার্যেও পরিণত হয়। আপনি অদ্বৈতানন্দ

এবং সচ্চিদানন্দের কুশলসংবাদ দিয়া বড়ই সুখী করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সংবাদ লইবেন। দুই জনেরই বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছে, কাশীধাম সেবা করিতেছেন। তাঁহাদের কখন কিছু অভাব হইলে দেখিবেন। এখানকার কুশল জানিবেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৩২)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

মঠ

বেলুড়, হাওড়া

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮

মহাশয়েষু,

বহু দিবস আপনাকে পত্রাদি লিখি নাই তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাকে স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ কলম্বোতে বেদান্ত-প্রচারের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, সেখানে আমি সাত মাস ছিলাম। তিন-চারি দিবস হইল মঠে আসিয়াছি। শ্রীগুরুদেবের জন্মোৎসব নিকটবর্তী হইয়াছে এবং স্বামীজীও এখানে আসিয়াছেন। অদ্য প্রাতঃকালে স্বামী সারদানন্দ আমেরিকা হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। অতি আনন্দের সময় বটে। আপনি কেমন আছেন জানিতে ইচ্ছুক। শারীরিক ও মানসিক কুশল শীঘ্র লিখিবেন। যদিও

পত্রাদি লিখি নাই, কিন্তু আপনার কথা সর্বদাই মনে হইত। যখনই ৺কাশীবিশ্বনাথ স্মরণ হইত, সঙ্গে সঙ্গে আপনিও স্মরণপথে আসিতেন। বোধ হয় শীঘ্র সাক্ষাৎ হইতে পারে।

সম্প্রতি একটি অনুরোধ এই যে, স্বামীজীর শিষ্য ক্যাপটেন সেভিয়ার এবং তাঁহার স্ত্রী ৺কাশীদর্শন করিতে যাইতেছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, আমাদের কেহ বিশেষ বন্ধু থাকেন তাঁহার সাহায্যে যে যে দ্রষ্টব্য স্থান ও সাধু আছেন তাহা তাঁহারা দেখিবেন। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া কাহারও দ্বারা তাঁহাদের ঐ সকল দ্রষ্টব্য স্থান ও মহাত্মা-দর্শনের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত বোধ করিব। তাঁহারা অতি সদাশয় ও ধার্মিক। তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিলে বোধ হয় সন্তুষ্ট হইবেন। তাঁহাদের নিকটও একখানি পরিচয়পত্র পাঠাইয়াছি। আমার বিশেষ ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা জানিবেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৩৩)

শ্রীশ্রীগুরুদেবো জয়তি

C/o. এম. এন. বানার্জি,
সরকারী উকীল
দার্জ্জিলিং
২১শে জুন, ১৮৯৮

মহাশয়েষু,

আপনাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিব জানাইয়াছিলাম, কিন্তু অল্পকাল পরেই এখানে আসিয়া প্রায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। এখানে বিস্মৃতির কারণ অনেক আছে। হিমালয়ের গাম্ভীর্য এবং সৌন্দর্য, বিশেষ করিয়া সম্মুখেই অত্যুচ্চ কাঞ্চনশৃঙ্গ আর বিস্তৃত চিরতুষাররাশি—এ-সকল দেখিয়া অন্য কিছুই মনে থাকে না। প্রকৃতিপতি মহেশ্বর যেন সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি উমাকে ক্রোড়ে লইয়া চির বিরাজমান রহিয়াছেন; অনেক সময় সেই সকলের সঙ্গে নিজেকে এক করিয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করি। অন্য আর এক বিষয় এখানে বিশেষ সুখকর; এ স্থান অতি শীতল, জলবায়ুও বড়ই স্বাস্থ্যকর। আমি আনন্দ-উপভোগের সময় আপনাকেও সেই অবস্থার সহিত এক করিয়া ধ্যান করিয়াছি। প্রার্থনা করি, আপনি মানসিক ও শারীরিক খুব আনন্দে থাকুন। আমি শহর হইতে দূরে থাকি—অতি নির্জন স্থান। ইচ্ছা আছে, কাঞ্চনশৃঙ্গের আরো নিকট

কোথায় যাইব। এরূপ স্থানে ক্রমাগত বৈরাগ্য এবং চিত্তের মহাপ্রাশস্ত্য আসে; বিশেষতঃ যখন কাঞ্চনশৃঙ্গের চিরতুষারমণ্ডিত গগনভেদী শুভ্র শৃঙ্গসকলের উপর দৃষ্টি পতিত হয়, তখন মনে মহাদেবের সেই 'শুভ্রং অকায়মব্রণম্' ভাব উদিত হইয়া মলিনতা ইত্যাদি দূর হইয়া যায়।

আর অধিক কি লিখিব? দীর্ঘ পত্রে এ-সকল ভিন্ন অন্য কোন বিষয় লিখিবার নাই। জয় মহাদেব! জয় মহেশ্বর!

এখানে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে—দিবারাত্রি অবিরাম চলিতেছে। মহেন্দ্রবাবুরা অতি সুন্দর লোক—সপরিবারে সকলেই ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং সাধুদের উপর তাঁহাদের শ্রদ্ধা অপূর্ব। আপনি খুব আনন্দে থাকুন, এই প্রার্থনা। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৩৪)

শ্রীশ্রীগুরুদেবো জয়তি

মঠ
বেলুড়, হাওড়া
১১ই মার্চ, '২২

মহাশয়েষু,

বহুদিন হইল আপনার কোন সংবাদাদি পাই নাই। আপনার শারীরিক ও মানসিক কুশল প্রার্থনা করি।

সম্প্রতি দুইটি গৌরীপট্ট সহিত ৺শিবলিঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন। মাপ ৫।৬ ইঞ্চি সর্বসমেত। দুইটিই কাল পাথরের এবং ভাল পালিশ থাকিবে। এইটি নিজে অনুগ্রহ করিয়া দেখিয়া পাঠাইবেন। রেলওয়ে (বেয়ারিং) পার্শেলে পাঠাইলেই হইবে এবং কি মূল্য লাগিবে অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন। লিঙ্গ দুইটির আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

এখানকার সব একপ্রকার কুশল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব আগতপ্রায়; আগামী সোমবার তিথিপূজা—পরে ৬ই চৈত্র রবিবারে উৎসব। আমার নামে পার্শেল উপরিলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৩৫)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

গোপাললাল ভিলা
বানারস কেণ্টন্‌মেণ্ট
২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০২

প্রিয় ভাই শশী,

স্বামীজী আজ তোমাকে এই পত্র লিখিতে বলিলেন। আমি স্বামীজীর কাছেই আছি। তিনি যে দিন ৺কাশীধামে আসিয়াছেন

তার একদিন আগেই এখানে আসিয়াছি এবং যথাসাধ্য তাঁর সেবায় নিযুক্ত আছি। বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর চারিদিকে বিস্তৃত উদ্যান-পরিবেষ্টিত তাঁর প্রাসাদোপম বাড়িটি স্বামীজীর যতদিন ইচ্ছা বাস করিবার জন্য দিয়াছেন। নিরঞ্জন উহার যোগাড় করিয়াছে। স্বামীজীর জাপানী বন্ধু কে. ওকাকুরা নিরঞ্জনকে সঙ্গে করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন কেল্লা, গুহা প্রভৃতি স্থান দেখিতে গিয়াছেন। বিশেষ অজন্তা ও ইলোরা কেভ্ সকল এবং বৌদ্ধযুগের অন্যান্য স্থাপত্যও দেখিবার তাঁর খুব ইচ্ছা। বোধ হয় পনর দিনের মধ্যে আবার এখানে ফিরিয়া আসিবেন। মিস্ ম্যাক্লিউড, ভগিনী নিবেদিতা এবং মিসেস্ বুল সম্ভবতঃ তাঁর সঙ্গে গোয়ালিয়রে মিলিত হইয়া উপরোক্ত স্থানসকল দেখিতে গিয়াছেন।

তুমি অবশ্য শুনিয়া সুখী হইবে যে, স্বামীজী এখানে একটু ভাল আছেন। কিছুদিন এইভাবে গেলে তিনি অনেকটা সুস্থ শরীরে জাপানে যাইতে পারিবেন।

সম্প্রতি তিনি তোমার খবর জানিবার জন্য বিশেষ চিন্তিত রহিয়াছেন। মিসেস্ বিলিগিরির দেহত্যাগের পর তোমার ওখানে কিরূপ বন্দোবস্ত হইতেছে—কিরূপ কাজকর্ম চলিতেছে—তোমার শরীর কেমন আছে? খাওয়া-দাওয়া কেমন চলিতেছে—কোনরূপ অসুবিধা হইতেছে না তো? সমস্ত খবর দিয়া তাঁকে শীঘ্র শীঘ্র পত্র লিখিও। হরিপদ, ন্যাদা, গৌরে, কানাই ও এখানকার পুয়রম্যানস্ রিলিফ এসোসিয়েসানের একটি ছোকরা যামিনীরঞ্জন—সকলে

আছে। স্বামীজীর আশীর্বাদ ও ভালবাসাদি জানিবে। আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে এবং ছেলেদের প্রণাম, ভালবাসা জানিবে। ইতি

Ever one in the Lord
Yours
Sivananda

(৩৬)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

মঠ
বেলুড়, হাওড়া,
২রা জুন, ১৯০২

প্রিয় অজয়,

স্বামীজী তোমার চিঠি পাইয়াছেন; তাঁহার চক্ষুর অত্যন্ত অসুখ হওয়ায় নিজে তোমায় লিখিতে পারিলেন না—আমায় নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিতে বলিলেন।

কাশীর কাজের ভার তোমরা যদি লইতে পার তো খুব ভাল। খগেন আসিয়া যদি কাজ করে, সেটা তত মন্দ নয়। মতিলালকে যদি তোমরা রাখিতে পার তাহাতে স্বামীজীর আপত্তি নাই।

কাশীতে আপাততঃ তুমি যে দুই জনের কথা বলিয়াছ তাদের কেহই যাইতে পারিবে না। সুধীর এখন উদ্বোধনে ব্যস্ত আছে—

পরে সে স্বামীজীর কাছেই থাকিবে। কারণ তাঁহার চক্ষুর অসুখের জন্য নিজে অনেক সময় পড়িতে বা লিখিতে পারেন না, অতএব তাহাকে বিশেষ দরকার। হরিপদ মঠের হিসাব-কিতাব ও অন্যান্য কাজে নিযুক্ত আছে। কাশীতে তোমরা সুশীলকে আনিতে পার— সে এখন কাশ্মীরে আছে (C/o. পি সি মুখার্জি, পি এ ডবলিউ, ষ্টেট্ ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীনগর, কাশ্মীর)।

খগেন আসিতে চাহিলে কিরূপ কিপ্রকারে কাশীতে কাজ আরম্ভ হইবে ও চালাইতে হইবে তাহা স্বামীজী বলিয়া দিবেন। এখন খরচপত্র যাহা হইবে মাঝে মাঝে রাখাল মহারাজ তাহাকে পাঠাইবেন। যদি তাহার যাওয়া ঠিক হয় তবে খগেনকে বলিও যে যেন স্বামীজীকে একখানি পত্র লেখে।

স্বামীজী মায়াবতীর কাজের ভার তোমাকে দিয়াছেন সত্য এবং তুমি যেরূপ কাজ করিতেছ তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট আছেন, কিন্তু সেখানকার কাজ চালাইবার জন্য হেড্‌কোয়াটারসটা যে ভেঙ্গে যায় এটা তাঁহার অভিপ্রেত নয়। ··· সুশীলকে স্বামীজীর কিছুই লিখিবার প্রয়োজন নাই। তোমরা লিখিও এবং যতদিন ইচ্ছা তাহাকে রাখিতে পার।

তোমরা সকলে তাঁহার আশীর্ব্বাদ জানিবে, তাঁহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ভাল। মঠের আর আর সংবাদ একরকম চলিয়া যাইতেছে। ইতি

Affly yours
Shivananda

(৩৭)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

মঠ
বেলুড় পোঃ
জিলা হাওড়া
২২।৪।'১০

ভাই শশী,

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমি অদ্যই দার্জিলিং-এ লিখিলাম, জবাব আসিলেই তোমায় জানাইব। মিষ্টার বানার্জি কলিকাতায়ই ছিলেন; মধ্যে দেওঘরে প্রায় দুমাস ছিলেন; এখন বোধ হয় দার্জিলিং-এ সম্ভবতঃ ভালই আছেন। আমি এখনও মঠেই আছি, কতদিন থাকিব জানি না; মহারাজ যতদিন আছেন ততদিন সম্ভব থাকিব। বাবুরাম ভায়া কনখলে আছেন—হরি ভায়ার সঙ্গে। হরি ভাই ভাল আছেন, তবে খুব দুর্বল। তাঁকে মঠে আনিবার জন্য বাবুরাম ভায়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর ডাক্তার বলিয়াছেন যে, এখন কিছুতেই তাঁর সমতল প্রদেশে যাওয়া হইবে না। এই গ্রীষ্মে তিনি একটা শৈলাবাসে থাকিবেন। শীতকালে মঠে বা ৺পুরীধামে থাকিতে পারেন। মহারাজের ইচ্ছা, তিনি কিছুদিন ৺পুরীতে তাঁর সঙ্গে থাকেন।

আমায় মান্দ্রাজে যাইতে লিখিয়াছ—আমার খুব ইচ্ছা তোমার কাছে কিছুদিন থাকি, কিন্তু এখন ভয়ানক গরম। তুমি আমার ও সকলের ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে। ইতি

দাস

শিবানন্দ

(৩৮)

শ্রীচরণভরসা

মঠ

পোঃ বেলুড়, হাওড়া

২১শে ডিসেম্বর, ১৯১১

প্রিয়—,

তোমার পত্র যথা সময়ে পাইয়াছি; প্রতি উত্তরে আমার লিখিবার বিশেষ কিছু নাই বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ তোমার নিজের প্রশ্নের উত্তর তুমি নিজেই বুঝিয়াছ ও লিখিয়াছ বাস্তবিক কিছু শুভকার্য, অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কিছু কাজ করা প্রত্যেক মানবেরই উচিত। নিজের উদরপোষণ বা আত্মীয়স্বজন-প্রতিপালন তো সকলেই করিয়া থাকে। শুভ কার্য বা নিষ্কাম কর্ম মানে গরীব-দুঃখীকে যথাসাধ্য সাহায্য করা। বাস্তবিক একটি গরীবকে অন্ন দিয়া যদি প্রতিপালন করিতে পার বা একটি দুঃখী বালককে আহারাদি দিয়া লেখাপড়া শিখাইতে পার তাহা হইলেও

যথেষ্ট হইল। তারপর নিজে একলা যাহা করিবার সামর্থ্য নাই, দু-চারটি বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিয়াও ঐরূপ কিছু শুভ কার্য করিতে পার। অথবা কোন নিরাশ্রয় পীড়িতের সেবা করিতে পার এইরূপ জনহিতকর অনেক কাজ তোমার অতি নিকটেই পড়িয়া আছে। যদি সেরূপ প্রাণ হয় তাহা হইলে অনায়াসেই করিতে পার। আর ঐরূপ কিছু করিতে পারিলেই দেখিবে যে, জীবন আর তত বিষময় বলিয়া বোধ হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের ধ্যান জপ গুণগান ইত্যাদিও করিতে হইবে; করিলে শান্তি পাইবে।

শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীর উপদেশসকল অতি মহান এবং জীবের যথার্থ কল্যাণপ্রদ। বর্তমান সময়ে ঐ সকল বড়ই প্রয়োজনীয়। আমরা বাস্তবিক তমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের ধর্মভাবও ত্রিগুণ হইতে উৎপন্ন হইতেছে—সত্ত্বের ভানে তমোগুণই বেশী কার্য করিতেছে। তাই মনে হয় যে সংসারে আমাদের কিছু কর্তব্য নাই—চল সংসার ছাড়িয়া বনে গিয়া ভগবানকে ডাকি ইত্যাদি ভাব উদিত হয়; কিন্তু উহা যে কত কঠিন তাহা যাঁহারা কিছু কিছু ধর্ম করিতেছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন। আর তাহাই যদি এ সময়ে মানবের কর্তব্য হইত, তাহা হইলে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যদের সেইরকমই শিক্ষা দিতেন এবং নিজেও জীবনে তাহা দেখাইতেন এবং শ্রীমদ্ স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি তাঁহার মহা উপযুক্ত শিষ্যেরা তাহাই করিতেন এবং লোককেও তাহা করিতে বলিতেন।

অধিক আর কি লিখিব। সংসারে কাজকর্ম যেমন করিতেছ তাহা কর এবং সঙ্গে সঙ্গে যাহা সাধ্য কিছু নিষ্কাম শুভকার্য করিতে থাক। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। প্রভু তোমায় কৃপা করুন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৩৯)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

মঠ
পোঃ বেলুড়, হাওড়া
৯ই মার্চ, ১৯১২

প্রিয়—,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। প্রভু তোমার ভক্তিভাব দিন দিন বৃদ্ধি করিয়া তাঁর পাদপদ্মের অতি সন্নিকটে লইয়া যান—ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা, এবং আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণচরণে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁর এ ভবসংসার পার হইবার আর চিন্তা নাই। তোমার শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর চরণাশ্রিত ভক্তদের উপর যে প্রীতি স্থাপিত হইয়াছে—ইহা যে তোমার বহুজন্মকৃত পুণ্যফলেই, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, নিশ্চয় জানিও।

তোমার ১ম প্রশ্নের উত্তর এই যে, যতটা অভেদবুদ্ধি তোমার হইয়াছে তাহাতে মুচির অন্ন গ্রহণ করিতে যদি রুচি হয় তাহা করিতে কোন বাধা নাই; তবে সমাজে যেরূপ রীতি প্রচলিত তাহাই করা ভাল। অবশ্য কাহাকেও অবজ্ঞা করা কখনই উচিত নয়; বরং প্রীতি, সহানুভূতি এবং সকলের প্রতি সমভাব থাকা বিশেষ উচিত। প্রীতি, সহানুভূতি, সেবাভাব—ইহাই হৃদয়কে আকর্ষণ করে।

২য়— আমিষ-নিরামিষ-ভোজনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ—ধর্মে ইহার কিছুতেই বাধা নেই। তবে প্রাণে জীবহিংসা যদি খারাপ বলিয়া বোধ হয় তবে নিরামিষ-ভোজনই প্রশস্ত।

৩য়— তুমি যেরূপ ভাবে জীবসেবার জন্য অর্থ ব্যবহার করিতেছ, আমি তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। যথাসাধ্য ঐরূপই করিও; অবশ্য মার সেবা সর্বাগ্রে। জীবসেবায় জীবন উৎসর্গ কর; ইহা অপেক্ষা প্রভুর প্রিয় কার্য আর নাই। তুমি আমার প্রীতিপূর্ণ শুভ ইচ্ছা জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ— এই নামেই পত্র লিখিও।

(৪০)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম
পোঃ কনখল, জিলা সাহারানপুর
উত্তরপ্রদেশ
৩।৪।১২

প্রিয়-

তোমার পত্রগুলি পাইয়াছি। তোমার মনের যেরূপ ভাব হইয়াছে উহা স্বাভাবিক—তাহাতে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা নাই। যখন প্রাপ্য বস্তু চাহিয়া পাওয়া যায় না, তখন বাস্তবিকই অবিশ্বাস ইত্যাদি নানারূপ ভাব মনকে অধিকার করে এবং অভিমানও হয়। প্রকৃত ভক্ত আর কাহার উপর রাগ বা অভিমান করিবে? তাহার যাহা কিছু সমস্তই ভগবানের উপর— প্রীতি তাহাও ভগবানের সহিত, কলহ তাহাও তাঁহার সহিত; অতএব প্রভুকে ছাড়িও না। প্রেমে হউক অপ্রেমে হউক তাঁহাকে ছাড়িতে পারিবে না। যে শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় এক মুহূর্তের জন্য সমস্ত প্রাণের সহিত গ্রহণ করিয়াছে, সে তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিলেও তিনি তাহাকে ছাড়িবেন না—ইহা নিশ্চয় জানিও।

আমি দীর্ঘ পত্র লিখিতে সমর্থ নই; তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, আমি অন্তর্যামী নহি এবং আমার প্রভু কখনই গুরু হওয়ার

বুদ্ধি দেন নাই এবং আমি তাহা কখনই চাহি না। তবে প্রভুর দাস বলিয়া যদি আমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা কর, তাহার ফল প্রভু তোমায় নিশ্চয়ই দিবেন।

আমার পরামর্শ যদি শুনিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া যতটুকু পার প্রভুর স্মরণ, মনন, ধ্যান, জপ করিও এবং অবস্থা অনুযায়ী জীবসেবায় রত থাকিও। আমার বিশ্বাস, ইহাতেই তোমার পরম কল্যাণ হইবে। মনকে অধিক অশান্ত হইতে দিও না— হইলেই প্রভুর কাছে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শান্তি পাইবে।

শ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামীজী প্রভৃতি আমরা পাঁচ-সাত জন কোন কার্যোপলক্ষে এবং স্বাস্থ্যের জন্যও এখানে কিছুদিনের জন্য আসিয়াছি। এখান হইতে কোথায় কে যাইবেন তার স্থিরতা নাই।

তুমি আমাদের আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৪১)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম
কনখল, সাহারানপুর
উত্তরপ্রদেশ
১৫।৭।১২

প্রিয়—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি যেরূপ ধ্যান জপ করিতেছ তাহাই কর, উহাতে কোনরূপ ক্ষতি নাই। শ্রীমূর্তি সম্মুখে রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হৃদয়ে সেই মূর্তি কল্পনা করতঃ প্রেমের সহিত খুব প্রার্থনা ও নিম্নলিখিত ভাবে তাঁর গুণভাবনা করিবে—অর্থাৎ তিনিই পূর্ণ সচ্চিদানন্দ, অধুনা জীবের মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্য নররূপ ধারণ করিয়াছেন, যেমন পূর্বে অন্যান্য যুগে করিয়াছিলেন। অধুনা তিনিই এই রামকৃষ্ণ-মূর্তি ধারণ করিয়াছেন এবং বহুলোকের ভক্তি-বিশ্বাস জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন, দিতেছেন ও দিবেন। তিনিই পিতা-মাতা, বন্ধু, গুরু; সবই তিনি—এইরূপে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিবে। এই প্রকার ভাবনা করিতে করিতে তোমার ভক্তি-বিশ্বাস খুব বৃদ্ধি হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিও। জপের সময়ও মূর্তিকল্পনা নিশ্চয় করিবে। ধ্যেয় মূর্তি নাভি, হৃদয়, ভ্রূ-মধ্যে এবং সহস্রারে কল্পনা

করিবে। একমাত্র ভক্তি—শুদ্ধা ভক্তি চাহিলেই সমস্তই চাওয়া হইল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে ঠিক ঠিক শ্রীরামকৃষ্ণের শরণ লইয়াছে, তিনি তাহাকে বিপথ হইতে রক্ষা করেন। তাহার নিদর্শন স্পষ্ট তোমার জীবনে হইয়াছে; তাই প্রভুর ভক্ত সারদানন্দ স্বামী (শরৎ মহারাজ) তোমায় ভ্রান্ত পথ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। প্রকৃত শরণাপন্ন ভক্তের ভয় নাই; প্রভু তাহাদের বিপদ হইতেও রক্ষা করিয়া ঠিক পথে আনিয়া দিবেন। তুমি ধীরভাবে ঐখানে থাকিয়া প্রভুর শরণাপন্ন হইয়া থাক। ক্রমে ক্রমে তিনি সমস্ত সুবিধা করিয়া দিবেন। ভক্তসঙ্গও লাভ হইবে এবং অন্যান্য বিষয়েও সকল ব্যবস্থা হইয়া যাইবে, যাহাতে প্রভুর সেবাদি মনের মতন করিতে পারিবে; ব্যস্ত হইও না।

শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামী তোমার উপর কিছুই বিরক্ত হন নাই—তিনি মহাপুরুষ, পরম দয়াল। তুমি আমাদের সকলের প্রীতিপূর্ণ শুভ ইচ্ছা জানিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৪২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম
লাক্সা, বানারস সিটি,
উত্তর প্রদেশ
২৩।৪।১৩

প্রিয়—,

তোমার পত্র বহুকাল পরে পাইয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছে। তুমি লিখিয়াছ—আমি রাগ করিয়া তোমায় কোন পত্র লিখি নাই, তাহা নহে। রাগের কারণ কিছুই নাই, যাহা ভাল বিবেচনা করিয়াছিলাম তাহাই লিখিয়াছি; তজ্জন্য তুমি কিছু মনে করিও না। আমরা এখনও এখানে আছি। উৎসবের সময় এবারে সকলেই এখানে ছিলাম। আজ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মঠে যাইতেছেন। আমি এবং তুরীয়ানন্দ স্বামীজী এখন এখানেই থাকিব; পরে বোধ হয় পুনরায় কনখলে যাইতে পারি।

সংসার তোমায় যতই যাতনা দিবে ততই প্রভুর পাদপদ্ম তোমার স্মরণ হইবে; যত প্রভুর স্মরণ-মনন হইবে ততই তিনি তোমার বন্ধন কাটিয়া দিয়া নিজের পাদপদ্মের নিকটবর্তী করিয়া লইবেন—ইহাই নিশ্চয় জানিবে। সংসারের এই সকল তাড়না ভগবদ্ভক্তির হেতু হয়; ভক্তেরা এইরূপেই তাঁহার দিকে অগ্রসর

হয়। অল্প বৈরাগ্য, অল্প ভক্তি, অল্প বিশ্বাস হইতে না হইতেই যাহারা সংসার ত্যাগ করে, কিছুদিন পরেই তাহাদের সেই ভক্তিটুকু শুষ্ক হইয়া পুনরায় সংসারে দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ আসক্ত হইয়া ডুবিয়া যায় বা হাবুডুবু খায়। তুমি সেরূপ না হইয়া সংসারে থাকিয়া তোমার যতটুকু কর্তব্য আছে তাহা করিতে থাক এবং তাঁহার সর্বতোভাবে শরণাপন্ন হও। ইহাতে তোমার ভক্তি-বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ়তর হইবে এবং রেওতার গাঁথুনির ন্যায় ধর্মজীবন দৃঢ়রূপে গঠিত হইবে, যাহা কোনকালে কোন অবস্থাতেই টলিবে না; ইহাই নিশ্চয় জানিবে।

অধিক আর কি লিখিব? তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে এবং মধ্যে মধ্যে সংবাদ দিবে। আমি শারীরিক অমনি একরকম আছি—তত ভালও নয়, তত মন্দও নয়। এখানে গ্রীষ্ম ভয়ানক পড়িতেছে। কনখল এখন কিছু ঠাণ্ডা। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৪৩)

শ্রীচরণভরসা

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম
পোঃ কনখল, জিলা সাহারানপুর
২রা জুন, ১৯১৩

প্রিয়—,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা নিত্য যেরূপভাবে করিতেছ তাহাই কর। অন্য বিধির বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। বৈধীভক্তি অপেক্ষা রাগভক্তি শ্রেষ্ঠ। পূজার সামগ্রী ইত্যাদি শ্রীমূর্তির সম্মুখে পবিত্রভাবে রক্ষা করিয়া কাতরে ও ভক্তিভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করাই যথেষ্ট। মঠেও আমরা ঐরূপ করিয়া থাকি। তাঁহার নামজপ, ধ্যান ও কথামৃতপাঠ, তাঁহার নামগান ও ভজন, ভক্তসঙ্গ পাইলে তাঁহার বিষয় কথোপকথন—এই সকল করিলেই শান্তি পাইবে, প্রভু কৃপা করিবেন। তাঁহার কৃপালাভ হইতেছে না, এজন্য মনে অশান্তি থাকা খুব ভাল; নতুবা মানুষ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবে কি করিয়া? যাহার মনে—প্রভুর কৃপা পাইতেছি না, পবিত্র হইতে পারিতেছি না এরূপ ভাব না আসে—যে মন সাংসারিক সুখ চায় এবং কিছু পাইলেই তুষ্ট হয়, তাহার ভগবানের প্রেম-ভক্তি-বিশ্বাসের রাজ্যে যাইবার সময় এখনও হয় নাই বলিয়া বোধ করিতে হইবে।

তাঁহার বিরহে অশান্তি—ভক্তের তাঁহার রাজ্যে অগ্রসর হইবার কারণ বা হেতু।

স্বামী প্রেমানন্দের দর্শনলাভ ঐখানে বসিয়াই করিয়াছ—বড়ই ভাগ্যের কথা। তিনি বাস্তবিকই রামকৃষ্ণময় হইয়া থাকেন। তাঁহার প্রীতিলাভ করিয়াছ, ইহা তোমার উপর প্রভুর কৃপার জীবন্ত পরিচয়।

আমরা কতদিনে এখান হইতে বাঙ্গলা দেশে যাইব, ঠিক বলিতে পারি না। যেরূপ প্রভুর ইচ্ছা তাহাই হইবে। মধ্যে মধ্যে তোমার কুশলসংবাদ লিখিও। আমার শরীর ভালয়-মন্দয় একরূপ চলিতেছে। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিবে। বোধ হয় আমায় এখান হইতে কিছুদিনের মধ্যে আলমোড়া যাইতে হইবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৪৪)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণভরসা

চিলকাপেটা হাউস
আলমোড়া
উত্তর প্রদেশ
১২।৭।১৩

প্রিয়—,

তোমার পত্র আমি এখানে পাইয়াছি। এখানে হঠাৎ আসা হইল। কোন সংকল্পই ছিল না—সবই প্রভুর ইচ্ছা। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে পলটুর নাম বোধ হয় পড়িয়াছ। তাঁহার একমাত্র পুত্র, বয়স প্রায় ১৯ বৎসর, উত্তম লেখাপড়া করিতেছিল; কিন্তু দুরদৃষ্ট-বশতঃ অত্যন্ত কঠিন রোগাক্রান্ত হওয়ায় কলিকাতার সুবিজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শে তিনি এখানে বিগত এপ্রিল মাসে তাহাকে এবং বাড়ির অন্যান্য কতকগুলিকে অর্থাৎ স্ত্রী, ভগিনী, ভাগিনেয় প্রভৃতিদের লইয়া আসিয়াছেন। তিনি এখানে একলা। অন্য কোন কাজকর্ম নাই; সর্বদাই দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতেছিলেন। সেজন্য কনখলে আমায় লেখেন, যেন আমি এখানে আসি। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাবার্তা এবং শাস্ত্রাদি আলাপ করিয়া দুর্ভাবনাসকল দূর করা এবং ভক্তি-বিশ্বাস যাহাতে বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করা, এই উদ্দেশ্য। সেইজন্য আমি ১৬ই জুন এখানে আসিয়াছি। প্রভুর

কৃপায় তাঁহারা একটু ভাল আছেন—ছেলেটিও একটু ভাল বোধ করিতেছে। সেটিও বেশ ভক্তিমান।

তুমি ভাল আছ শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ভাল থাকবে বৈ কি! কাঁহার আশ্রয় লইয়াছ! জীবন্ত, জ্বলন্ত, জাগ্রত যুগাবতার, যিনি এই কলির জীব উদ্ধার করিতে নরদেহ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার উদ্ধারিণী শক্তির কার্য পৃথিবীর চারিদিকে সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে, এখনও কতকাল হইবে তাঁহার ইয়ত্তা নাই—সেই ভগবানকে আশ্রয় করিয়াছ, ভাল থাকিবে নিশ্চয়ই। আরো কত ভাল থাকিবে পরে দেখিতে পাইবে—এইত ভালর আরম্ভ বই ত নয়! নিশ্চয়, নির্ভর করিতে পারিলেই আনন্দ। "আমি তাঁর শরণাগত, তাঁর দাস, তাঁর ছেলে, আমার আবার চিন্তা কি—আমি ত উদ্ধার হয়েছি, যখন রামকৃষ্ণের আশ্রয় পেয়েছি, আমার আর ভাবনা কি?"—এইভাব মনে খুব জাগরিত রাখিবে। আরো ভাবিবে যে, তাঁহার সাক্ষাৎ ভক্ত এবং ভক্তেরা আমাকে ভালবাসিতেছেন, উপদেশ দিতেছেন, অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করিতেছেন, আর আমার ভাবনা কি?—এইরূপ চিন্তা মনে সর্বদাই রাখিবে। বিশেষ যখন মনে বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালবাসার কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস দেখিবে, তখন এইরূপ চিন্তা করিলে ঐসকল ভাব আবার শতগুণে জাগিয়া উঠিবে এবং আনন্দ, শান্তি এবং আশায় হৃদয় ভরিয়া যাইবে। আমি অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করি, প্রভু তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

বৎসরে একবার উৎসব করা ভালই, তবে আমার মনে হয়, বেশ

মনের মত দু-চার জন ভক্ত মিলিত হইয়া নিত্য না হয়, দু-চার দিন অন্তর অন্তর প্রভুর বিষয় চর্চা বা অন্য সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, আলোচনা, কিছু কিছু ভজন, কীর্তন, গান, কখন কিছু ভোগ দিয়া সকলে মিলিয়া প্রসাদ পাওয়া—এই করিলে আরও ভাল হয়।

আমি তোমার কাছে কি চাহিয়া লইব? আমি এই চাই—তুমি প্রভুকে খুব ডাক, তাঁর ভাবে বিভোর হইয়া থাক। পুনরায় আমার আশীর্বাদ এবং ভালবাসা লও। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ— এস্থান উত্তরাখণ্ডের অন্তর্গত। বদরিকা আশ্রম যাইবার এবং আসিবার এই একটি পথ। কৈলাসও এস্থান দিয়া যাইতে হয়। এখান হইতে বদরিকাশ্রমের, কেদারনাথের এবং কৈলাসনাথের তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি অতি চমৎকার দর্শন হয়।

(৪৫) *

শ্রীচরণভরসা

চিল্‌কাপেটা হাউস,
পোঃ কুমায়ুন
জিলা আলমোড়া
২০।৮।১৯১৩

পরমপ্রীতিভাজন মাস্টার মহাশয়,

বহুদিন পরে আপনার পত্র পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। ৺বৃন্দাবনে আপনি যে কত আনন্দে আছেন তাহা আমি সহজেই অনুমান করিতে পারি—বিশেষ করিয়া এই ঝুলনযাত্রা উৎসবের সময়। আশা করি, আপনি আরও কিছুকাল ঐস্থানে অবশ্যই থাকিবেন—কারণ সামনেই তো জন্মাষ্টমী আসিতেছে। শ্রীবৃন্দাবনে নন্দোৎসব বড়ই আনন্দদায়ক—"নন্দের আনন্দ আজ নন্দের আনন্দ। গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়ে গোবিন্দ"—এইগানে সমগ্র বৃন্দাবন মুখরিত হইবে।

মাসাবধিকাল পূর্বে বিজনের স্বাস্থ্যের যেমন উন্নতি দেখা যাইতেছিল, এখন ততটা উন্নতি কিছুই দেখা যাইতেছে না। ডাক্তার এবং স্থানীয় লোকদের মতে বর্তমান আবহাওয়াই স্বাস্থ্যোন্নতির অন্তরায় এবং সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি হইতে বর্ষাঋতু পরিবর্তনের পরেই তাহার স্বাস্থ্য পুনরায় ভাল হইতে থাকিবে। শ্রীগুরুমহারাজজীর কৃপায় পণ্টুবাবুর মানসিক অশান্তি

আংশিক বিদূরিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আজকাল তিনি স্মরণ-মনন ও শ্রীপ্রভুর নিকট প্রার্থনাদি খুবই করিতেছেন।

হাঁ— আনন্দ ৺কৈলাস, মানসসরোবর ও অন্যান্য অনেক দ্রষ্টব্য স্থানাদি দর্শন করিয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়াছে।

ছোটলাট বাহাদুর সেবাশ্রমের কার্যবিবরণী যত্নসহকারে পাঠ করিয়াছেন জানিয়া খুবই আনন্দ হইল। কর্মিগণ ইহাতে খুবই উৎসাহিত হইবে নিশ্চয়।

আশা করি, আপনি 'বিল্বমঙ্গল'-অভিনয় দেখিয়া খুবই আনন্দ পাইয়াছেন, বিশেষ বাস্তবলীলাস্থলেই যখন উহা অভিনীত হইয়াছে। পুণ্যস্মৃতি গিরিশ! তুমিই ধন্য। তোমার অমর প্রতিভায় সমগ্র জগৎবাসী কতই না উপকৃত হইবে! শ্রীপ্রভু গিরিশকে যেমন বিশ্বাস দিয়াছিলেন, আমাদেরও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে তেমনই দৃঢ়বিশ্বাস দানে ধন্য করুন—এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীবৃন্দাবনে শরীর যদি ভাল বোধ না করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই ৺কাশীতে চলিয়া যাইবেন। ভাদ্র মাসটায় বৃন্দাবনের স্বাস্থ্য আদৌ ভাল থাকে না। আর ঐ সময়ে ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রকোপ দেখা যায়। ভালবাসা ও প্রণামাদি গ্রহণ করুন। ইতি

ভবদীয়

শিবানন্দ

পুঃ— নন্দ ও অন্যান্য সেবকবৃন্দকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছাদি জানাইবেন এবং হেমবাবুকেও আমার সম্ভাষণাদি জানাইতেছি।

(৪৬)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

চিলকাপেটা হাউস
আলমোড়া, কুমায়ুন
উত্তর প্রদেশ
১৭।৯।১৩

প্রিয়—,

তোমার ৯ই তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি এবং পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ হইল।

বাস্তবিকই সংসারের আসক্তি-খণ্ডনের জন্যই প্রভু তোমায় এরূপে রাখিয়াছেন। তুমি প্রভুর কৃপায় কখনই সংসারে প্রভুকে বিস্মৃত হইবে না, বরং তোমার ভক্তি-বিশ্বাস আরো দৃঢ়তর হইবে।

জন্মাষ্টমীর দিন একটু উৎসবের মতন করিয়াছিলে শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলাম, তিনি সমস্তই সঙ্কুলান করিয়া দেন। তুমি লিখিয়াছ—"আমি কি চাই? প্রভুকে না মুক্তি?" উত্তর—"প্রভুকে"। তুমি প্রভুকেই চাইবে, প্রভুকে পাইলেই মুক্তি করামলকবৎ। প্রভু সাকার, প্রভু নিরাকার এবং সাকার-নিরাকারের অতীত—আমরা যাহা ভাবিতে পারি তাহারও অতীত। যখন যে-ভাবে ভাবিতে ইচ্ছা হয় সেই ভাবেই ভাবিও, কোন দ্বিধা রাখিবে না। প্রভু যে-ভাবে তোমাকে

রাখিবেন, সেই মঙ্গল। তিনি যদি তোমায় তাঁহার চিন্ময়ধামে রাখিয়া তাঁহার নিত্যসেবায় রাখেন, অতি উত্তম। তিনি যদি তোমায় তাঁহার নিরাকার জ্যোতিতে লইয়া যান, তাহাও উত্তম। সেজন্ম তুমি কিছুই চিন্তা করিও না। তিনি তোমায় যেরূপ-ভাবে ভাবাইবেন, তাহাই উত্তম।

তোমার শরীর ভাল আছে শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আমি এখানে তত মন্দ নাই, তবে ঠাকুরের ভক্ত পণ্টুবাবু—যাঁহার কাছে আমি আছি—তাঁহার পুত্রটি এখনও ভুগিতেছে। অবশ্য পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল। এ অসুখ সারিতে সময় লাগে। আমি বাংলাদেশে যাইবার পূর্বেই হউক বা পরেই হউক তোমায় লিখিব। ৺জগদ্ধাত্রীপূজার পর যাইতে পারিব বলিয়া আমার বোধ হয় না। যাহা হউক, প্রভুর ইচ্ছা যেরূপ হয় হইবে। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ জানিবে। সংসারে তোমার আবশ্যকীয় অর্থের অভাব হইবে না প্রভুর ইচ্ছায়, নিশ্চয় জানিও। তাঁহার স্মরণ-মনন, ধ্যানজপ, কীর্তন, পাঠ খুব করিতে থাক; কোন অভাববোধ করিবে না। হৃদয় ভগবৎ-প্রেম-ভক্তিতে ভরপূর থাকিলে সাংসারিক অভাববোধই হয় না, সন্তোষ সদা হৃদয়ে বিরাজমান থাকে এবং ভক্তের যাহা কিছু অভাব প্রভুই সব পূরণ করিয়া দেন। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৪৭)*

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

চিলকাপেটা হাউস, কুমায়ুন
আলমোড়া
২৭।১০।১৯১৩

পরমপ্রীতিভাজন মাস্টার মহাশয়,

আপনার পত্রখানি পাইয়া অতীব আনন্দিত হইয়াছি—বিশেষ, আপনি মঠেই বাস করিবার মনস্থ করিয়াছেন জানিয়া। আপনার স্থায় শ্রীপ্রভুর একজন প্রিয় সন্তানকে মঠের অঙ্গরূপে পাইলে আমাদের সকলের যে কত আনন্দ হইবে তাহা আর কি বলিব? ইহাতে মঠবাসীদের এবং আপনার উভয়তঃই মঙ্গল হইবে এবং আপনার পরিজনবর্গ, কলিকাতা নগরীর ছাত্রমণ্ডলী ও শিক্ষিত সমাজ আপনার জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ঐ প্রকার জীবনযাপন করিতে সচেষ্ট হইবে। আপনার মঠবাসের সংকল্পের সংবাদে যে কি পরিমাণ আনন্দিত হইয়াছি তাহা এতাদৃশ একটি ক্ষুদ্র পত্রে প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। মঠ-পরিচালনার কত দায়িত্বপূর্ণ কার্যে যে আপনাকে সাহায্য করিতে হইবে—তাহা কিছুকাল মঠে বাস করিলেই আপনি সব জানিতে পারিবেন।

আমাদের শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী শারীরিক কুশলে আছেন এবং উদ্বোধন ও মঠের আর আর সকলে ভাল আছে জানিয়া সুখী হইলাম। কিছুকাল যাবৎ বাবুরাম মহারাজের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না—তাঁহার সংবাদ জানিবার জন্য খুবই উৎকণ্ঠিত ছিলাম। তিনি এখন ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন এবং পূর্বের মতন শ্রীশ্রীপ্রভুর সেবা-পূজাদি করিতেছেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম।

পল্টুবাবু আগামী শীতে এখানে থাকিবেন কি-না এখনও তাহার কিছুই স্থিরতা নাই— সমস্তই নির্ভর করিতেছে বিজনের স্বাস্থ্যের উপর। তাহার শরীর যদি ভাল থাকে এবং সে যদি এস্থানের শীত সহ্য করিতে পারে তাহা হইলে তাঁহারা শীতকালটা এখানেই কাটাইবেন। অবশ্য ডাক্তার বলিতেছেন যে বিজনের পক্ষে শীতকালটা এখানে কাটাইলেই ভাল হয়। এখানে এখনই বেশ শীতের আমেজ দিয়াছে—রাত্রে লেপ ও দিনের বেলায় জামাকাপড় ব্যবহার করিতে হইতেছে।

আশাকরি, মঠের স্বাস্থ্য এখন ভালই আছে। আপনি ার আন্তরিক ভালবাসা ও প্রণামাদি গ্রহণ করিবেন এবং বাবুরাম মহারাজ ও খোকা মহারাজকে জানাইবেন। মঠের আর সকল সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানাইতেছি।

আপনাদেরই প্রেমাবদ্ধ
শিবানন্দ

পুঃ— আমি ফ্রাঙ্ককে আপনার প্রীতি-সম্ভাষণাদি জানাইয়াছি। পল্টু ও আপনাকে এবং বাবুরাম মহারাজ ও খোকা মহারাজকে তাহার প্রণাম ও ভালবাসাদি জানাইতে বলিল।

শি—

(৪৮)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণভরসা

চিলকাপেটা হাউস্, আলমোড়া
কুমায়ুন, উত্তর প্রদেশ
১লা নভেম্বর, ১৯১৩

প্রিয়—,

তোমার দুইখানি পত্রই ক্রমে ক্রমে পাইয়াছি। তুমি যে-সব ফাঁকি দেখিতে পাইতেছ তা বাস্তবিকই ঠিক—সবই ফাঁকি বটে। এই সংসার সব ফাঁকি—এই জানিয়া যারা সংসারে থাকে তারা কখনও তাহাতে আসক্ত হয় না। যেমন প্রভু বলিয়াছেন—'হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙতে হয়।' তেলমাখা আর কিছুই নয়; এই সব ফাঁকি—এই জ্ঞানলাভ করা; কাঁঠাল ভাঙা মানে সংসারের কাজকর্ম করা।

আমায় তুমি নিষ্কামভাবে ভালবাসিতে চাহিতেছ—উত্তম কথা। আমার হৃদয়সর্বস্ব ধন হইলেন প্রভু রামকৃষ্ণ। পবিত্রতা,

শুদ্ধতা এবং দয়ার আধার তিনিই নিষ্কামভাবে জীবকে উদ্ধার করিতে সাঙ্গোপাঙ্গ অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনিই একমাত্র সিদ্ধসংকল্প। তুমি এই আধারকে যতই ভালবাসিবে তাহা প্রভুতেই পৌঁছিবে এবং এর প্রতি ভালবাসাও তাঁহার কাছে পাইবে। তিনিই তো তোমার মত ভক্তিপ্রেমযুক্ত বালক খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করেন—তিনি যে তোমায় তাঁহার আপনার করিয়া নিয়াছেন। এখন খুব ভালবাস। তুমি ভাগ্যবান, ৺দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীপ্রভুর লীলাস্থান দর্শন, স্পর্শন করিয়াছ, নিজের গর্ভধারিণীকেও দর্শন করাইয়াছ। ওরূপ স্থান আমরা পৃথিবীতে আর কুত্রাপি দেখি নাই। আমরা অনেক ভ্রমণ করিয়াছি, অনেক পবিত্র ও শোভাময় স্থান দর্শন করিয়াছি, কিন্তু প্রভুর লীলাস্থানের ন্যায় সুন্দর শোভাময় পবিত্র স্থান কোথাও দেখি নাই। উহা আমাদের কৈলাস, আমাদের কাশী, আমাদের বৈকুণ্ঠ, আমাদের গোলোক—অধিক আর কি লিখিব।

শ্রীশ্রীমা কাহারো সম্মুখে ঘোমটা খোলেন না—আমাদের সম্মুখেও নয়। অবশ্য মেয়েদের কথা স্বতন্ত্র। তিনি আশীর্বাদ করিয়াছেন—তোমার আর কোন ভাবনা নাই, নিশ্চয় জানিবে। মা যে-সে মেয়ে নয়, ইহা নিশ্চয় জানিও। শ্রীশ্রীঠাকুর ৺দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার সময় হইতে আমরা কেহই শ্রীশ্রীমার পাদপদ্ম ছাড়া তাঁহার মুখ কখনই দেখি নাই। তিনি যে এখনই কেবল অবগুণ্ঠন দিয়া থাকেন তাহা নয়। তিনি যে মস্তক নাড়িয়া তোমার প্রার্থনার উত্তর দিয়াছেন—তুমি মহাভাগ্যবান নিশ্চয়।

তুমি ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। আমারও শরীর এখানে মন্দ নাই। তবে শীত খুব পড়িতেছে। এখান হইতে নিকটেই অর্থাৎ সোজা পথে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল পরেই চির-তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গশ্রেণী—অতি সুন্দর দৃশ্য হয়। আজকাল সেখানে তুষারবৃষ্টি হইয়া পর্বতশৃঙ্গসকল আরও উজ্জ্বলতর হইয়াছে। দু-এক মাস পরে এখানকার চারিদিকে উচ্চ উচ্চ শৃঙ্গে তুষারপাত হইবে এবং এখানেও কিছু কিছু হইবে, তখন দারুণ শীত হইবে।

তুমি আমার প্রাণের আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিবে এবং মধ্যে মধ্যে সংবাদ দিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৪৯)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণভরসা

চিলকাপেটা হাউস

পোঃ আলমোড়া

কুমায়ুন, ইউ. পি

২৩।১।১৪

প্রিয়—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। সংসার বাস্তবিকই এই রকম, ইহা বেশ ভাল করিয়া জানিয়া সংসারে

থাকিতে হইবে। বিচলিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রভুর চরণে নির্ভর করিয়া কার্য কর।' এই সংসার হইতেই তোমার জ্ঞান হইবে—আর পুনরায় সংসার করিতে হইবে না, নিশ্চয় জানিও। প্রভুর ইচ্ছায় যদি অন্যত্র গিয়া কাজ করিয়া দেনাপরিশোধ হয় ত তাহাই করিবে—তাঁহার যদি এমনিই ইচ্ছা হয় তাহাই হউক। তাহার জন্য চিন্তা কি? তোমার কোন ভয় নাই। প্রভু তোমায় আশ্রয় দিয়াছেন—পুনরায় তোমায় আর সংসারী হইয়া আসিতে হইবে না; ভয় নাই। জয় শ্রীরামকৃষ্ণ। কোন ভয় নাই—ধীর বুদ্ধিতে কর্তব্য কর্ম করিয়া যাও। প্রভুর স্মরণ করিয়া সব কার্য কর—তাঁহাতে ভক্তি, বিশ্বাসই মূল জিনিস—সংসারের সুখ-দুঃখ কেবল লীলাখেলা, দু-চার দিনের জন্য। এ সংসারে কেহ কখন চিরদুঃখী বা চিরসুখী হয় না। ভগবদ্ভক্ত কেবল শ্রীভগবানে মন দৃঢ় করিয়া রাখিয়া এই সাংসারিক সুখ-দুঃখকে অনিত্য জানিয়া উপেক্ষার চক্ষে দেখেন এবং সাংসারিক সুখে কখনও আনন্দে স্ফীত হন না এবং দুঃখেও কখনও উদ্বিগ্নচিত্ত হন না। তিনি কেবল বালকের ন্যায় প্রার্থনা করেন—'প্রভু, যেন তোমার পাদপদ্মচ্যুত কিছুতেই না হই। সাংসারিক সুখদুঃখ শরীরধারণ করিলে হইবেই হইবে—ইহা অনিবার্য, কিন্তু তোমাতে বিশ্বাস ভক্তি প্রীতি যেন হিমালয়ের ন্যায় দৃঢ় এবং অচল থাকে।'

অধিক আর কি লিখিব। প্রভু তোমায় দেখিতেছেন—তুমি যেখানেই কেন থাক না। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৫০)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

চিলকাপেটা হাউস
পোঃ আলমোড়া
কুমায়ুন, ইউ পি
২৬।২।১৪

প্রিয়—,

তোমার দুই পত্রই পাইয়াছি। শেষপত্রে যাহা লিখিয়াছ তাহা প্রভুর ইচ্ছায় সম্পূর্ণ অলীক—তোমার চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই। প্রভুর খুব ভজন কর, তিনি তোমায় পূর্ণ করিয়া দিবেন। হৃদয়ে অনুরাগ-অগ্নি খুব জ্বলুক, ভক্তিতে একেবারে ডুবিয়া থাক—তোমার কোন অভাব থাকিবে না। তুমি যে-যে জিনিস আমার কাছে চাহিয়াছ তাহা একটা ছাড়া আর সবগুলি পাঠাইয়া দিব। আহা! ওখানে খুব সুন্দর ফুল ফোটে শুনিয়া যে কি আনন্দ হইল তাহা আর কি বলিব! মনের সাধে ঠাকুরকে ফুল দিয়া সাজাইবে। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফুলবাগানের ভিতর বাস করিতেন—ফুল তাঁহার বড়ই প্রিয় জিনিস। এই বসন্ত-সমাগমে আরো সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিবে—খুব দিবে প্রভুকে।

তোমার পিতা ভক্তিমান ছিলেন, সেই পুণ্যে তোমারও যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণে ভক্তি হইয়াছে—ইহাতে আর

কোন সন্দেহ নাই। প্রভুকে ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—অন্তরে ও বাহিরে। অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলে বাহিরের অভাব থাকিবে না।

তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে এবং মধ্যে মধ্যে কুশলবার্তা লিখিবে। আমি প্রভুর কৃপায় একপ্রকার মন্দ নাই। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ— এখানে সাত-আট দিন খুব বৃষ্টি হয় এবং শেষ দুদিন খুব বরফ পড়িয়াছিল—১ম দিন প্রায় চার-পাঁচ ইঞ্চি, ২য় দিন প্রায় সাত ইঞ্চি। ভয়ানক ঠাণ্ডা, কিন্তু বরফ পড়িয়া হিমালয় যে কি অদ্ভুত শোভা ধারণ করিয়াছিল তাহা আর কি বলিব—যেন শিবময় হিমালয়! তাহাতে দেশের শস্যাদিরও খুব উপকার, স্বাস্থ্যের পক্ষে ত কথাই নাই। প্রভুর ইচ্ছায় এই বৃষ্টি এবং বরফে এদেশ এবার দুর্ভিক্ষ হইতে অনেকটা বাঁচিয়া গেল, নতুবা লোকের এবং গৃহপালিত পশুর কষ্টের সীমা থাকিত না—কত জীব অনাহারে মারা যাইত। শি—

(৫১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

চিলকাপেটা হাউস
পোঃ আলমোড়া
কুমায়ুন, ইউ পি
৭।৪।১৪

প্রিয়—,

তোমার পত্র (২৩।৩।১৪) যথাসময়ে হস্তগত হইয়াছিল। তুমি আমার জীবন সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছ। আমার জীবনে এমন কোন বিশেষ ঘটনাই নাই যাহা লিখিবার যোগ্য। তবে এক বিশেষের অপেক্ষাও বিশেষ ঘটনা আছে—তাহা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণদর্শন ও তাঁহার কৃপা; সেও তাঁহার নিজগুণে। আমার এমন কোন গুণ ছিল না, যদ্দারা তাঁহার কৃপালাভ করিতে পারি। তিনি ইচ্ছাময়, স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন, তিনি ইচ্ছা করিয়া আমায় দয়া করিয়াছেন—এইমাত্র ঘটনা এ জীবনে।

কাহাকেও সাজিয়ে-গুজিয়ে খাড়া করে কি ভগবান করা যায়! যে ভগবান সে ভগবানই আছে—তাঁহাকে লিখেপড়ে কাহারও খাড়া করিতে হয় না। সূর্যকে প্রকাশ করিতে আলোর দরকার হয় না—সূর্য নিজ আলোকেই নিজে প্রকাশবান। তুমি সেইজন্য কখনই ভাবিও না—যে যাহা ইচ্ছা বলিয়া যাউক। তুমি প্রভু

রামকৃষ্ণের আশ্রিত হইয়াছ—ধন্য হইয়া গিয়াছ। আর কিছু ভাবিবার প্রয়োজন নাই। প্রাণ ভরিয়া তাঁহার ভজন কর—তাঁহাকে এই জন্মেই দেখিতে পাইবে।

শুনিলাম, প্রেমানন্দ স্বামী পূর্ববঙ্গে নানা স্থানে যাইতেছেন এবং প্রভুর খুব প্রচার করিতেছেন। যদি সুবিধা হয় তাঁহাকে কোন স্থানে দর্শন করিতে চেষ্টা করিও।

তুমি যে যে প্রশ্ন করিয়াছ তাহার উত্তর কি দিব জানি না। আমি শ্রীরামকৃষ্ণের চরণাশ্রিত দাস, এইমাত্র জানি; ইহার অধিক সত্যাসত্যই জানি না। তিনি দয়া করিয়া যখন তাঁহাকে স্মরণ করান তখনই তাঁহাকে স্মরণ করি, যখন করান তখন পুস্তকাদি পাঠ করি, বেড়াই, কাহারও কাহারও সহিত ধর্মালাপ করি—এই আমার কার্য। ভরসা মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা—সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আছে। আর এ জীবনে আমার কিছুই নাই এবং অন্য কিছুর আকাঙ্ক্ষাও নাই তাঁর কৃপায়।

তুমি সেই রামকৃষ্ণের ভজন প্রাণভরিয়া কর—শান্তি নিশ্চয়ই পাইবে। অধিক আর কি লিখিব, তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৫২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

চিলকাপেটা হাউস
পোঃ আলমোড়া
কুমায়ুন, ইউ পি
২৬।৪।১৪

প্রিয়—,

তোমার আর একখানি পত্র পাইয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। তোমার পূর্ব স্বপ্নকথা শুনিয়া আমার যেরূপ মনে হইয়াছে তাহা আমি গত পত্রে লিখিয়াছি। এ স্বপ্নটিও অতি চমৎকার। অবশ্য প্রভুর ইচ্ছা তোমায় গোপালভাবে দেখা দেন—তুমি হয় শ্রীনন্দের ভাবে, না হয় শ্রীমতী যশোদার ভাবে তাঁহাকে দেখিবে ও ভজন করিবে এবং এরূপ করিলে বড়ই আনন্দ পাইবে, হৃদয় শুদ্ধ পবিত্র হইবে। তুমি নিশ্চয়ই ভাগ্যবান, তাই প্রভু তোমায় এই পবিত্র গোপালভাবে দর্শন দিতেছেন। ইহাতে তোমার খুব উন্নতি হইবে, নিশ্চয়ই জানিও।

গ্রীষ্মের বন্ধে কলিকাতা, মঠ ইত্যাদি পবিত্র তীর্থ এবং পবিত্র আত্মাদের অবশ্য দর্শন করিবার চেষ্টা করিবে। আমি তখন প্রভু যেখানে রাখিবেন সেখানেই থাকিব; নিজের কর্তৃত্ব কিছুই নাই। প্রভু যেরূপ করাবেন তাহাই করিব

এ বহু দূর দেশ, বড়ই দুর্গম পথ এবং যাতায়াত বহুব্যয়সাধ্য, সুতরাং এখানে আসিবার প্রয়োজন নাই। কলিকাতায় পরমারাধ্যা আমাদের শ্রীশ্রীমা আছেন, সারদানন্দ স্বামী আছেন এবং মাস্টার মহাশয় প্রভৃতি ভক্তেরা আছেন; তাঁহাদের দর্শন করিবে। মঠে প্রেমানন্দ স্বামী, সুবোধানন্দ স্বামী এবং অন্যান্য ভক্তেরা আছেন—তাঁহাদের দর্শন করিবে, প্রভুপদে তোমার ভক্তি আরো বৃদ্ধি হইবে। যখন প্রভুর ইচ্ছা হইবে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে—সমস্ত তাঁহার উপর নির্ভর করিবে। নির্ভরের ন্যায় আনন্দ ও শান্তি কিছুতেই নাই। যদি ঘরে বসিয়া তিনি তাঁহার প্রেম-ভক্তি অনুভব করান তো কোথাও যাইতে হয় না। অবশ্য ছুটির সময় একটু স্থান-পরিবর্তন করা খুব ভাল। প্রভুর ভক্তদের দর্শন হইতে শারীরিক এবং মানসিক উভয় কল্যাণ সাধিত হয়।

তুমি আমার আন্তরিক প্রীতি ও আশীর্বাদ জানিবে। আমার শরীরটা আজকাল তত ভাল নাই। তবে এস্থান বেশ শীতল—গরম প্রায় হয় না। যদিও রৌদ্রের বেশ তেজ, তবু সর্বদাই শীতল বায়ু বহিতেছে। জল অতি চমৎকার এবং দৃশ্যও অতি মনোরম এবং উচ্চভাবোদ্দীপক। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৫৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

চিলকাপেটা হাউস
পোঃ আলমোড়া
কুমায়ুন, ইউ পি
১৫।৫।১৪

প্রিয়—,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। তুমি শ্রীযশোদার ভাবেই ব্রহ্মগোপাল ঠাকুরকে ভজনা কর—অতি উত্তম ও উচ্চ ভাব, বড়ই পবিত্র। ইহাতে মনের মলিনতা বিন্দুমাত্র থাকিবে না। শ্রীশ্রীঠাকুর এই ভাবে অনেক দিন ছিলেন—তাঁহার জীবনীতে দেখিয়া থাকিবে। শ্রীশ্রীমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছ, বড়ই উত্তম হইয়াছে। প্রভু আরো কত ভাব তোমাকে ক্রমে ক্রমে দেখাইবেন, পরে বুঝিতে পারিবে। বাস্তবিক তুমি নিশ্চয়ই ভাগ্যবান, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি মঠে প্রেমানন্দ মহারাজকে পত্র লিখিয়াছি যে, তুমি মঠে দিন কতক থাকিবে এবং তাঁহাদের সৎসঙ্গ লাভ করিবে।

আমার শিষ্য ত্রিজগতে কেহই নাই—আমি প্রভুর দাস, সুতরাং আমার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই। অবশ্য আমি তোমায় ভালবাসি এবং প্রভুর ভজন সম্বন্ধে যাহা তুমি

জিজ্ঞাসা কর তাহা আমি যাহা জানি তোমাকে বলি এবং তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রভুর কাছে হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করি—এইমাত্র পরিচয় দিতে পার এবং তাহাই যথেষ্ট। তাঁহারা মহাভক্ত; তোমাকে তাঁহারা সহজেই চিনিতে পারিবেন এবং খুব দয়া করিবেন এবং ভালবাসিবেন।

আমার বিবেচনায় তোমার আর দীক্ষাদির প্রয়োজন নাই। এখন কেবল তাঁহাকে ভালবাস—মনের মত সেবা কর। উত্তম উত্তম ফুল ফল দিয়া আজকাল সেবা করিতেছ শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল—খুব সেবায় রত থাক।

অশৌচ যেমন মানা উচিত সেরূপ মানিবে, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই বরং ভাল। সামাজিক বা লৌকিক বিশৃঙ্খলতা আনা ভাল নয়; যেমন নিয়ম আছে তাহা করা উচিত—প্রভুরও এইরূপ আদেশ ছিল।

তুমি শারীরিক সুস্থ আছ জানিয়া সুখী হইলাম। আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা কিছু ভাল। তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে এবং মধ্যে মধ্যে কুশলসংবাদ দিয়া সুখী করিবে। প্রভু তোমায় খুব উন্নত করুন। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৫৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

চিলকাপেটা হাউস
পোঃ আলমোড়া, ইউ পি
২৭।৬।১৪

প্রিয়—,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। তুমি ছুটিতে নবদ্বীপ, কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ প্রভৃতি স্থান দর্শনাদি করিয়া আসিয়াছ এবং অনেক ভক্তদেরও সৎসঙ্গ করিয়াছ শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। মধ্যে মধ্যে অবসরমত এরূপ করা খুব ভাল। ইহাতে শরীর-মন উভয়ই সুস্থ হয়।

আমার খুব বিশ্বাস তোমার বিষয়ের গোলমাল প্রভু শীঘ্রই মিটাইয়া দিবেন; কোন চিন্তা নাই। এই বিষয়ের গোলমাল একটা হেতু মাত্র—ইহার দ্বারা তোমার প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিও। ইহা কখনই তোমার অনর্থের জন্য নয়।

আমার পরিধেয় একখানা ছোট জীর্ণ বস্ত্র এবং প্রভুকে ভোগ দিয়া কিছু চিনি—যাহা হইতে আমি কিছু অগ্রভাগ গ্রহণ করিব—তাহা তোমায় শীঘ্রই পাঠাইব। তোমায় প্রভু আমার সহিত সাক্ষাতের পূর্ব হইতেই কৃপা করিয়াছেন, আমি জানি। অবশ্য

তাঁহার চরণে তোমার ভক্তি-বিশ্বাস যাহাতে বৃদ্ধি পায় এবং দৃঢ় হয় তাহার জন্য আমি আন্তরিক প্রার্থনা করিয়া থাকি এবং যে-কেহই রামকৃষ্ণকে চায় তাহার জন্যই আমি ঐরূপ করিয়া থাকি। প্রভু যে ভাবে আমাকে শিক্ষিত করিয়াছেন তাহাতে আমার জীবনে কখনই গুরুবুদ্ধি আসিতে পারিবে না এবং তাহা তাঁহার কাছে আমি কখনই প্রার্থনা করি না—কারণ সে বুদ্ধি মনে আসেই না। প্রভু এযুগে সকল জীবের গুরু এবং ইষ্ট; আমরা কেবল জীবের যাহাতে তাঁহার উপর বিশ্বাস-ভক্তি হয় এবং যাহাতে উহা বৃদ্ধি হয় সেজন্য আন্তরিক প্রার্থনা তাঁহার চরণে করিব এবং উপদেশাদি দ্বারা তাহাদের উৎসাহিত ও আশ্বস্ত করিব। তাহাতেই তাহাদের পরমকল্যাণ হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস।

তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে এবং যাহা যাহা পাঠাইব তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া নিজ কুশল সহ পত্র লিখিবে। আমার শরীর সর্বদা তত ভাল থাকে না। প্রভুর ইচ্ছায় যাহা হয় তাহাই ভাল। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৫৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

চিলকাপেটা হাউস
পোঃ আলমোড়া, ইউ পি
১২।৭।১৪

প্রিয় শরৎ (বাঙ্গাল),

বহুকালের পর হঠাৎ তোমার পত্র পাইয়া যে কি আনন্দ অনুভব করিলাম, তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, বালেশ্বরে তোমায় একখানা পত্র লিখিব। এখন দেখিতেছি, তুমি ৺গয়ায় আসিয়াছ এবং ডেপুটি পোষ্টমাস্টারীতে পাকা হইয়াছ। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, তুমি ৺গয়াধামে আসিয়াছ। মধ্যে মধ্যে ৺বিষ্ণুপাদপদ্মদর্শন অবশ্য করিবে এবং শ্রীগুরুদেবের কথা স্মরণ করিবে। ঐখানেই শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতা স্বপ্ন পাইয়াছিলেন। তোমার অবশ্য সে-সকল কথা নিশ্চয়ই মনে আছে এবং ৺গয়াতে তুমি সে-সব কথা অবশ্যই স্মরণ না করিয়া থাকিতেই পার না— আমার ইহাই ধারণা। তোমার ভাইয়ের কথা শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে কখনই আর অনুরোধ করিও না। সে যদি সংসারের ভার লয় তাহা হইলে প্রভুর ইচ্ছায় তুমি অনায়াসে কার্য হইতে অবসর লইয়া শ্রীস্বামীজীর কার্য আরো অধিক পরিমাণে করিতে পার।

মহারাজের সহিত ৺কাশী আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছ শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছে এবং অদ্বৈত আশ্রমে ছিলে শুনিয়া আরো আনন্দ হইল। ঐ আশ্রমই শ্রীস্বামীজী মহারাজের শেষ কীর্তি। এতদিন কেবল আশ্রম-মেরামত এবং কিছু কিছু ঘর-দ্বার-সারান ইত্যাদি কার্যই হইয়াছে। দু-চারি জন ব্রহ্মচারীর সাধন-ভজনের ব্যবস্থা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীস্বামীজীর পূজা-ভোগরাগাদি ছাড়া এ প্রচারকেন্দ্র হইতে বিশেষ কোন কাজ, যাহা দ্বারা সাধারণের প্রকৃত কল্যাণ হয়, তাহা এ পর্যন্ত হয় নাই। তবে প্রভুর ইচ্ছায় হবে, এরূপ আশা আছে। আশ্রমের স্থায়ী আয় বিশেষ কিছু নাই বলিলেও হয়; এক রকম আকাশ-বৃত্তির উপরই অনেকটা নির্ভর। তুমি 'বিবেকভাষ্য' লিখিতেছ, ইহা পূর্বে আমি শুনিয়াছি। অতি উত্তম হইতেছে। এ কার্য তোমারই দ্বারা সম্ভব বলিয়া আমার ধারণা; শ্রীস্বামীজীর বিশেষ কৃপা তোমার উপর আছে, আমি জানি। মহারাজ এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন-ব্যয় যোগাড় করিয়া দিবেন শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। তিনি ইচ্ছা করিলে নিশ্চয়ই উহা করিতে পারিবেন।

হাঁ, স্বামি-শিষ্য-সংবাদ দুই খণ্ডই আমার কাছে রহিয়াছে। আমি তাহা আদ্যোপান্ত ভাল করিয়া পড়িয়াছি এবং এখনও মধ্যে মধ্যে পড়িয়া থাকি। উহা অতি সুন্দর হইয়াছে। পড়িলেই যেন সে-সকল ঘটনার ছবি সামনে আসিয়া উপস্থিত হয়। বাস্তবিকই এই পুস্তকে শ্রীস্বামীজীর উপদেশের গূঢ় গূঢ় কথা নিহিত আছে। পড়িলে হৃদয় তেজে, আশায় ফুলিয়া উঠে—ইহা খুব অনুভব

করিয়াছি। এখন তুমি চাকুরি-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ পবিত্র হইয়া তাঁর কাজে সম্পূর্ণ জীবনটা উৎসর্গ করিতে পারিলে আমার বড়ই আনন্দ হয়। এখন যে-সকল শিক্ষিত ব্রহ্মচারী আসিয়া মিশনে ভুক্ত হইতেছে এবং তোমার লেখাসকল পড়িতেছে, তাহারা বলে, "শরৎবাবু যদি সন্ন্যাসী হইয়া স্বামীজীর কার্য আরো অধিক পরিমাণ করেন তো খুব ভাল হয় এবং সন্ন্যাসী হইলে তিনি সময়ও অনেক পাইবেন এবং আমরাও তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া জীবন উন্নত করিতে পারি এবং শ্রীস্বামীজীর কাজও আমরা অধিক পরিমাণে করিতে পারি।" তাঁহাদের একথা আমারও বাস্তবিক মনে লাগে। প্রভুর ইচ্ছা হয় ত হইবে।

আমি বৎসরাধিক এখানে আছি। শরীর ৺কাশী, কনখল ও বেলুড় মঠ অপেক্ষা অনেকটা ভাল আছে। প্রভুর কৃপায় মনটা এখানে বেশ থাকে। যে স্থানে আছি সম্মুখেই ৺কেদারনাথ ও বদরিকা আশ্রমের চিরতুষারমণ্ডিত ধবল পর্বতশ্রেণী সর্বদাই দর্শন হয়। আজকাল অবশ্য আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় সর্বদা দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানকার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর, স্থান অতি নির্জন এবং অতি পবিত্র, উত্তরাখণ্ডের ভিতরেই স্থিত। পুরাণে এ স্থানের নাম রামপর্বত।

তুমি বোধ হয় ফ্রাঙ্ককে (Frank) জান। সেও প্রায় নয়-দশ মাস যাবৎ আলমোড়া আছে। কিছু কিছু সাধন-ভজন করিতেছে। আমার সহিত দুবেলাই দেখা-সাক্ষাৎ এবং সৎসঙ্গ হয়।

তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে এবং মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিলে বড়ই সুখী হইব ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৫৬)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

চিলকাপেটা
আলমোড়া, ইউ পি
৩০।১০।১৪

প্রিয়—,

অতি সুন্দর এবং ভক্তিপূর্ণ তোমার পত্রখানি পাইয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। প্রভু রামকৃষ্ণদেবই তোমায় দয়া করিয়া তাঁহার এই অকিঞ্চন দাসের মূর্তি স্বপ্নে দেখাইয়াছেন এবং আশীর্বাণী তোমায় শুনাইয়াছেন—আমি ইহার কিছুই জানি না। তুমি প্রভুর কাছে বালকের ন্যায় কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা কর, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তুমি তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর। আমি নিশ্চয় বলিতেছি তিনি তোমার প্রার্থনা শুনিবেন। তিনি সরল বিশ্বাসেই উপলব্ধ হন—নিশ্চয় জানিবে। প্রভুর ভজন, তাঁহার নামজপ, তাঁহার বিষয়-পাঠ, তাঁহার জীবনের আলোচনা—এই সব করিবে।

তাঁহাকে ডাকা সম্বন্ধে যে-কোন বিশেষ একটা উপায় আছে তাহা নয়—কেবল তাঁহাকে ভালবাসিতে চেষ্টা করিবে। যদি বল, "তাঁহাকে কি করিয়া ভালবাসিব?" তাহার উত্তর এই—তাঁহাকে না ডাকিয়া, স্মরণ না করিয়া যখন থাকিতে পারিবে না, তখনই জানিবে যে, তিনি তোমায় ভালবাসিয়াছেন। তিনি ভাল না বাসিলে কেহই তাঁহাকে ভালবাসিতে পারে না। তিনিই জীবন-মরণে সর্বস্বধন। তাঁহারই আবার এই সংসার—তিনিই তাঁহার মায়ার সংসারে রেখেছেন—তাই আছি এবং যেমন করাইতেছেন তাহাই করিতেছি। ক্রমে এই ভাব তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে, ভালবাসিতে ভালবাসিতে দাঁড়াইবে। বিশেষ ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই— ধীরে ধীরে যাইতে হইবে। জীবনটা যাহাতে পবিত্রভাবে চলে সেদিকে দৃষ্টি সর্বদাই থাকা চাই। কামকাঞ্চনেরই সংসার—প্রলোভন চতুর্দিকে। প্রভুর চরণে সর্বদা প্রার্থনা করিবে, "প্রভু, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় যেন মুগ্ধ না হই। তোমার চরণে যেন অহেতুকী ভক্তি-বিশ্বাস থাকে।" এইরূপ প্রার্থনা করিবে, তাহা হইলেই প্রভু তোমায় ঠিক পথে চালাইবেন—নিশ্চয় জানিও।

অধিক আর কি লিখিব? মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিও। আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ— আমি বোধ হয় চার-পাঁচ দিন পরে ৺কাশীধামে যাইব।

(৫৭)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম
লাক্সা, বারাণসী
২৮।১১।১৪

প্রিয়—;

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। আমার শরীর এখানে তত মন্দ নাই। বাবুরাম মহারাজও ভাল আছেন প্রভুর কৃপায়। হরি মহারাজের পত্রে জানিয়াছিলাম যে, 'অম্বলে' পৌঁছিয়াছে।

হরি মহারাজকে খুব সম্ভব সঙ্গে লইয়া যাইব। মিহিজামে ভুবন ও ভূবণবাবুরা কিছুদিন সেখানে থাকার জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। খুব সম্ভব মিহিজামে আমরা কিছুদিন থাকিব এবং জামতাড়ার জায়গাটার একটা বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে হইবে। অর্থাৎ ইটপোড়ান এবং একটা ছোটখাট বাড়ি যাহাতে নির্মাণ করিতে পারা যায় সেরূপ কিছু একটা বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিবে। তুমি এবং তোমরা যাহারা প্রভুর আশ্রয়ে, তাঁহার ভক্তদের আশ্রয়ে আসিয়াছ, নিশ্চয়ই অধ্যাত্মজগতে পূর্ণতালাভ করিবে। তোমাদের জন্য বাস্তবিক আমরা দায়ী, ইহা নিশ্চয় ধারণা রাখিও। অধিক আর কি বলিব। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৫৮)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

চিলকাপেটা
আলমোড়া, ইউ পি
২৭।৬।১৫

প্রিয়—,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। মঠ হইতে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী কয়েকজন আসিয়াছেন, তাহা আমি মঠ হইতে শুনিয়াছি। প্রভুর কৃপায় যদি দুর্ভিক্ষপীড়িত নারায়ণদের কিঞ্চিৎ সেবা প্রভুর মিশন হইতে হয় তো বড়ই আনন্দের কথা। দেশের বড়ই দুরবস্থা। অন্নাভাবে দেহত্যাগ করিতেছে—কি সর্বনাশ! প্রভু দয়া করিয়া এ কষ্ট নিবারণ করুন, ইহাই আমাদের হৃদয়ের প্রার্থনা তাঁহার শ্রীচরণে। যাঁহারা সেবা করিতে গিয়াছেন, প্রভু তাঁহাদের সুস্থ শরীরে রাখুন এবং তাঁহারা খুব উৎসাহের সহিত কার্য্য করুন। তাঁহাদের অর্থাভাব যেন না হয়।

তোমার মানসিক কষ্ট শুনিয়া আরও দুঃখিত হইলাম। প্রভু তোমায় দর্শন নিশ্চয়ই দিবেন। খুব প্রার্থনা কর বালকের ন্যায়। নির্জনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিবে, লোকে যেন না জানিতে পারে—গোপনে গোপনে তাঁহাকে খুব ডাকিবে। লোক-জানাজানি হইলে ভক্তি বা অনুরাগের ক্ষতি হয়। সাবধানে গোপনে তাঁহাকে

ডাকিবে। সংকীর্তনাদি অবশ্য পাঁচ জনকে লইয়াই করিতে হয়। কীর্তনে তাঁর নামগান করিতে অশ্রুপাতাদি অবশ্যই ভক্তদের হয়। কিন্তু ভাব যত সম্বরণ করিতে পারা যায় ততই ভিতরে ভিতরে উহা বৃদ্ধি হয়। তাহা না হইলে যতটুকু ভাব ভিতরে হয় ততটুকু বাহির হইয়া গেলে আর ভাব জমিতে পারে না। প্রভু সকলের হৃদয়ে আছেন এবং বর্তমান সময়ে অনেকের হৃদয়ে তিনি জাগিয়াছেন ও আরো জাগিবেন। তুমি দেখ আর বল, "ধন্য প্রভু, ধন্য সর্বভূতের অন্তরাত্মা প্রভু রামকৃষ্ণ অবতার" এবং কেবল বল, "প্রভু কৃপা কর—ভক্তি দাও, প্রেম দাও। আমি অতি দীন, অতি হীন, ভক্তিহীন, ভজনহীন, জ্ঞানহীন, সাধনহীন, বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন। আমাকে কৃপা কর।" এইরূপে একাকী নির্জনে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিবে। আবার সবই পাইবে। প্রভু দর্শন দিবেন, দয়া করিবেন, প্রেম-ভক্তি সবই দিবেন। সংসারের দুঃখও তিনি রাখিবেন না। কোন ভয় নাই।

তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিবে। তোমরা ভক্তের যেরূপ স্বভাব উচিত ঠিক সেইরূপই থাকিবে; প্রভু সমস্তই ক্রমে ঠিক করিয়া দিবেন। ভক্তের স্বভাব—তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু হওয়া, অমানীকে পর্যন্ত মান দেওয়া, মানীর তো কথাই নাই। এমন হইলে তবে প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায়। ঠাকুর বলিতেন, তিনটে 'স' আছে—অর্থাৎ সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর—তিনটে 'স' অর্থাৎ শ, ষ, স। বিরুদ্ধাচারীরা যত নির্যাতন করিবেন, ভক্তেরা তত তাঁহাকে ডাকিবেন এবং যত

তাঁহাকে ডাকিবেন ততই তাঁহার শ্রীচরণে ভক্তি-বিশ্বাস বৃদ্ধি হইবে—যত ভক্তি-বিশ্বাস বৃদ্ধি হইবে ততই শান্তি ও আনন্দ। ভক্তদের সেই শান্তি, আনন্দ দেখিয়া বিরোধীদের মনও প্রভুর শ্রীচরণের দিকে ধাবিত হইবে—আর বিরোধ থাকিবে না। বিঘ্ন-বাধা না পাইলে মানুষ অগ্রসর হইতে পারে না এবং এইজন্যই বড়-লোকেরা, মহাত্মারা সকলেই বিঘ্ন-বাধাকে বড়ই উপকারী বন্ধু বলিয়াছেন।

অধিক আর কি লিখিব—পত্র দীর্ঘ হইতেছে। তোমার ভয় নাই। তোমায় একখানি কাপড় আমি পাঠাইতেছি—তোমার পরিধেয় বস্ত্র নাই শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইয়াছে। আমার একখানি অধিক ধুতি আছে। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিবে। যাঁহারা মঠ হইতে আসিয়াছেন—সকলকে আমার আশীর্বাদ জানাইবে এবং তোমরা সকলে তাঁহাদের খুব যত্ন করিবে—অবশ্য একথা আমার বলা বাহুল্য মাত্র। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৫৯)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

চিলকাপেটা

আলমোড়া, ইউ পি

২৮।৬।১৫

প্রিয়—,

তোমার চিঠি পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম এবং বড়ই আনন্দ হইল বটে; কিন্তু দুর্ভিক্ষে ওদেশের লোক অত কষ্ট পাইতেছে এবং কেহ কেহ অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, ইহাতে মনে নিদারুণ কষ্ট পাইলাম।

তুমি নিশ্চয়ই ভাগ্যবান, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বপ্নে ভগবান দর্শন করিলেও চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং তাঁহাকে লাভ হয়, আমি নিশ্চয় বলিতেছি। শুদ্ধ চিত্ত না হইলে তাঁহাকে লাভ হয় না। যাহারা স্বপ্নে প্রায়ই ভগবানের রূপ দর্শন করে তাহাদের জন্মান্তরের শুভ সংস্কার আছে; অতএব এসব লক্ষণ খুব শুভ। প্রভু তোমায় খুব ভক্তি, প্রীতি, জ্ঞান, বিশ্বাস, পবিত্রতা দিয়া পূর্ণ করুন, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

— খুব ভাল ছেলে। প্রভু তাহাকে খুব প্রীতি, ভক্তি, বিশ্বাস দিন—ইহাও আমার আন্তরিক প্রার্থনা। ব্রহ্মানন্দ স্বামীর কাছে ইচ্ছা হইলেই পত্র লিখিবে; তাহার জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা

করিবার অপেক্ষার প্রয়োজন কি? তুমি খুব ভাল থাক; ভক্তি, বিশ্বাস, প্রীতি, জ্ঞান খুব হোক, বিদ্যালাভ কর—এই প্রার্থনা। সর্বদাই সৎসঙ্গে থাকিবার চেষ্টা করিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৬০)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

চিলকাপেটা
আলমোড়া, ইউ পি
২৮।৭।১৫

প্রিয় —বাবু,

তোমার পত্র পাইয়া যে কত আনন্দ হইল তাহা লিখিয়া কি জানাইব! যে কয়দিন রাঁচি ছিলাম সে কয়দিনের ছবি আমার মনে চিরকালের জন্য অক্ষয়রূপে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে ও থাকিবে। আমি যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের অতি প্রিয় সন্তানদের সঙ্গে ছিলাম। তোমাদের আমি কখনই ভুলিতে পারিব না; ভোলা ত দূরের কথা, তোমরা যেন চিরতরে আমার হৃদয়ের একটা স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছ। শ্রীশ্রীমার কৃপায় তোমরা প্রভুর চরণে স্থান চিরকালের জন্য পাইয়াছ; আর কোন চিন্তা নাই। তবে সংসারে যে কয়দিন থাকিতে হইবে, সাময়িক সুখদুঃখ কিছু না কিছু থাকিবে,

তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই। পাঁচজনে বসিয়া একবার প্রভুর নামগান করলেই সাংসারিক সুখদুঃখ সব ভুল হইয়া যাইবে, আনন্দ ও আশায় হৃদয় ভরিয়া যাইবে। শ্রীশ্রীমার কৃপা তোমাদের উপর সর্বদা বর্তমান এবং সেইজন্য তোমাদের সঙ্গে আমারও অত ভাব। তোমরা যে গাছের গোড়ায় জল দিতেছ! কাজেই শাখাপ্রশাখায় তাহা পৌঁছিবে।

হরি মহারাজ অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। তিনি শরীরে পূর্বাপেক্ষা বল পাইয়াছেন, চেহারারও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। তবে তিনি দীর্ঘদিনের বহুমূত্ররোগী বলিয়া ঐ রোগের এখনও বিশেষ উপকার হয় নাই। তবে মোটের উপর তিনি অনেক ভাল।

পূর্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষের হৃদয়বিদারক সংবাদ প্রায়ই পাইয়া থাকি এবং সংবাদপত্রেও দেখিতে পাই। কি আর লিখিয়া জানাইব? প্রাণের কথা প্রাণেশ্বরই জানেন, এই নিভৃত হিমালয়ে বসিয়া কি চিন্তা করি তাহা তিনিই জানেন। জীবের মঙ্গল—সর্বপ্রকার মঙ্গল চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা মনে আসেই না। অধিক আর কি লিখিব। প্রভুই সব জানেন, তিনি অন্তর্যামী। এই পর্বতেও এবার বৃষ্টির অভাব হইয়াছে। এই সময় যদি ভালরূপ বর্ষা না হয় তাহা হইলে এদেশের অবস্থা কি যে হইবে তাহা একমাত্র প্রভুই জানেন। প্রভু দয়া করুন, এই প্রার্থনা।

তুমি ও ওখানকার আর আর ভক্তেরা আমার ও তুরীয়ানন্দ স্বামীর আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। এই পত্র সকলের

নিকট পড়িয়া শুনাইবে এবং মধ্যে মধ্যে তোমাদের কুশলসংবাদ দিয়া সুখী করিবে। তোমাদের পত্র পাইলে আমি বড়ই সুখী হই।

প্রভু জগতে আসিয়াছেন, যেরূপেই হউক জগতের কল্যাণ হইবেই হইবে, নিশ্চয় জানিও। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষ
শিবানন্দ

(৬১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

চিলকাপেটা
আলমোড়া, ইউ পি
১০।৯।১৫

প্রিয়—,

তোমার ১২।৫।২২ তারিখের পত্র পাইয়াছি। যাহা হউক, প্রভুর ইচ্ছায় ৺পূজার পূর্বেই যে একটা কাজ পাইয়াছ, ইহা তাঁহার দয়া ভিন্ন আর কিছুই নয়, কারণ তুমি বড়ই চিন্তিত হইয়াছিলে।

বাস্তবিক পূর্ববঙ্গের অবস্থা বড়ই বিপজ্জনক। প্রভু দয়া করিয়া যদি কোন উপায় করিয়া দেন তবেই রক্ষা, নচেৎ কি যে হইবে তাহা তিনিই জানেন। তিনি মঙ্গলময়— কোনরূপ মঙ্গলের জন্যই

এইরূপ অবস্থা লোকের হইতেছে—আমরা আপাতদৃষ্টিতে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তবে এইটুকু বুঝা যায় যে, প্রভুর ইচ্ছায় বহু লোকের ভিতর দয়া ও সেবার ভাব খুব জাগিয়া উঠিতেছে। ইহা এক মহা শুভ লক্ষণ। মা কালী যেমন দুই হস্তে বিনাশ করেন, তেমনই দুই হস্তে বর ও অভয় দিতেছেন—ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

তোমার সন্দেহের উত্তর এই: ১। তুমি যে প্রভুর ও তাঁহার পার্ষদভক্তের কৃপালাভ করিয়াছ, এইরূপ অভিমান তোমার নিজের মনেই থাকিবে—যাহা তোমার জীবনকে উন্নত করিবে। তাহা ছাড়া সংসারে বা সমাজে সৎলোকেরা যেরূপ নিরভিমান হইয়া কার্য করে, তোমারও তাহাই করা উচিত। উপরোক্ত অভিমান সাধারণ লোকের কাছে প্রকাশ হওয়া উচিত নয়। ভক্তের স্বভাব নিরভিমান।

২। বাস্তবিক ধর্মপিপাসুকে ঠাকুরের ভজন করিতে বলা অনুদারতা বা সাম্প্রদায়িকতা বলা যায় না। তবে যাহারা ভগবানের অন্য কোন রূপের ভক্ত তাহাদের তাহা ছাড়িয়া ঠাকুরকে ভজন করিতে বলা অনুদারতা এবং সাম্প্রদায়িকতা বটে। অবশ্য তিনি যুগগুরু এবং সমন্বয়মূর্তি, তাহার কোন সন্দেহ নাই এবং তাহা বুদ্ধিমান ভক্তলোকদের বলিতে পারা যায়।

৩। মঠে যাঁহারা সন্ন্যাসপ্রাপ্ত, তাঁহারা নিশ্চয়ই সংযত ও উন্নত এবং সমাধির নিম্ন সোপান বা স্তরে তাঁহারা পৌঁছিয়াছেন—অবশ্য সমাধির উচ্চ সোপান আছে।

৪। হাঁ, আমি বাল্যকালে বাড়ীতে শুনিয়াছিলাম যে, পিতা-মাতা ৺তারকেশ্বর শিবকে মানত করিয়া এবং সোমবারে ব্রত পালন করিয়া এ শরীরকে তাঁহাদের পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন।

প্রভুর ভজন কর। যেখানেই থাক, প্রভু তোমায় কৃপা করিবেন। তিনি ঈশ্বরাবতার, তাঁহার শরণ লইয়াছ। তিনি যখন যেভাবে যেখানেই রাখেন তাহাই তাঁহার ইচ্ছা জানিয়া বিড়ালছানার ন্যায় কেবল মায়ের উপর নির্ভর করিয়া থাক। "প্রভু, দয়া কর, দয়া কর"—এই ভাবিতে থাক, এই বলিতে থাক। পুনরায় তাঁহার ইচ্ছা যখন হইবে তখন তিনি তমাল-তলায় তোমায় লইয়া যাইবেন। তুমি যেখানেই থাকিবে সেইখানেই তিনি তোমায় কৃপা করিবেন।

আর অধিক কি লিখিব? তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিও। শরীর আমার প্রভুর ইচ্ছায় একপ্রকার চলিয়া যাইতেছে। হরি মহারাজও মন্দ নাই। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৬২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

চিলকাপেটা
আলমোড়া, উত্তরপ্রদেশ
১৯।৯।১৫

প্রিয়তম বাবুরাম মহারাজ (প্রেমানন্দ),

প্রেমের ধারা কি এদিকে এখন বন্ধ হয়ে গেল? এ উচ্চ হিমালয়ে কি প্রেমানন্দের প্রেমের ধারা উঠতে পাচ্ছে না? তবে গঙ্গা আদি সমস্ত নদী এই কঠিন প্রস্তরময় উচ্চ হিমালয় হইতেই নামছেন; সুতরাং আমরা তাঁদের ভক্ত হয়ে কি করে আর কতদিন চুপ করে থাকতে পারি? তাই আজ চিঠি না লিখে থাকতে পারলুম না। মনে করেছিলাম, ৺পুরী থেকে তুমি ফিরেছ, এবার চিঠি পাব—তাও তো এতদিন হয়ে গেল! যা হোক, শারীরিক কেমন আছ? তুমি মঠ থেকে চলে যাবার পর আর মঠের কোন চিঠিপত্র পাই নাই। মহারাজের সঙ্গে ভদ্রকে দেখা করে এসেছিলে কি?

অধিকাংশ ছেলেরা তো দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবা করতে গিয়েছে। শুনেছিলাম —র নাকি অসুখ হয়েছে। সে কেমন আছে, খবর পেয়েছ কি? তুমি এ সময়টা মঠে অধিক না থেকে কলকাতায় থাকলে ভাল হয়।

এখানে হরি মহারাজ পূর্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল। তাঁর সাধারণ স্বাস্থ্য অনেক ভাল হয়েছে, কিন্তু ডায়াবেটিস্ এখনও আছে। তা যে একেবারে ভাল হবে বোধ হয় না। তবে এখানকার স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্য এবং সাবধানে আহারাদি করায় অনেকটা ভাল আছেন।··· ফ্রাঙ্ক মন্দ নাই, আমিও একরকম ভালয়-মন্দয় আছি। তুমি আমাদের প্রেমালিঙ্গন ও প্রণাম গ্রহণ কর এবং ছেলেদের সকলকে আমাদের আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ দিও এবং মঠের কুশলসহ পত্র লিখো।

এবার মা গঙ্গা ষাঁড়াষাঁড়িতে কত দূর উঠেছিল? গাইগুলি সব ভাল আছে তো? প্রভাকর ঠাকুর কেমন আছে? তাকেও আমার আন্তরিক আশীর্বাদ বলো। এবার "আজ্ঞে হ্যাঁ" কেমন? শুনলাম নাকি বড় স্থবিধে হয় নি। ৺পুরী থেকে তোমার মা ও দিদিরা সব ফিরেছেন কি? এখানে শীতের আভাস দিয়েছে—বর্ষা প্রায় শেষ।

বত্রীসাজীরা শারীরিক ভাল আছে। খোকা মহারাজ এখন কোথায়? গঙ্গাধরের খবর হরি মহারাজ প্রায় জিজ্ঞাসা করেন—সে এখন কোথায় ও কি করছে? ইতি

দাস—তারক

পুঃ— শান্তি ও তুলসীবাবু কেমন আছে?

(৬৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

চিলকাপেটা

আলমোড়া, ইউ পি

২৫।৯।১৫

প্রিয় জি— ও ন—,

তোমাদের ১০।৮।১৫ তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। এতদিন উত্তর দিই নাই। আশা করি, প্রভুর কৃপায় তোমরা সকলেই কুশলে আছ। তুমি লিখিয়াছিলে, পূর্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কিছু কম বোধ হইতেছে; কিন্তু আমার বোধ হয় তাহা নয়, বরং বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আবার বাঁকুড়ায় খুব দুর্ভিক্ষ শুনিতে পাইতেছি। এবার প্রভুর যে কি ইচ্ছা তিনিই জানেন। দয়া করুন—আর কি বলিব! আমরা কেবল তাঁহার দয়ামূর্তি দেখিতে চাই। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কার্য তাঁহার যে দেখিতে চায় দেখুক, আমরা তাঁহার দয়ামূর্তি সর্বদা দেখিতে ভালবাসি। তিনি আমাদের দয়া ও প্রেমের ঠাকুর।

তোমরা সকলে প্রভুর কৃপায় ভাল আছ জানিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। প্রভু তোমাদের সর্বতোভাবে ভাল রাখুন, এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। তোমাদের প্রীতি, সেবা, ভক্তিভাব স্মরণ করিলে আমার স্বতঃই মনে হয় যে, প্রভুর কৃপা তোমাদের

উপর বিশেষরূপে আছে। শ্রীশ্রীমার কৃপা তাহার জলন্ত প্রমাণ। মধ্যে মধ্যে, অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন সমস্ত ভক্তেরা মিলিয়া প্রভুর বিষয় কিছু পাঠ, আলোচনা এবং তাঁর গুণকীর্তন করা খুব ভাল।

হরি মহারাজ অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। তাঁহার সাধারণ স্বাস্থ্য অনেক ভাল হইয়াছে। তবে তিনি দীর্ঘদিনের বহুমূত্র-রোগী বলিয়া ঐ রোগটা এখনও আছে। এখানকার স্বাস্থ্যের গুণে এবং সাবধানে আহারাদি করায় এবং দুবেলা নিয়মিতরূপে বেড়াবার জন্য তাঁর সাধারণ স্বাস্থ্য খুব ভাল হইয়াছে এবং বহুমূত্ররোগের জোর তত নাই।

মধ্যে ৺উত্তরকাশী হইতে দেবেনের পত্র পাইয়াছিলাম। সে সেখানে বড়ই আনন্দে আছে প্রভুর কৃপায়। আমার ও হরি মহারাজের আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ সকলকে দিবে ও জানিবে এবং মধ্যে মধ্যে তোমাদের কুশলসংবাদদানে সুখী করিবে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ— এখানে শীতের আভাস বেশ পাওয়া যাইতেছে। কিছুদিনের মধ্যেই শীত পড়িবে। ওখানে এখন কি রকম?

(৬৪)

শরণং

চিলকাপেটা
আলমোড়া, ইউ পি
১০।১০।১৫

প্রিয়—,

তোমার প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়াছি। ওখানকার ভক্তগণকে আমাদের আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ দিবে। আমাদের এখানকার ধ্যানভজন প্রভুর কৃপায় কেবলমাত্র জগতের জীবের কল্যাণকামনা ছাড়া আর কিছুই বা কোনরকম নাই। প্রভুর নাম বা ধ্যান করিতে বসিলেই "প্রভু, জগতের কল্যাণ করুন, আপনি শুদ্ধ করুণার অবতার"—কেবল এই ভাবনাই আসে।

ঈশ্বর তো নিত্যই আছেন, বেদাদি শাস্ত্রও নিত্য আছে, তীর্থাদিও চিরকাল বর্তমান, তথাপি ধর্মের গ্লানি হয়। লোকসকলের, জাতিসকলের বুদ্ধি মলিনতাপ্রাপ্ত হয় এবং সেই সময়ে প্রভু অহৈতুকী করুণায় অবতীর্ণ হন; তাহা না হইলে জগতের উদ্ধারের কোন উপায়ই নাই। ইহাই জগতের ইতিহাস-সিদ্ধান্ত এবং এই বর্তমান যুগে করুণার অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার নিজশক্তি শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীবিবেকানন্দপ্রমুখ তাঁহার পার্ষদগণ জগতের কল্যাণের জন্যই আসিয়াছেন।

আর অধিক কি লিখিব? তোমরা আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা বারংবার জানিও এবং মধ্যে মধ্যে কুশলবার্তা লিখিয়া সুখী করিও। ইতি

তোমাদের যথার্থ শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৬৫)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

চিলকাপেটা
আলমোড়া, উত্তরপ্রদেশ
১২।১০।১৫

প্রিয়তম বাবুরাম মহারাজ,

তোমার সুদীর্ঘ পত্রে সবিস্তার সংবাদ পেয়ে বড়ই কৃতার্থ হয়েছি। ইহাই তোমার দয়া ও প্রেমের পরিচায়ক। অনেক দিন এরূপ পত্র তোমার কাছ থেকে না পেলে মনটা বড়ই শুকিয়ে যায়। ঠাকুরের কৃপায় কাছে গণ্ডি-ফণ্ডি, বেড়া-টেড়া সব ভেঙ্গে যায়। তাঁর কৃপাবারির বেগ অতি প্রবল—নীচের ধারাও উপরে ঠেলে ওঠে। এখন যে pumping system (পাম্পের কল) চলেছে, তা স্বাভাবিক নিয়মকে অতিক্রম করেছে। বিজ্ঞান ও স্বভাবের সহিত সংগ্রাম চলেছে। তোমাদের প্রেমবারি এ পাহাড় কেন, অতি

দুর্গম দুরূহ অবিদ্যার পর্বতকেও উল্লঙ্ঘন করে জীবকে ধন্য করে। তোমরা প্রভুকেই কর্তা বলে ঠিক জেনেছ, ইহার আর সন্দেহ নেই। তাঁর হাতে গড়া তোমরা—তোমাদের কর্তাত্ব-বুদ্ধি কি আসে? কখনই নয়। তোমাদের অহংকার যে দাসের অহংকার, বালকের অহংকার, ভক্তের অহংকার—এতো দোষযুক্ত অহংকার নয়! তোমার উপদেশপূর্ণ পত্রখানি বড় ভাল লেগেছে। তুমি অবশ্য নিজেকেই নিজে বলছ; কিন্তু আমি বুঝলাম যেন তুমি আমাকেই সেই ঠাকুরের অমৃতময় উপদেশগুলি শুনাচ্ছ। মাঝে মাঝে এরূপ পত্র তোমার কাছ থেকে পেলে অনির্বচনীয় আনন্দ ও উৎসাহ পাই। তোমাদের কথাতে জীবন আছে। জীবন্ত কথা না হলে প্রাণ গলে না।

গতকল্য গোপালবাবু নৈনিতাল হতে এবং অপূর্ববাবু কলকাতা থেকে আলমোড়া পৌঁছেছেন—অতুলের বাসায় আছেন। আজ — শিমলা থেকে এখানে এল। সি, আর, দাস সপরিবারে এখানে এসেছেন, তিনি মায়াবতী যাচ্ছেন। —ও তাঁদের সঙ্গে যাচ্ছে। মিস্টার সি, আর, দাসের কুলি ডাণ্ডি ঘোড়া প্রভৃতির বন্দোবস্ত তহসিলদারী হতে হচ্ছে। গোপালবাবু সপ্তাহ দুই এখানে থেকে তারপর মায়াবতী যাবেন ইচ্ছা করেছেন। সীতাপতি মাঝে দিন পনর জ্বরে ভুগেছিল; এখন ভাল হয়েছে। ফ্রাঙ্ক বেচারার লিভারটা বড় খারাপ হয়েছে; সুতরাং তার শরীর অনেক দিন থেকে খারাপ যাচ্ছে। তারপর বেচারার হাতে পয়সা কড়ি নেই—কিছু কিছু মাদার সেভিয়ার দেন। তার স্বভাবটি কিছু

এখন অতি সুন্দর হয়েছে—বেশ ভজনসাধনের দিকে মন হয়েছে। এবার কিছুদিন মঠে ও কলিকাতায় থাকবে খুবই ইচ্ছা।...

হরি মহারাজ সেই রকমই আছেন। তুমি এ সময়টা মঠে একটু সাবধানে থেকো—এ সময়টাই ওখানে খারাপ।... আমার ও হরি মহারাজের আন্তরিক ভালবাসা ও অনেক নমস্কারাদি গ্রহণ করো এবং মাঝে মাঝে দয়া করে প্রেমপূর্ণ পত্র লিখো।

অতুল প্রভুর কৃপায় এখন পর্যন্ত ভালই বোধ করছে। যদি প্রভুর ইচ্ছা হয় তো শীতকালে তোমাদের দর্শন করব—এইরূপ ইচ্ছা হয়। এখানে শীতের আভাস দেখা দিয়েছে। ইতি

দাস—তারক

পুঃ— একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে বসে এক মারোয়ারী ভক্তের সঙ্গে কথা কইছিলেন। আসক্তি সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা হবার পরে শেষে প্রভু তাকে বলেছিলেন যে, সাধুর সমস্ত বৃত্তিই যায়, থাকে কেবল এক বৃত্তি—তা 'দয়া'। আমাদের ভাষায় আমরা তাকেই প্রেম বলি, যদ্দ্বারা প্রভু তাঁর বিভিন্ন প্রকৃতির ভক্তদের চিরকালের জন্য বেঁধেছেন এবং যে দয়া বা প্রেমের পরবশ হয়ে প্রভু যুগে যুগে কত কষ্ট সহ্য করে দেহধারণ করেন এবং জীবের কল্যাণসাধন করেন এবং যাহা না হলে জগতের জীবসাধারণের কল্যাণ কখনই হয় না। বেদাদি শাস্ত্র তো চিরকালই বর্তমান থাকে, তীর্থাদিও আছে, সাধুসজ্জনও কোথাও না কোথাও চিরকাল থাকেন; কিন্তু তত্রাপি পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি হয়েই থাকে—

ইহা জগতের ইতিহাস-সিদ্ধান্ত। সেইজন্য জীবসাধারণের, অর্থাৎ 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' দয়া করে প্রভু নিজকে নিজে কখনও কখন সৃজন করেন।

(৬৬)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

চিলকাপেটা
আলমোড়া, ইউ পি
২৭।১০।১৫

প্রিয়—,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। তুমি ৺পূজার বন্ধে বাড়ি আসিয়া ও-অঞ্চলে যে প্রভুর প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হইতেছে দেখিতেছ, ইহাতে আমার আরো আনন্দ হইয়াছে। আরো কত দেখিবে পরে।

১ম উঃ— সংসারে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হইবে কি-না এ-সকল ভাবনা অজ্ঞান হইতে হয়—ভক্তেরা ওরূপ চিন্তা করে না। যাহারা প্রভুপদে জীবন অর্পণ করিয়াছে, তাহারা প্রভুর ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ফিরিয়া আসা না-আসা সব তিনিই জানেন। যাওয়াও তাঁহার কাছে, থাকাও তাঁহার কাছে, ফিরিয়া যদি আসিতে হয় সেও তাঁহার সঙ্গে। তিনি জীবনে-মরণে সাথী।

২য় উঃ— সকল ভাব ভগবানেরই। যখন যে ভাবের উদয় হইবে তখন সেই ভাবেই ডুবিয়া যাওয়া ভাল। এখন প্রভুর যে ভাবে মগ্ন হইয়াছ তাহাতেই সব পূর্ণ হইয়াছে। সেইজন্য মাতৃভাব ভাল লাগিতেছে। ভগবানের কোন ভাবই মন্দ নয়, সবই ভাল— ইহাই প্রভু রামকৃষ্ণের ভাব। সমস্ত ভাবের জমাটবাঁধা রূপ শ্রীরামকৃষ্ণ। মহা আনন্দের বিষয় যে, ও-অঞ্চলে প্রভুর ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। খুব হউক। যুগাবতার এইরূপেই তাঁহার মহিমা প্রচার করেন। ঐ যে ভক্তদের প্রাণে ভালবাসা, অদ্ভুত সহানুভূতি, এ-সব প্রভুর যোগমায়াবলেই হইতেছে। বড়ই সুন্দর। শ্রীশ্রীমার মূর্তি পাইয়া পূজা করিতেছ শুনিয়া আমার বিশেষ আনন্দ হইল। তোমাদের জীবন ধন্য হইয়া যাইতেছে। লাইব্রেরীর উন্নতি হইতেছে, ইহা বড়ই আনন্দ ও আশার বিষয়, উহার বিশেষ প্রয়োজন।

তুমি আমার ৺বিজয়ার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিবে এবং মধ্যে মধ্যে কুশলসংবাদ দিয়া সুখী করিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ— শারীরিক একরকম ভালই। শরীর থাকলে ভালমন্দ ই-ই থাকে। প্রভুর স্মরণ যতক্ষণ করিতে পারা যায় ততক্ষণ ভাল, নতুবা সবই খারাপ।

(৬৭)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীশ্রীচরণভরসা

রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম
লাক্সা, কাশী
৬।১১।১৫, বেলা—১১-৩০

প্রিয় হরি মহারাজ,

গতকল্য সন্ধ্যার পূর্বেই, অর্থাৎ অপরাহ্ণ ৫টা আন্দাজ আশ্রমে প্রভুর ইচ্ছায় নিরাপদে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ৺শ্যামা-পূজার সমস্ত যোগাড় হইতেছে। সুরেশও আজ কলিকাতা হইতে আসিয়া পৌঁছিল। পূজার জিনিসপত্র অনেক লইয়া আসিয়াছে। তাঁহার মার আসা হয় নাই; কিন্তু পূজা তাঁহারই বিশেষ ইচ্ছাতে ও শ্যামের একান্ত ইচ্ছাতেই হইতেছে। মহারাজ পুরীতে গিয়াছেন। নীরদ মান্দ্রাজে, তাহার শরীর একেবারে ভাল নয়, তাহা না হইলে সে নিশ্চয়ই আসিত।

... পূজা নেপাল করিবে, প্রকাশ তন্ত্রধারক। সে এখন ৺চণ্ডীপাঠ করিতেছে।... চারুবাবু, কালীবাবু, কেদার বাবা ও উভয় আশ্রমের সকলেই প্রভুর ইচ্ছায় একরূপ মন্দ নাই। তারক মহারাজ কিছু ভাল। তুমি আসিলে না বলিয়া সকলেই দুঃখিত। ... প্রাতে প্রায় ৭টার সময় শ্যামের সঙ্গে ৺বিশ্বনাথ, মা-অন্নপূর্ণা-দর্শন, মা গঙ্গার দর্শন-স্পর্শন করিয়া আসিয়াছি।

তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও নমো নারায়ণ জানিবে। আর আর সকলে তোমায় প্রণাম জানাইতেছে। কানাই, সীতাপতিকে আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা দিও।...ইতি

দাস—তারক

(৬৮)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণভরসা

রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম
লাক্সা, বেনারস সিটি
১২।১১।১৯১৫

প্রিয় হরি মহারাজ,

তোমার দুখানি পত্র ক্রমে ক্রমে পাইয়াছি।...এখানকার মা'র পূজার সংবাদ সমস্ত চন্দ্র তোমায় লিখিয়াছে; সেইজন্য আমি আর লিখিলাম না। নেপাল পূজক ছিল; কিন্তু সে রাত্রি ১টা বা দেড়টার সময় বড়ই অক্ষম হইয়া পড়ে, আর বসিতে পারে নাই। পিত্তের জন্য দু-তিন বার বমন হয়; কাজে-কাজেই তাকে বিশ্রাম লইতে হইয়াছিল। আমি উপবাসী ছিলাম; সুতরাং আমি ও প্রকাশ শেষের অংশ অর্থাৎ হোমাদি সব সুসম্পন্ন করিয়াছিলাম। প্রাতে প্রায় ৬টার সময় পূজা সমাপ্ত হইয়াছিল।...

তাই সেবীর রাস্তা অত্যন্ত চড়াই। তোমার যাওয়া উচিত নয়, তবে ডাণ্ডি করিয়া যেতে পার। ক্লান্তি খুব হবে।

দুর্গাচরণবাবু গত বৈকালে এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি দুঃখের সঙ্গে বলিলেন, "হরি মহারাজ আসিলেন না, আসিলে বড় ভাল হইত।"... তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও প্রণামাদি জানিও এবং শীতে কষ্ট বোধ হইলে ও প্রস্রাব বৃদ্ধি হইলে চলিয়া আসিও। ইতি

দাস—তারক

(৬৯)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম

লাক্সা, বারাণসী

২৯।১১।১৫

প্রিয়—,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম; কিন্তু আমি এখানে আসিবার জন্য ব্যস্ত ছিলাম। ৺শ্যামাপূজার সময় এখানে আসিয়াছি এবং আসা অবধি শরীর ভাল নাই। এই সকল কারণে তোমার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই।

তুমি প্রভুর কৃপায় তাঁহার শরণ লইয়াছ, তুমি যেরূপে ইচ্ছা তাঁহাকে স্মরণ করিবে—যে ভাবেই হউক তাঁহাকে ডাক, তাঁহার

কাছে বালকের ন্যায় প্রার্থনা কর। ভক্তি, বিশ্বাস, প্রীতি, পবিত্রতা সমস্তই তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা করিলেই পাইবে। প্রভুর শরীরধারণ কেবল জীবকে ভক্তি, বিশ্বাস, জ্ঞান দিবার জন্য। তিনি যুগাবতার—এই বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস-ভক্তির জন্য প্রার্থনা করিলেই হৃদয়ে শান্তি ও আশা পাইবে। আমার এই কথা ধারণা করিবে। আমি তাঁহার পদাশ্রিত দাস; আমি তাঁহার ইচ্ছায় তোমায় এইরূপ উপদেশ দিতেছি, এই বিশ্বাস করিবে। প্রভুকে স্মরণ-মনন করা, তাঁহাকে ভালবাসা—এসব প্রাণের জিনিস, ইহাতে কেহই কোনরূপ বাধা দিয়া তোমায় তাঁহার পাদপদ্ম হইতে বঞ্চিত করিতে সক্ষম হইবে না। শ্রীরামকৃষ্ণে শরণ লইলে তাহার পরিত্রাণের ভাবনা নাই—নিশ্চয় জানিবে। গুরুজনদের যথাযথ শ্রদ্ধাভক্তি করিবে। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ— ভক্তদের ভিতর মনোমালিন্য হওয়া ভক্তির লক্ষণ নয়। উহা যাহাতে না হয় তজ্জন্য প্রার্থনা করিবে।

(৭০)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণভরসা

৺বারাণসী

২৭।১২।১৫

প্রিয় হরি মহারাজ,

এবার অনেকদিন তোমায় পত্র লিখি নাই। তোমার সংবাদ অবশ্য প্রকাশের পত্রে মধ্যে মধ্যে পাই। শরীর কেমন আছে? বরফ চিলকাপেটায় পড়েছিল কি? শীত অবশ্য খুব হয়েছে, frost পড়লে অত্যন্ত শীত হয়। গরুর দুধ বন্ধ হয়ে যায় নাই তো—দুধের অভাব হয়েছে কি? কুটীরের কতদূর হল?…

আমি মঠে বোধ হয় জানুয়ারী মাসের প্রথমে যাব। মহারাজ জরুরী চিঠি লিখেছিলেন। আমিও বলেছি, ক্রমে ক্রমে যাচ্ছি। তিনি আলমোড়ায় কুটীরের জন্য মঠে এসে কিছু টাকা যোগাড় করবার চেষ্টা করবেন বলেছিলেন, সে কথাও তাঁকে মনে করে দিয়েছি। গোপাল বাবুর ত্রিশ টাকা এখানে রয়েছে, সুরেন সেন কিছু যোগাড় করেছে, আরো কিছু কচ্ছে; সে টাকাটা পাঠালে একত্রে যা হয় পাঠিয়ে দেব মনে করেছি।

এখানকার খবর—কাল শ্রীশ্রীমার জন্মতিথি; তাই কিছু কিছু আয়োজন আজ হচ্ছে। কেদার কদিন জ্বর-সর্দি হয়ে কষ্ট পেয়েছে; শুকুল মহারাজের হোমিও চিকিৎসা হচ্ছে।…

ধর্মমহামণ্ডলের খুব বার্ষিক উৎসব হচ্ছে, খুব ধুমধাম— বাহ্যাড়ম্বরই সবটা। তুমি আমার ভালবাসা ও প্রণামাদি গ্রহণ কর; ছেলেদের আশীর্বাদ ও ভালবাসা। আশা করি, তারা শারীরিক ভাল আছে। ইতি

দাস—তারক

(৭১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শরণং

রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম
লাক্সা, বেনারস সিটি
১৪।১।১৬

প্রিয় হরি মহারাজ,

তোমার ৮।১ তারিখের পত্র যথাসময়ে পেয়ে সমস্ত অবগত হলাম।...মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ ও আরো কেহ কেহ ঢাকা যাবেন। আমায় তাঁদের সঙ্গে যাবার জন্য এক তার করেছিলেন। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় আমার সেদিন ভয়ানক সর্দি হয় এবং এখনও চলছে; সুতরাং আমিও সেইভাবে তার করে দিয়েছি। তারপর শুনছি তাঁরা প্রথমে কামাখ্যা যাবেন, পরে ঢাকায় আসবেন। এত সর্দির উপর ক্রমাগত রাত্রে ট্রেনে ভ্রমণ করা আমার শরীরের পক্ষে একেবারেই উচিত নয় বলে এখন গেলাম না; তবে শীঘ্রই যাবো এইরূপ তার করে দিয়েছি।

শুকুল মহারাজ কলকাতায় গেছে। মহারাজ ঢাকায় শীঘ্র চলে যাবেন শুনে সেও শীঘ্র চলে গেল।

মধ্যে হরিপ্রসন্ন মহারাজ ৩।৪ দিনের জন্য সেবাশ্রমের কাজের জন্য এসেছিলেন।

আমেরিকার সংবাদে আমার খুব আনন্দ হয়েছে। প্রভুর ইচ্ছায় স্বামীজীর কাজটা বজায় থাকবে বলে মনে হয়। জয় প্রভু, ধন্য তোমার মহিমা! স্বামীজী ঐ সব কাজের জন্য প্রাণপাত করে গেছেন; তুমিও যথেষ্ট প্রাণের শক্তি সেখানে দিয়ে এসেছ; সুতরাং প্রভুর এরূপ কাজ কি কখন নষ্ট হয়? সারদা বেচারাও ঐ কাজ করতে করতে প্রাণ দিয়ে গেল, আরও সেখানকার কত ভক্ত, গুরুদাস প্রভৃতি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে। যা হোক, প্রভু দয়া করে কাজটা রক্ষা কল্লেন এবং প্রকাশানন্দও উপযুক্ত পাত্র, তার হাতে কাজটা ন্যস্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত হয়েছে।··

ডাঃ জে, সি, বসু লাক্ষ্নৌ সায়েন্স কংগ্রেসে বক্তৃতা দিতে গেলেন, সঙ্গে বশী আছে। এখানে কিরণ বাবুর বাড়িতে তাদের দু-এক দিন থাকবার কথা ছিল। সমস্ত যোগাড়ও করা ছিল; কিন্তু তাঁরা বড় তাড়াতাড়ি বলে নামলেন না।···

তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও প্রণাম লও এবং কানাই ও নী— প্রভৃতি ও রাম, কৃ— সকলকে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ দিও। ইতি

দাস—তারক

(৭২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

মঠ
বেলুড়
৭।৩।১৬

প্রিয় হরি মহারাজ,

গতকল্য প্রাতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। মিহিজামে ভূষণের ওখানে এক বেলা থাকিয়া তাহার সঙ্গে এখানে আসিয়াছি। ভূ— বা না— কেহই সেখানে যাইতে পারে নাই।

তিথিপূজা প্রাতঃকালেই আরম্ভ হইয়াছিল। শরৎ মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। অতুল (লক্ষ্মণ) পূজক ও নির্মল তন্ত্রধারক। এক হাজারের উপর ভক্তেরা প্রসাদ পাইয়াছিলেন। মহারাজ, বাবুরাম প্রভৃতি সকলে পূর্ববঙ্গে খুব আনন্দ করিয়া আসিয়াছেন। এখানে মহারাজের পেট ভাল যাইতেছে না। মা-গঙ্গার জলও দেখিতেছি নোনা হইতে আরম্ভ হইয়াছে; জানি না প্রভুর ইচ্ছায় এখানে কতদিন থাকিতে পারিব। গঙ্গাধর মহারাজ এখানে গতকল্য আসিয়াছে; তাহার শরীর বড়ই খারাপ হইয়াছে। কলিকাতায় থাকিয়া বিপিন ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে আছে; অনেকটা ভাল হইয়াছে।

কুটীরায় জিনিসগুলি পৌঁছাইল কি? টাকাকড়ি কিছু আসিতেছে কি? তোমার শরীর কেমন আছে? শীত অবশ্য কমিয়া গিয়া থাকিবে। এখানে যে বসন্তঋতু বিরাজমান!

রাম ভাল আছে শুনিয়া মহারাজ খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তুমি আমার ভালবাসা ও প্রণামাদি জানিবে। সী—, রাম, কৃ—কে আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা দিও। ইতি

দাস—তারক

(৭৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

রামকৃষ্ণ মঠ
পোঃ বেলুড়
হাওড়া
২০।৪।১৯১৩

প্রিয় হরি মহারাজ,

তোমার ১৫।৪ তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। তোমার শরীর এখন যে একটু ভাল আছে ইহাতে বড়ই আনন্দ হইয়াছে। পর্বতের অবস্থা শুনিয়া মনে বড়ই কষ্ট হইল; এখন পর্যন্ত বৃষ্টি হইল না এবং হইবার লক্ষণও কিছু নাই লিখিয়াছ; মনে হয় যে দৈববিড়ম্বনা। শীঘ্র বৃষ্টি হউক, ইহা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিতেছি।...

অতুল এখন অনায়াসে চিলকাপেটাতে আসিয়া থাকিতে পারে। বেশী গরম বোধ হয় তো তুমি কিছুদিনের জন্য মায়াবতী বেড়াইয়া আসিতে পার ; তাহারা সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে রাজী হইয়াছে। আজ আলমোড়া কুটীরের জন্য ২০৲ টাকা নারায়ণকে পাঠাইয়া দিয়াছি । পাল ফ্রেণ্ডস্-এর দেনাটা আমি বোধ হয় এদিক হইতেই ক্রমে ক্রমে দিতে পারিব, এরূপ আশা হয়।

বাবুরাম মহারাজকে আলমোড়া যাইবার কথা বলিয়াছি। তিনি বলেন—"এই দারুণ গরমের ভিতর দিয়া—বিশেষ আউধ রেলওয়েটা—আমি অতিক্রম করিতে পারিব না। যতবার গিয়াছি ততবার আমার জ্বর হইয়াছে।" তাঁহাকে এবং আমাকে শিলং যাইবার জন্য প্রসন্ন বাবু প্রভৃতি বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। কি হয় এখনও ঠিক হয় নাই ; সুতরাং আলমোড়া যে কবে যাইতে পারিব ঠিক বলিতে পারিতেছি না। টাকাও কিছু যোগাড় করিতে হইবে। যেমন প্রভুর ইচ্ছা হয় লিখিব।

কুটীরের নীচের ধারায় কি জল নাই ? অবশ্য ধারায় যাইবার-আসিবার রাস্তা আগে হওয়া দরকার। বাস্তবিক একটা হোমাদি না হইলে সে বাড়িতে কাহারও থাকা উচিত নয়।...

পর্বতের কল্যাণের জন্য আমি প্রাণ ভরিয়া প্রভুর চরণে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলাম। অবশ্য আমি যাইব, তবে কিছু বিলম্ব হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে।

তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও প্রণামাদি জানিও।

অতুল, কৃ— ও সা-জীদের সকলকে আশীর্বাদ দিও। মধ্যে কালীঘাট গিয়াছিলাম। মার দর্শন করিয়া আসিয়াছি। একদিন দক্ষিণেশ্বরেও গিয়াছিলাম। ইতি

দাস—তারক

(৭৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

রামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড়, হাওড়া

১৫।৫।১৯১৬

প্রিয় হরি মহারাজ,

তোমার ১০।৫ তারিখের বিস্তারিত পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। তোমার পত্রের জন্য আমিও খুব ব্যস্ত হইয়াছিলাম। প্রভুর ইচ্ছায় ও-অঞ্চলে সুন্দর বৃষ্টি হইয়াছে জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। দয়াল প্রভু না হইলে সৃষ্টিরক্ষা হইবে কিসে?

শিলং এখনও যাওয়া হয় নাই। তাহারা (সেখানকার ভক্তেরা) ১৫ দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন; অবশ্য পাথেয় পূর্বেই পাঠাইয়া দিয়াছেন। কতকগুলি কারণে আমার এখনও সেখানে যাইতে খুব ইচ্ছা হয় নাই। তবে একটা আকর্ষণ খুব জোরের আছে—৺কামাখ্যাদেবীর দর্শন। ঐ কথাটা মনে হইলে

অন্ত সকল অসুবিধা সহ্য করিতে কষ্টবোধ হয় না। দেখা যাক, প্রভুর যেমন ইচ্ছা।... এখানে এখন খুব ভক্তসমাগম হইতেছে, দেখিলে আনন্দ হয়। তুমিও যদি দেখ তো খুব আনন্দিত হইবে। প্রভুর ও স্বামীজীর ভাব এখন বহু বহু লোক নিতেছে এবং নিতে প্রস্তুত। দেখিলে বাস্তবিক আনন্দ ও আশা হয়। আমার ও আমাদের সকলের ইচ্ছা—তুমি একবার এখানে আসিয়া কিছুদিন থাক; অবশ্য শীতের পূর্বে তোমার আসা অসম্ভব।— কিছুকাল মঠে মহারাজের সঙ্গে থাকে তো তাহার পরম কল্যাণ হইবে বলিয়া আমার মনে হয়। মঠে থাকিলে তাহার মনের মলিনতা অনেক দূর হইয়া যাইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। প্রভুর যা ইচ্ছা; তিনি তাহার পরম কল্যাণ করুন, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

আমার শিলং যাওয়া যদি না হয় তবে প্রভুর ইচ্ছা হয় তো আলমোড়া যাইব। তুমি আন্তরিক ভালবাসা ও প্রণামাদি জানিও। রাম ও স্কু—কে দিও।... ইতি

দাস—তারক

(৭৫)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

রামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
২৫।৫।১৯১৬

প্রিয় হরি মহারাজ,

তোমার ২০।৫ তারিখের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। প্রভুর কৃপায় বোধ হয় গত সোমবার কুটীরায় হোমাদি হইয়া গিয়াছে এবং তথায় থাকা চলিবে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছে। যাহা হউক, শ্রীশ্রীঠাকুরের একটু স্থান আলমোড়ায় হইল এবং তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে লইয়া আশ্রমে বাস করিবেন, ইহা পরমানন্দের বিষয়। ওরূপ স্থানে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, সাধন-ভজন খুব ভাল হয়। মহারাজ তোমার পত্র শুনিয়া খুব খুশী।··· কানাই তোমার কাছে পৌছিয়াছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। কৃ— কৈলাস, মানসসরোবর ইত্যাদি কঠিন তীর্থে ঐরূপ দুর্বল শরীরে যায়, এখানে মহারাজ ও বাবুরাম কাহারও তাহাতে সম্মতি নাই। বাবুরাম মহারাজ তাহার পত্র পাইয়াই মহারাজকে বলেন; তিনি শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন যে, মহাপুরুষের সঙ্গ কত ভাগ্যে লাভ হয়, তাহা তাহার অনায়াসে হইয়াছে; তারপর অতুলের সেবাদিও যেরূপ আবশ্যক হয় করিতেছে; সেও সাধুপুরুষ। এসব ছাড়িয়া ঐ অতিশয় দুর্গম

পথে গিয়া কোনই বিশেষ ফল হইবে না। লাভের মধ্যে শরীরটা অত্যন্ত অসুস্থ করিয়া লইয়া আসিবে। আমারও অনেকটা ঐ মত।

শিলং যাইবার এখনও কিছু হয় নাই; গ্রীষ্মও দারুণ, তাহাও এখানে কাটিয়া গেল। বর্ষায় শিলং অতি খারাপ; আমি মনে করিতেছি, জুন-এ আলমোড়ায় যাইব। একটু বৃষ্টি প্রভুর কৃপায় হইয়া গেলে বড় ভাল হয়। এদিকেও অনাবৃষ্টি, দেশের অবস্থা ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইতেছে। বাঁকুড়ায় তো কথাই নেই—আবার কুমিল্লায় দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে; দুজন কর্মী সেখানে মহেশ বাবু চাহিয়া লইয়াছেন। তাহারা সেখানে কাজ করিতেছে। প্রভুর ইচ্ছায় বাঁকুড়া-দুর্ভিক্ষের জন্য যথেষ্ট টাকা আসিতেছে; তাহারা একটা খাল ১ মাইল লম্বা ২৫ ফুট চওড়া কাটাইয়া দিতেছে এবং পুষ্করিণী ও কূপ অনেকগুলি কাটাইয়াছে এবং আরও কাটাইতেছে। ... মা'র কি যে ইচ্ছা তিনিই জানেন; দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয়।

তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও প্রণামাদি জানিও।... এখানকার সব একপ্রকার কুশল। অনেক ছেলের ইচ্ছা তোমায় দেখে এবং একত্রে বাস করে অন্ততঃ কিছুকাল। কতগুলি ভাল ছেলে আসিয়াছে। ইতি দাস—তারক

পুঃ— শরৎ মহারাজ ৺কাশী প্রয়াগ শ্রীবৃন্দাবন হইয়া গতকল্য কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। আজ মঠে আসিলেন; তিনি ভাল আছেন।...

(৭৬)

শরণম্

বেলুড় মঠ, হাওড়া*
১৮।৬।১৬

প্রিয় হরি মহারাজ,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। সেই দিনই বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছি। তাঁহার মাতাঠাকুরানীর মুমূর্ষু-অবস্থা; এ-যাত্রায় বোধ হয় আর রক্ষা পাইবেন না। পড়িয়া গিয়া—তাহার উপর খুব রক্তামাশায়—শয্যাগত হইয়া আছেন; এমন কি, পাশ ফিরিবারও শক্তি নাই—প্রায় অভিভূত ভাবে আছেন। জ্বর-অবস্থায় প্রায় বাহ্যিক হুঁশ থাকে না। অন্য সময় বেশ হুঁশ থাকে। মহারাজকে একবার দেখিবার জন্য বুড়ী বড়ই উৎসুক হইয়াছেন; তাই বাবুরাম মহারাজ আজ সকালে তাঁহাকে আনিবার জন্য মঠে গিয়াছেন।

আমি আলমোড়া যাইবার প্রায় ঠিক করিয়াছিলাম। ইতোমধ্যে তুলসী মহারাজ মহারাজকে বাংলোরে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। মহারাজ রাজী হইলেন ও বলিলেন যে, যদি

---

* ঘটনা ও পরিবেশ হইতে মনে হয়, এই চিঠিখানি বলরাম মন্দির হইতে লেখা। বোধ হয় বেলুড় মঠের ছাপান প্যাড-এ লিখিয়াছিলেন।

আমি যাই তবে তিনি যাইবেন—নচেৎ নয়। সুতরাং তুলসীও আমাকে খুব জোর করিয়া ধরে; আমিও কাজেকাজেই রাজী হইলাম। বোধ হয় ২।৩ মাসের জন্য বাংলোরে যাইতে হইবে।

আমি আলমোড়া কুটীরের জন্য কিছু টাকা-সংগ্রহের চেষ্টায় আছি। এখন দেখিতেছি সেখানে টাকার খুব দরকার। আমি এদিকে থাকিলে বোধ হয় প্রভুর ইচ্ছায় কিছু যোগাড় করিতে পারিব। তুমিও ওদিক হইতে একটু-আধটু চেষ্টা কর। পায়খানাটা বিশেষ দরকার। আমি কিছু টাকা শীঘ্র পাঠাইতেছি। পায়খানা না হওয়ায় তোমাদের বিশেষ কষ্ট হইতেছে, আমি বুঝিতে পারিতেছি। অন্ততঃ তিনখানা খাটিয়ার ফ্রেম তৈয়ার করাইতে পারিলে ভাল হয় এবং কানাইকে বলিবে মথুরার অবিনাশ ডাক্তার বাবুকে অন্ততঃ বার সের নেয়ারের জন্য যেন লিখে। তিনি উহা রেলওয়ে পার্শেলে আলমোড়ায় যেন পাঠাইয়া দেন; দাম যাহা হইবে আমি পাঠাইয়া দিব; খাটিয়ার ফ্রেমেরও যাহা খরচ হয় তাহাও আমি পাঠাইয়া দিব।

আগামী শুক্রবার বাংলোর যাইবার জন্য দিন স্থির হইয়াছে, এখন প্রভুর ইচ্ছা।··· তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও প্রণামাদি গ্রহণ করিও। কানাই, স্থ— ও রামকে আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা দিও। রামকৃষ্ণও তোমায় প্রণাম জানাইতেছে। ইতি

দাস—তারক

(৭৭)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

'বলেন ভিলা'
দার্জিলিং, বেঙ্গল
১৫।৭।১৬

প্রিয় হরি মহারাজ,

৬।৭ দিনের জন্য একবার এখানে আসিতে হইয়াছে। গত বুধবার মঠ ছাড়িয়া বৃহস্পতিবার ১৩ই এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আবার আগামী বুধবার এখান হইতে রওনা হইব, বৃহস্পতিবার কলিকাতায় পৌঁছিব। শুক্রবার ২১শে জুলাই বাংলোর যাত্রা করিবার দিন স্থির আছে।

এখানে বাড়িশুদ্ধ প্রায় সকলেই পীড়িত। অতি কাতরভাবে আমাকে ও মহারাজকে একবার অন্ততঃ এক সপ্তাহের জন্য আসিতে লেখেন এবং স্বিজ শ্রীশ্রীমার নিকট বাগবাজারে আসিয়াও ঐরূপ প্রার্থনা করে। আমিও সেইদিন শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসি; তিনিও আমাকে একবার এখানে অন্ততঃ ৬।৭ দিনের জন্য আসিতে বলেন। আর এক বিষয়—বলেনের মা মহারাজকে লেখেন যে, এখানে একটু স্থান যোগাড় হইতে পারে এবং মিশনের কোনরূপ সেবার কার্য একটু এখানে আরম্ভ হয়, ইহাও তাঁহাদের অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে। সে স্থানটি তিনি আমায় আজকালের মধ্যে

দেখাইবেন—অবশ্য অনেক নীচের দিকে। আমার এখানে আসার সেও একটা কারণ।...

তুমি আমার পত্র বোধ হয় পাইয়াছ এবং লিখিয়াছ; আমি মঠে যাইয়া তাহা পাইব। এখানে সমস্ত দিনই প্রায় মেঘ, অন্ধকার—মাঝে মাঝে বৃষ্টিও হইতেছে। কুয়াসা সমস্ত দিনই লাগিয়া আছে। এক একবার সূর্যদেব ক্ষণিক দেখা দেন।

তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও প্রণামাদি গ্রহণ করিও। ইতি

দাস—শিবানন্দ

(৭৮)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণভরসা

'বলেন ভিলা'

দার্জিলিং

২৫।৭।১৬

প্রিয় হরি মহারাজ,

"Man proposeth God disposeth" (মানুষ ভাবে এক—ভগবান করেন অন্যরূপ)। গত বুধবার এখান হইতে রওনা হইয়া বৃহস্পতিবার মঠে পৌছিব এবং শুক্রবার মহারাজের সঙ্গে বাংলোর যাত্রা করিব এইরূপ স্থির ছিল,—বোধ হয় তোমাকে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু বুধবার ভয়ানক বৃষ্টি হইয়া দার্জিলিং-হিমালয়ান রেল-লাইন-এ

ভীষণ breach (ভাঙ্গন) হয়। বহু কষ্টে ডাকহরকরা ডাকের থলে লইয়া আসে; তারপর যাত্রীরা মহাকষ্টে পারাপার হইয়া আসিয়া পৌঁছায়। তারপর শুক্রবার through communication (সোজা-যাতায়াত) আরম্ভ হয়। সেই দিন মহারাজ প্রভৃতি কে কে জানি না মান্দ্রাজে রওনা হন। সুতরাং প্রভুর ইচ্ছায় আমার তাঁহাদের সঙ্গে যাওয়া ঘটিল না; পরে তাঁহার ইচ্ছা যাহা হয় হইবে। শীঘ্র মঠে ফিরিব।

তোমার পত্রে আমি এখানে সমস্ত অবগত হইয়াছি। তোমার শরীরটা মধ্যে আবার খারাপ হইয়াছিল শুনিয়া কষ্ট হইল; কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় তত বেশী হয় নাই, ইহা তাঁহার কৃপা।

আশ্রমের প্রাচীর হইয়া যাইবেই প্রভুর ইচ্ছায় এবং ধীরে ধীরে যাহা যাহা দরকার সবই হইয়া যাইবে। আমি কলিকাতায় গিয়া তারের জাল পাঠাইবার চেষ্টা করিব।...

তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও প্রণামাদি গ্রহণ করিও এবং ছেলেদের সকলকে আশীর্বাদ ও ভালবাসা দিও। ইতি

দাস—শিবানন্দ

(৭৯)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড়
জিলা হাওড়া—২৬।৮।১৯১৬

প্রিয় মহারাজ,

তোমার সুদীর্ঘ পত্র পাইয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। মহেন্দ্র বাবুর দেহত্যাগের পর প্রায় ৮ বৎসরের উপর হইল দার্জিলিং-এ তাঁহাদের বহুবার অনুরোধ সত্ত্বেও যাওয়া হয় নাই। এবার একবার যাইয়া বড়ই উত্তম হইয়াছে; তাঁহারা খুব কৃতজ্ঞ এবং আমারও খুব আনন্দ হইয়াছিল। — মা'য়ের খুব বলবতী ইচ্ছা হইয়াছে যে, স্বামীজীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ দার্জিলিং-এ কিছু হয়। একটি স্থান তিনি আমাকে দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু উহা শহর হইতে দুই মাইল নীচে; নামিতে ও উঠিতে অত্যন্ত কষ্ট। আমি একবার যাইয়া ও আসিয়া বিশেষ ক্লান্তি বোধ করিয়াছিলাম। স্থানটি খুব নির্জন; তবে শ্মশানের নিকট, অবশ্য খুব নিকটে নয়। দুই-এক জন মারোয়াড়ী ধনী এ-কার্যে সাহায্য করিতে রাজী আছে। তাহারা এখন দার্জিলিং-এ উপস্থিত নাই, কলিকাতায় আছে; ফিরিয়া যাইলে তবে কথাবার্তা হইবে। সেখানে প্রায় একমাস ছিলাম; কিন্তু একদিনের জন্যও শরীর ভাল ছিল না, পেটে ব্যথা সর্বদাই প্রায় করিত; তার উপর নিউরেলজিয়ায় বড়ই কষ্ট পাইতাম।...

এখানে ৺জন্মাষ্টমীর দিন বাবুরাম মহারাজের আদেশে ডিস্পেন্সারি-ঘরের গৃহপ্রবেশ হইয়া গিয়াছে। পূজা হোম, কিছু শ্রীমদ্ভাগবত ও কিছু গীতাদি পাঠ হইয়াছিল। পরে বৈকালে [illegible] শিশি-বোতল আনিয়া ঘরে রাখা হয়; পরদিন হইতে সেই ঘর হইতে ঔষধবিতরণ আরম্ভ হইয়াছে। যতীন খুব খুশী। অবশ্য ঘর এখন ভালরকম শুরু হয় নাই; তবে কাজ চলিয়া যাইতেছে; রোগীর সংখ্যাও দিন দিন খুব বাড়িতেছে,—রোজ প্রায় ৬৭।৬৮ জন। রোগীদের বসিবার ও দাঁড়াইবার সুবিধা হইয়াছে।

মাদ্রাজ আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন হইয়াছে এবং একজন সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার কার্যে সাহায্য করিতেছেন জানিয়া খুব আনন্দ হইল এবং এখানকার প্ল্যান তিনি খুব পছন্দ করিয়াছেন শুনিয়া আরো সুখী হইলাম। প্রভুর ইচ্ছায় এখন ধীরে ধীরে কার্যটা সুসম্পন্ন হইয়া গেলেই সকলের আনন্দ; অবশ্য ব্যয় অনেক হইবে, তার সন্দেহ নাই। বিশেষ ভিত্তি স্থানে স্থানে খুব গভীর করিতে হইতেছে, উহাতে নিশ্চয় ব্যয় অধিক হইবে। যাহা হউক, যখন আরম্ভ হইয়াছে তখন প্রভুর ইচ্ছায় উহা সম্পূর্ণ হইয়াই যাইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ব্যাঙ্গালোরে তোমরা সকলে ভাল আছ জানিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। — মহারাজ ভক্তিমান, তোমার সেবা করিতে তাঁহার খুব প্রবল বাসনা। তোমরা যেখানেই থাক প্রভু তোমাদের সুখেই রাখিবেন। — মহারাজ ওখানে থাকাতে লোকের

ভিতর যে ভাল impression (ধারণা) হইতেছে, ইহা অতি সুখের সংবাদ।… প্রভু ভক্তদের রক্ষা করেন, ভ্রমবশতঃ বিপথে যাইয়া পড়িলেও তিনি কৃপা করিয়া পিতার ন্যায় আবার ঠিক পথে তুলিয়া দেন; তাহা না হইলে ভক্তের আর উপায় কি?

ব্যাঙ্গালোরে শাকসব্জী ইত্যাদি অতি সুস্বাদু ও সুলভ এবং উত্তম দুগ্ধ পাইতেছ জানিয়া আনন্দ হইল। প্রভু তোমাদের খুব আনন্দ ও সুখে রাখুন, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। ভক্তিমতী তরকারিওয়ালীর কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। প্রভুর ভক্ত সব স্থানেই আছে, দেশকালভেদ তাঁহার কাছে নাই।

এখানে খুব বর্ষা হইতেছে। আকাশ প্রায়দিন মেঘাচ্ছন্ন। তবে বৃষ্টির সেরূপ জোর নাই। পুকুরের জল বেশী বাড়ে নাই।… আর আর সংবাদ এখানকার একরূপ প্রভুর ইচ্ছায় কুশল। তুলসী মহারাজ একটু ভাল আছেন।… সূর্য, শ্যামাচরণ, সনৎ ও বরদা চারিজনে ৺কাশী গিয়াছে। আর আর সংবাদ বাবুরাম মহারাজ তোমায় লিখিবেন।

আমার আন্তরিক ভালবাসা ও প্রণামাদি তুমি গ্রহণ করিও এবং ছেলেদের সকলকে আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা দিও। নারায়ণ আয়েঙ্গারকে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ দিতে ভুলিও না, —কেও দিও। ইতি

তোমাদেরই

শিবানন্দ

(৮০)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

মঠ
বেলুড় পোঃ, হাওড়া, বেঙ্গল
৯।১০।১৬

প্রিয় হরি মহারাজ,

আমার ও বাবুরাম মহারাজের ও মঠস্থ সকলের ৺বিজয়ার নমস্কার আলিঙ্গনাদি জানিবে। বাবুরাম মহারাজের পত্রে এখানকার পূজার বিস্তারিত সংবাদ সমস্তই জ্ঞাত হইয়া থাকিবে। আমি মঠে প্রতিমায় ৺মহামায়ার আরাধনা কখন দেখি নাই। অবশ্য আরো দুইবার হইয়াছিল। এবার আবার শ্রীশ্রীমা উপস্থিত থাকায় পূজা যেন সব প্রত্যক্ষরূপে হইল—অনুমানের আর প্রয়োজন ছিল না। প্রতিমাখানি অতি সুশ্রী ও সুগঠিত হইয়াছিল। পূজারী ও তন্ত্রধারক দুইটি ব্রহ্মচারী। যুবক তন্ত্রধারকটি সুপণ্ডিত এবং গ্র্যাজুয়েট। পূর্বে কোন সরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেড্‌মাস্টার ছিল। এখন শ্রীশ্রীমার কৃপালাভ করিয়া সংসারত্যাগী হইয়া মঠে আছে। পুরোহিত যুবকটি তাহাদের নিজের বাটীতে কয়বার দুর্গাপূজা করিয়াছিল, সুতরাং তাহার অনেক বিষয় জানা আছে। অতি সুন্দর পূজা করিয়াছে। ছেলেগুলি ভূতের মত পরিশ্রম করিয়াছে; তাহাদের চেষ্টাতেই

পূজা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। যদিও তিন দিন অনবরত বৃষ্টি ঝড়, তথাপি মার কৃপায় কোন কার্যে বিঘ্ন হয় নাই। এমন কি, ভক্তেরা যে সময় প্রসাদ পাইতে বসিয়াছে ঠিক সেই সময় বৃষ্টি খানিকক্ষণের জন্ম ধরিয়া যাইত। সকলে দেখিয়া আশ্চর্য! পরে যোগেন-মার কাছে শোনা গেল যে, যখনই ভক্তেরা প্রসাদ পাইতে বসিত এবং বৃষ্টি এই এল এল— অমনি শ্রীশ্রীমা দুর্গানাম জপ করিতে বসিতেন আর বলিতেন— "তাই তো, এত লোক কি করিয়া এই বৃষ্টিতে বসিয়া খাইবে? পাতাটাতা সব যে ভাসিয়া যাইবে! মা, রক্ষা কর।" মাও সত্যসত্যই রক্ষা করিতেন; তিন দিনই ঐ রকম। তিন দিনে প্রায় ৪ হাজার লোক প্রসাদ পাইয়াছে (দুবেলা ধরিয়া)।

বিজয়ার দিন মা ও তাঁহার সঙ্গিনীরা আসিয়া বরণাদি সব করিলেন। তারপর ছেলেরাই সব প্রতিমা লইয়া দুখানা নৌকা জুড়িয়া তাহার উপর বসাইয়া একবার উত্তরদিকে দাঁ-দের ঠাকুর-বাড়ি পর্যন্ত ও তারপর ফিরিয়া দক্ষিণে লালা বাবুদের সায়ের পর্যন্ত, তারপর আবার ফিরিয়া আসিয়া মঠের ঘাটে প্রতিমা জলমগ্ন করিল।

আজ বাবুরাম মহারাজের নিকট তোমার পত্র শুনিলাম এবং পূজার তোমাদের ওখানে যাহা যাহা হইয়াছিল সব অবগত হইলাম।

ভূষণের পত্রে ডিমেলোর খবর সব শুনিলাম; অবশ্য সবই প্রভুর ইচ্ছা। তিনি তাহার মঙ্গল করুণ ইহাই আমাদের ঐকান্তিক

প্রার্থনা। ... শ্‌— সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে; রাম ও কানাই বেশ ভাল আছে জানিয়া সুখী হইলাম। আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা তাহাদের দিও। মোহনলাল গোবিন্দলাল গাংগি লচ্ছিরাম ও গোপালুকেও দিও।

এখন হইতে আলমোড়ার জলবায়ু বেশ ভাল হইতে চলিল। তোমার শরীরও প্রভুর ইচ্ছায় এখন অনেকটা ভাল হইতে থাকিবে। তুমি পুনরায় আমার আন্তরিক ভালবাসা ও প্রণামাদি গ্রহণ করিও এবং সব খবর লিখিও। ইতি

দাস—শিবানন্দ

(৮১)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

মঠ
বেলুড়, হাওড়া
১৪।১০।১৬

প্রিয় হরি মহারাজ,

গত পত্রে লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি—মিহিজাম থাকিবার সময় ভুবনের কাছে একটা binacular (দুরবীন) দিয়াছিলাম তোমার নিকট পাঠাইবার জন্ত। সেটা পাইয়াছ কি? জিনিসটা খুব ভাল। আমায় একজন দিয়াছিল। আমি ভাবিলাম, পাহাড়ে তোমার মাঝে মাঝে দূরের দৃশ্য দেখিতে বেশ হবে।

৺পূজার পর দিন হইতেই বাবুরাম মহারাজের সর্দি ও অর অল্প জ্বর চলিতেছিল। অন্নাহারও বন্ধ ছিল; কাল হইতে আবার রক্ত-আমাশায় হইয়াছে—খুব কাহিল। হোমিও চিকিৎসা হইতেছে। কৃষ্ণলালেরও খুব জ্বর, কলিকাতায় গিয়া একটু ভাল আছে। পূজার সময় অত্যন্ত পরিশ্রম, জলে ভিজা, পিত্ত পড়া—এই সকল কারণেই সব হইয়াছে। তোমার শরীর কেমন? আমি এক রকম আছি; তত ভাল নয়। এ সময়টা এখানকার স্বাস্থ্য তত ভাল নয়।

তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও নমস্কারাদি জানিবে; অতুল ও স্বু—কে আশীর্বাদ ও ভালবাসা। অতুলের দাদা কি এবার ওখানে গিয়াছেন? ইতি

দাস—শিবানন্দ

(৮২)

শরণং

মঠ

২২।১০।১৬

প্রিয় হরি মহারাজ,

তোমার ১৮।১০ তারিখের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। প্রভুর কৃপায় বাবুরাম মহারাজ অনেক ভাল বোধ করিতেছেন। গতকল্য পুরাতন চালের ভাত, থুনকুড়ির ঝোল, ছাগলের দুধ দিয়া অন্নপথ্য করিয়াছেন। আজও সেই রকম

হইবে। এতদিনের পরে আজ নীচে নামিয়াছেন; প্রভুর কৃপায় ভাল হইয়া গেলেন। কৃষ্ণলাল কলিকাতায় ভাল আছে।

এখন বাস্তবিক আলমোড়ার স্বাস্থ্য খুব ভাল হইতে চলিল। তোমার শরীর নিশ্চয় এখন ভাল হইবে। লাটু মহারাজ তোমায় ভালবাসে, সেইজন্যই অত করিয়া বারংবার তোমায় আসিতে লিখিতেছে। কিন্তু এখন তুমি নামিও না; যখন খুব শীত পড়িবে অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষে বা জানুয়ারীর প্রথমে নামিলে ভাল হয়। এদিকে তোমায় একবার দেখিবার জন্য আমরা সকলেই উৎসুক আছি, বিশেষ নূতন ছেলে কতকগুলি খুব আগ্রহ প্রকাশ করে। বেশ ভাল ছেলে সব; তুমিও তাহাদের দেখিলে খুশী হইবে। তারপর আবার গ্রীষ্ম পড়িলে একত্রে আলমোড়া যাইব, এইরূপ মনে হয়।...

তোমার শরীর কেমন আছে লিখ নাই; এবার লিখিও। আমি ভালয়-মন্দয় এক রকম আছি। তুমি আমার ও বাবুরাম মহারাজের বহু বহু নমস্কার ও ভালবাসা জানিবে। ছেলেরা সব তোমাকে প্রণাম জানাইতেছে। এতদিন পরে বর্ষা নামিল বলিয়া মনে হইতেছে। খবরের কাগজ ঠিক ঠিক পাও তো? ইতি

দাস—শিবানন্দ

(৮৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

মঠ
৩।১১।১৬

প্রিয় হরি মহারাজ,

তোমার ২ খানি পত্র পাইয়াছি। অত কষ্ট করিয়া হিসাব পাঠাইবার কোন আবশ্যক ছিল না।... ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে তোমার শরীর যে কিছু ভাল বোধ হইতেছে ইহাতে আমার খুব আনন্দ হইয়াছে; এখন প্রায় ২ মাস ওখানে খুব ভাল সময়, তাহার সন্দেহ নাই।

৺বারাণসী সেবাশ্রমের পাঁচটি নূতন ওয়ার্ড খোলা হইবে। তাহার গৃহপ্রবেশের পূজা-হোমাদি হইবে। সেজন্য চারু বাবু বাবুরাম মহারাজ ও আমাকে বিশেষ করিয়া যাইতে বলিয়াছেন এবং পাথেয়ও পাঠাইয়াছেন। আগামী কল্য শনিবার আমরা—যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়—বোম্বাই মেলে যাত্রা করিব। ৭ই নভেম্বর পূজাদি হইবে এবং ১০ই কালেক্টর সাহেব আসিয়া সাধারণকে সেটা জানাইবেন; সেদিন সেবাশ্রমের বার্ষিক সভার অধিবেশনও হইবে। ৺কাশী যাইয়া পুনরায় তোমায় পত্র লিখব। আমার আন্তরিক ভালবাসা ও প্রণামাদি তুমি গ্রহণ কর এবং ছেলেদের সকলকে আশীর্বাদ ও ভালবাসা দিও।... ইতি

দাস—শিবানন্দ

পুঃ— পণ্ডিত প্রমথ তর্কভূষণের দ্বারা সুধীর একজন পণ্ডিত যোগাড় করিয়াছে। তিনি শীঘ্রই মঠে আসিয়া থাকিবেন এবং নিয়মিতরূপে সংস্কৃত শিক্ষা দিবেন। ১০।১১ জন মঠের ছেলে পড়িবার জন্য প্রস্তুত। যদুপতি মাসে মাসে কুড়ি টাকা করিয়া দিতে রাজী হইয়াছে; মঠ হইতে মহারাজ ৫৲ টাকা করিয়া দিতে বলিয়াছেন। পণ্ডিত মাসে ২৫৲ টাকা বেতন পাইবেন এবং মঠে খাইবেন ও থাকিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। তুমি শীতকালে একবার আসিলে খুব ভাল হয়। স্বামীজীর জন্মতিথি ১৫ই জানুয়ারী; তুমি জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে এখানে পৌঁছিলে ঠিক হয়। এখন প্রভুর ইচ্ছা যেরূপ হয়।

(৮৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম
লাক্সা, বেনারস সিটি
উত্তরপ্রদেশ
৭।১১।১৬

প্রিয় হরি মহারাজ,

এইমাত্র তোমার পত্র পাইলাম আমরা গত সোমবার ৬।১১।১৬ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি মধ্যে মিহিজামে একদিন বিশ্রাম করিয়াছিলাম। মঙ্গলবার ৭।১১।১৬ তারিখে সেবাশ্রমের

নূতন জমীর উপর যে পাঁচটি ward নির্মিত হইয়াছে, যাহার ভিত্তি কেদারবাবুর অনুরোধে তুমি ও আমি প্রথমে স্থাপন করিয়াছিলাম, তাহারই গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে যাগযজ্ঞাদি সব হইয়া গেল। প্রকাশই খুব পরিশ্রম করিয়া, অবশ্য নেপাল সহকারী থাকিয়া, দুই দিনে সমস্ত কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিয়াছে। সমস্ত কার্যই শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী হইয়াছে। প্রকাশ সমস্ত খবর বিশদ করিয়া তোমায় লিখিতেছে।···

আমারও খুব ইচ্ছা হয় যে, তুমি এখানে আস এবং আবার সকলে একত্রে কিছুদিন থাকা যায়; কিন্তু তোমার শরীরের দিক দেখিলে এখনই তোমায় নামিতে বলিতে ইচ্ছা হয় না।···

তুমি আমার ও বাবুরাম মহারাজের আন্তরিক ভালবাসা ও নমস্কারাদি গ্রহণ করিও এবং অতুল ও স্ব—কে আশীর্বাদ ও ভালবাসা দিও। সাত্তীকেও দিও। এখানকার একপ্রকার সব কুশল। ইতি

দাস—শিবানন্দ

(৮৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম
লাক্সা, বারাণসী
২০।১১।১৬

পরমকল্যাণীয় শ্রীমান—,

তোমার পত্র এখানে পাইলাম। আমি কিছুদিনের জন্য এখানে আসিয়াছি। আবার অল্পদিনের মধ্যে মঠে ফিরিয়া যাইব। উপদেশ এই একমাত্র জানিবে যে, যুগাবতার, পরমদয়াল, পতিতপাবন, ভক্তবৎসল, দীনের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় লইয়াছ, আর কোন চিন্তা নাই। তাঁহার কাছে কেবল প্রার্থনা করিবে, এই বলিবে, "প্রভু, তুমি জীবের উদ্ধারের জন্য মানব-শরীর ধরিয়াছ; আমি জ্ঞানহীন, বুদ্ধিহীন, ভক্তিহীন, বিশ্বাসহীন; আমাকে দয়া কর।" কাঁদিয়া কাঁদিয়া এইরূপ বালকের ন্যায় প্রার্থনা করিবে। আরও বলিবে, "প্রভু, তোমার সাক্ষাৎ ভক্তের শরণ লইয়াছি—ভক্তের শরণ লওয়া আর তোমার শরণ লওয়া একই; অতএব তুমি দয়া কর।" এইভাবে প্রার্থনা করিবে; দেখিবে শান্তি পাইবে, আনন্দ পাইবে। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৮৬)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম
লাক্সা, বারাণসী
২৮।১১।১৩

প্রিয়—,

তোমার একখানা পত্র অনেকদিন পূর্বে পাইয়াছিলাম। তাঁহার কার্য তিনিই করেন, তোমাদেরও সদ্বুদ্ধি দিয়া তিনি তাঁহার কার্য করাইয়া লইতেছেন, এই ভাবিয়া তাঁহার পাদপদ্মে প্রাণ-মন খুব ঢালিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিবে এবং তদ্দ্বারা জীবন ধন্য হইয়া যাইবে। কর্মের উদ্দেশ্য কেবল তাঁহার চরণে দৃঢ়া ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া। তাঁহার কৃপায় তোমাদের তাহাই হইবে। তাঁহার ভক্তদের আশ্রয় পাইয়াছ, জীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ভক্তের আশ্রয়, তাঁহার আশ্রয় একই—ইহা নিশ্চয় জানিবে। আজকাল মঠে কি অনেকের জ্বরজাড়া হইতেছে? আমরা এখান হইতে মিহিজাম যাইয়া কিছুদিন থাকিয়া জামতাড়া একটা আশ্রমের বন্দোবস্ত করিয়া মঠে ফিরিব, এরূপ মনস্থ করিয়াছি।

এখন প্রভুর ইচ্ছা যাহা হয়। তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৮৭)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম
লাক্সা, বারাণসী
৩০।১১।১৬

প্রিয়—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। —বাবুর পত্রে তোমার ওখানে আসার সংবাদ পাইয়াছিলাম। ওখানে আসিয়া তোমার শরীর দিনদিন ভাল বোধ হইতেছে শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম। প্রভু করুন তুমি শীঘ্র আরোগ্যলাভ কর। বাবুরাম মহারাজ পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছেন এবং আমিও কতকটা ভাল আছি। আমরা বোধ হয় শীঘ্রই মিহিজাম যাইতেছি।

প্রভুর স্মরণ-মনন সর্বদা করিয়া তুমি খুব সাবধানে তথায় থাকিবে। ত্যাগীদের পক্ষে গৃহী ভক্তদের বাড়িতে থাকা বড়ই কঠিন। যেরূপ লিখিয়াছ ঠিক সেইরূপই থাকিবে। মেয়েদের স্তোত্রাদি শিখাইবার তোমার আবশ্যক নাই এবং তাহাদের সহিত মিশিবারও দরকার নাই। তুমি যথাসম্ভব নিজের ধ্যানজপ ও পাঠ লইয়া থাকিবে। প্রাতে এবং বৈকালে — বাবুদের সঙ্গে বেড়াইতে যাইবে এবং কোন ভদ্র ভক্তদের সঙ্গে দেখাশুনা হইলে কখন কখন সৎচর্চা করিবে। তুমি আমাদের আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৮৬)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

বেলুড় মঠ

পোঃ বেলুড়, হাওড়া

৩৮।১৭

প্রিয়—,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। অনেকদিন তোমাদের কাহারও পত্রাদি পাই নাই। মহারাজ ও হরি মহারাজ এখনও ৺পুরীধামে আছেন। তাঁহাদের শরীর সেখানে ভাল নাই, শীঘ্রই তাঁহারা ভুবনেশ্বরে স্থান-পরিবর্তন করিবেন, সংবাদ আসিয়াছে। মহারাজের অনেক দিনের সাধ যে, ভুবনেশ্বরে একটি আশ্রম হয়। একে তো উহা এক আম্রকানন, মহা শৈবতীর্থ, তাহার উপর স্বাস্থ্য অতি চমৎকার। ওখানকার জলের তুলনা নাই—ঝরণার নির্মল জল! সমুদ্রের হাওয়া পাওয়া যায়, দৃশ্যও সুন্দর, অতি নিকটে খণ্ডগিরি-শিখর। এইবার মহারাজের সেই সাধ পূর্ণ হইতে চলিল—১৫ বিঘা জমি খরিদ করা হইয়াছে খুব সস্তায়, ৪০০৲ টাকা মাত্র। বাড়ি-নির্মাণের উপাদান ও মজুরী প্রভৃতি অন্য স্থানের অপেক্ষা সস্তা; সুতরাং আশ্রম-নির্মাণে ব্যয়ও অধিক হইবার সম্ভাবনা নাই।

বাবুরাম মহারাজ এখন বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে (উদ্বোধনে) রহিয়াছেন। এখনও খুব দুর্বল; তবে ধীরে ধীরে

একটু একটু বল পাইতেছেন। এখনও বিছানা হইতে উঠিতে পারেন না, শৌচাদি সমস্তই বিছানায় বসিয়া হয়। যাহা হউক, প্রভু-কৃপায় ক্রমে তিনি আবার পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিবেন, এরূপ আশা করা যায়। এবারকার তাঁর অসুখ বড়ই কঠিন হইয়াছিল; জীবনের আশা একেবারেই ছিল না। দেড়মাস পরে অন্নপথ্য করিয়াছেন। প্রভু দয়াময়, দয়া করিয়া জগতের কল্যাণের জন্য তাঁহার ভক্তকে রক্ষা করিলেন। ভক্ত জগতে না থাকিলে তাঁহার লীলার সহায় আর কে হইবে?

তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা খুব সত্য। এবার প্রভুর লীলার ব্যাপার অতি বৃহৎ এবং তাহার ফলও সমগ্রজগৎব্যাপী, তাহার আর সন্দেহ নাই। এবার সমগ্র জগতের কল্যাণ হইবে, সমগ্র জগতে অবিদ্যানাশ হইয়া বিদ্যার প্রভাব বিস্তার হইবেই হইবে। ভারত আর পূর্বেকার ভারত নাই, এবার ভারত সমগ্র জগৎকে লইয়া উঠিতেছে; সমগ্র জগৎকে লইয়া জাগিতেছে। প্রভু এই ভারতে লীলাবিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন, ভারতের তো মঙ্গল হইবেই; আবার স্বামীজীকে পাশ্চাত্ত্যদেশে পাঠাইয়া তাহাদের মঙ্গলের উপায়ও করিয়াছেন—ইহা তো প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। এই বর্তমান যুদ্ধবিগ্রহের শান্তি হইলে (তাহাও অধিক দিনের বিষয় নয়) দেখিবে সমস্ত পাশ্চাত্ত্যদেশ এক অভিনব মূর্তি ধারণ করিবে; বহুকালব্যাপী শান্তি জগতে বিরাজ করিবে। স্বামীজী যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। তোমরা কেবল স্থিরচিত্ত হইয়া দেখিয়া যাও। ভয়-চিন্তিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই; এক্ষণে

ভারতের খুব ধৈর্যের দরকার। প্রভুর ভক্তেরা তাহা খুব বুঝিতেছে। তাহারা জানে যে, যুগাবতার সত্তক অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাহারা জানে যে, এসকল ব্যাপারের পশ্চাতে প্রভু বিত্তমান; সুতরাং ভারত এবং সমগ্র জগতের কথনই অকল্যাণ হইবে না, বরং পরম কল্যাণ হইবে।

তোমরা সকলে একপ্রকার কুশলে আছ (এবং নিশ্চয়ই তাহা থাকিবে তাহা আমি জানি) শুনিয়া সুখী হইলাম। সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। প্রভু তোমাদের মঙ্গল করুন— অহৈতুকী ভক্তি দিন। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৮৯)

শরণং

মঠ
পোঃ বেলুড়, হাওড়া
৭।৯।১৭

প্রিয়—,

তোমার পত্র পাইলাম—তুমি ভগবদ্ভক্ত, প্রভুর শরণাপন্ন; তাঁহার কৃপার উপর সতত নির্ভর করিবে, তাঁহার স্মরণ-মনন যতদূর সম্ভব করিবে। তিনি তোমায় জ্ঞান, ভক্তি পূর্ণভাবে দিবেন। ত্রৈলঙ্গস্বামী

প্রভৃতি মহাত্মারা অন্ত মার্গের সাধক—তাঁহাদের সহিত তোমার জীবনের ধারার তুলনা করিতে যাইলে অগাধ জলে মগ্ন হইবে। তাঁহারা কেহ হঠযোগী, কেহ অষ্টাঙ্গযোগী, কেহ বা জ্ঞানযোগী; তাঁহাদের জীবন, তাঁহাদের মার্গ তোমার জীবন ও সাধনপথ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তুমি প্রভুর কৃপায় তাঁহার ভক্ত—নির্ভরতাই তোমার প্রধান ধর্ম। সর্বদা স্মরণ-মনন এবং অবসর পাইলেই তাঁহার ধ্যান, জপ, প্রার্থনা, গান—এই সকলই তোমার কর্তব্য। সময়ে তিনি তোমায় পূর্ণভক্ত, পূর্ণজ্ঞানী করিয়া দিবেন।

জীবন্মুক্ত ও দেহান্তে ব্রহ্মস্থ হওয়া মানে, ঠিক যেন ঘরের দ্বারে দাঁড়ান—এক পা ভিতরে এক পা বাহিরে, যে অবস্থায় ঘরের ভিতরেও দেখা যায় এবং বাহিরেও দেখা যায়, ইহাই জীবন্মুক্ত অবস্থা; আর একেবারে ঘরের ভিতর প্রবেশ করাই দেহান্তে ব্রহ্মলীন হওয়া—তখন বাহিরের আর কোন জ্ঞানই থাকে না। বুঝিতে পারিলে?

আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। প্রভু তোমার মঙ্গল করিবেন, নিশ্চয় জানিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৯০)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

মঠ
পোঃ বেলুড়, হাওড়া
২৮।৯।১৭

প্রিয়—,

তোমার প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। মধ্যে মধ্যে এরূপ পত্র তোমাদের নিকট হইতে পাইলে বড়ই আনন্দ হয়। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, তোমরা হৃদয়ের প্রীতির সহিত পত্র লেখ। প্রভু তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এই অহৈতুকী প্রীতি আরো গাঢ়, গাঢ়তর করিয়া দিন, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা তাঁহার শ্রীচরণে। তিনি জগতের পরম কল্যাণের জন্য নরদেহ ধারণ করিয়াছেন এবং প্রেমই তাঁহার কল্যাণরূপের প্রকাশভাব। সমগ্র জগতে এই প্রেম স্থাপিত হইবে,- তাহারই লক্ষণসকল দেখা যাইতেছে। এই বিবাদ-বিসম্বাদ কেবল সেই বিশ্বজনীন প্রেম-স্থাপনের জন্য—আর কিছুই নহে। যাহা কখন জগতে ইতঃপূর্বে হয় নাই এবার তাহা হইবে। এ এক আশ্চর্য্য নবযুগ।

মহারাজ ও হরি মহারাজ এখন ৺পুরীধামে। শীঘ্রই ৺ভুবনেশ্বরে আসিবেন এবং নূতন আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করিবেন। শুনিতেছি তাঁহারা অপেক্ষাকৃত ভালই আছেন। বাবুরাম

মহারাজ আরোগ্য হইয়াছেন ; তবে মঠের স্বাস্থ্য এখন একেবারেই ভাল নয় ; সেই জন্য মঠে আসিয়া থাকিতে ডাক্তার নিষেধ করিয়াছে। আজ একপ্রকার ঘণ্টা কতকের জন্য আসিবেন প্রায় ৪ মাসের পর। শ্রীশ্রীঠাকুরের একটু বিশেষ ভোগরাগ হইবে এবং কতকগুলি ভক্তেরও সমাগম হইবে।

আমার শরীর মাঝামাঝি একরকম চলিতেছে। খোকা মহারাজ বনগ্রাম গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া পড়িয়াছেন খুব জ্বরে—১০৩° জ্বর, রামকৃষ্ণপুরে নীরদ মহারাজের বাড়িতে আছেন। যাহা হউক, খোকা মহারাজ এখন একটু ভাল আছেন ; তবে ম্যালেরিয়া শীঘ্র ছাড়ে না—একবার ওঠা, আবার পড়া এইরকম চলে প্রায় ফাল্গুন মাস পর্যন্ত। আমি মনস্থ করিয়াছি মহারাজ ৺ভুবনেশ্বরে আসিলে কিছুদিন তাঁহাদের কাছে গিয়া থাকিব।

তুমি ও তোমরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহপ্রীতি জানিবে এবং মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিলে সুখী হইব। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৯১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

মঠ

পোঃ বেলুড়, হাওড়া

২২।১০।১১ (সপ্তমী)

কল্যানীয় —চৈতন্য,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। প্রভু তোমায় সুস্থ করুন, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। সপ্তমীপূজা আরম্ভ হইল। প্রতিমাখানি অতি সুন্দর হইয়াছে; প্রজ্ঞান প্রভৃতি সকলকে বলিও। তুমি যখন পত্র লিখিবে, আশ্রমের সংবাদ দিবে। হরি মহারাজ এখনও আরোগ্য হন নাই, শরৎ মহারাজ ও সান্যাল পুরী গিয়াছেন, খুব সম্ভবতঃ তাঁহারা হরি মহারাজকে কলিকাতায় আনিবেন। বাবুরাম মহারাজের পরম ভক্তিমতী শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্তা বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী গত পরশ্ব রাত্রি ১২টার পর দেবীপক্ষে পঞ্চমী তিথিতে ৺কৈলাসপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

এখানকার আর আর সংবাদ মা-দশভুজার কৃপায় একপ্রকার কুশল। মা-দশভুজা সমগ্র জগৎকে কৃপা করিবার জন্য আবির্ভূতা হইয়াছেন। মঠে খুব আনন্দ। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে এবং মধ্যে মধ্যে আশ্রমের কুশল-সংবাদ দিয়া সুখী করিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৯২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং   মঠ

পোঃ বেলুড়, হাওড়া

৪।১।১৮

প্রিয়—,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। প্রেমানন্দ স্বামী ধীরে ধীরে আরোগ্য হইতেছেন। প্রভুর ইচ্ছায় তিনি এই শীতের পরেই বসন্তঋতুর আগমনে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবেন, এইরূপ আশা হয়।

তোমার সহিত পুনর্বার সাক্ষাৎ হইবে এবং প্রভু তোমার মনোবাঞ্ছা সব পূর্ণ করিবেন। তুমি এখন যেরূপ সেবাকার্যাদি করিতেছ তাহাই করিতে থাক। ওসব প্রভুরই কাজ বলিয়া বিশ্বাস করিবে। কখন যদি মনে অবিশ্বাস আসে, তাঁহার কাছে কাতর-ভাবে প্রার্থনা করিবে, "প্রভু, আপনার নিজভক্তগণ বলিয়াছেন যে, এইরূপ সেবাকার্যাদি সব আপনারই, সুতরাং আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দিন এবং আমাকে দয়া করুন। আপনার শ্রীচরণে ভক্তি-বিশ্বাস দিন। আমি জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, বিশ্বাসহীন, বলহীন, বুদ্ধিহীন; আমাকে দয়া করুন।" এইরূপভাবে কাতরে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিবে; দেখিবে, শান্তি পাইবে।

প্রভু জীবন্ত জ্বলন্ত পাবকসদৃশ। তাঁহার শ্রীচরণে কাতরে প্রার্থনা করিলে মনের সব অজ্ঞান দগ্ধ হইয়া যায়। তিনি দয়াল

ঠাকুর, জীবের উদ্ধারের জন্যই তিনি দেহধারণ করিয়াছেন—এইরূপ ভাবনা করিবে, দেখিবে হৃদয়ে তাঁহার অস্তিত্ব প্রকাশ হইবে, তখন শান্তি পাইবে। মহাপুরুষদের কৃপা পাইলে হৃদয়ে প্রভুকে উপলব্ধি হয় এবং শান্তি হয়।

আমি আন্তরিক প্রার্থনা করি, প্রভু তোমায় কৃপা করুন, তোমার বিশ্বাস-ভক্তি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হউক। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৯৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

মঠ
পোঃ বেলুড়, হাওড়া
১৩।১।১৮

প্রিয়—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম এবং বড়ই আনন্দ হইল। প্রভু তোমার ভক্তি, প্রীতি, বিশ্বাস অচল অটল হিমালয়ের ন্যায় দৃঢ় করিয়া দিন, যাহাতে তোমার নিজের এবং বহু লোকের কল্যাণ সাধিত হইবে—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

তোমাদের গ্রামের ছয় মাইল দূরে কতকগুলি স্কুলের ছেলে নিজেরা ইট প্রস্তুত করিয়া প্রভুর মন্দির-নির্মাণের চেষ্টা করিতেছে

শুনিয়া যে কি আনন্দ হইল—তাহা বলিতে পারি না। ধন্য প্রভুর মহিমা! তিনি কোন্ স্থানে কোন্ সময়ে, কোন্ ভক্তের দ্বারা কিরূপ লীলা প্রচার করিতেছেন বা করিয়াছেন বা করিবেন, জীব তাহা কি জানিবে? তাঁহার অপার মহিমা; ঈশ্বরাবতারের কার্য কে বুঝিবে? সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ব্যাপার যেমন জীবের কাছে অগম্য অপার, তেমনি তাঁহার সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্যের ব্যাপারও অগম্য অপার। এখনও ভবিষ্যতে কত প্রকাশ হইবে তাহা কে জানে? ভারতের তো কথাই নাই—ভারতের স্থানও এই যুদ্ধবিপ্লবের শান্তি হইলে দেখিবে। দেখিবে রামকৃষ্ণের মহা উদার পবিত্র ধর্মের কিরূপ অভ্যুদয় হয়! অধিক আর কি বলিব—যুগাবতারের যুগধর্ম এইরূপেই প্রচার হয়।

বাবুরাম মহারাজ ও হরি মহারাজ উভয়েই এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য হন নাই। তবে ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে যাইতেছেন—ডাক্তার-কবিরাজরা বলিতেছেন যে, শীতের সময় তাঁহারা কেহই সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে সমর্থ হইবেন না। প্রভুর ইচ্ছায় তাঁহারা আরোগ্য হইলেই সকলের পরম আনন্দ হয়। বাবুরাম মহারাজ প্রায় আট মাস যাবৎ এবং হরি মহারাজ প্রায় চার মাস যাবৎ ভুগিতেছেন এবং উভয়েই প্রায় শয্যাশায়ী। তবে মনের আনন্দ, উৎসাহ বা বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি কাহারও বিন্দুমাত্র কম নাই—বরং বৃদ্ধি হইতেছে। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৯৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

রামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
৬।৫।১৮

প্রিয় —,

৺বৈদ্যনাথ হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলে এবং ৺কাশী হইতে মহারাজকে যে পত্র লিখিয়াছ সবগুলিই আমরা পাইয়াছি। তুমি পবিত্র ভারতের মহা প্রাচীন পবিত্র তীর্থসকল দর্শনাদি করিয়া আনন্দ লাভ করিতেছ শুনিয়া আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি। ও-সকল স্থানের দৃশ্যও অতি মনোহর এবং ভগবদ্ভাব ও বৈরাগ্যোদ্দীপক, তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রার্থনা করি, তোমার বিশ্বাস ভক্তি প্রীতি প্রভুর চরণে দিন দিন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হউক এবং শারীরিক সুস্থ থাক। তুমি বৈশাখ মাসটা ৺কাশীতে থাকতে ইচ্ছা করিয়াছ, অতি উত্তম। আরও যদি অধিকদিন থাকিতে ইচ্ছা হয় তাহাও করিতে পার। চন্দ্র তোমাদের খুব ভালবাসে। তোমরা প্রভুর আশ্রিত মুমুক্ষু ভক্ত; তোমরা প্রভুর যে আশ্রমেই যাও না কেন সকলেই প্রীতির সহিত তোমাদের যত্ন করিবে। তোমরা তাঁহার জগতের সেবার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছ, জ্ঞান-ভক্তি-লাভের ইচ্ছুক। তোমাদের ভাবনা কি? প্রভু তোমাদের সর্বদা দেখিতেছেন,

সর্বদা তোমাদের কাছে কাছে রহিয়াছেন, কোন চিন্তা নাই। আমাদের আন্তরিক স্নেহপ্রীতি, আশীর্বাদ সর্বদা জানিবে। আর আর সংবাদ একপ্রকার মঙ্গল।

খুব সম্ভব শ্রীশ্রীমা আজ কিম্বা কাল কলিকাতায় শুভাগমন করিবেন। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ— চন্দ্র প্রভৃতি আশ্রমের সকলকে আমার আশীর্বাদ দিবে। চারু ও কালী বাবু, দীননাথ, কেদারবাবা প্রভৃতি সকলকে আমাদের আন্তরিক আশীর্বাদ দিবে।

(৯৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

৺বৈদ্যনাথধাম
১৪।৭।১৮

শ্রীযুক্ত—,

তোমার পত্র এখানে পাইলাম। পূর্বে আর কোন পত্র আসিয়াছিল কি-না ঠিক স্মরণ নাই। আমি কাহারও সঙ্গে পত্র-ব্যবহার বড় বেশী রাখি না এবং আমার পত্রলেখার অভ্যাস বড়ই কম।

তুমি ভাগ্যক্রমে পরমকারুণিক, পতিতপাবন, ভক্তবৎসল, যুগাবতার, কলিকলুষহারী, যুগাচার্য, যুগগুরু, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিয়াছ; তোমার চিন্তা নাই। খুব প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিবে, কাঁদিবে, প্রার্থনা করিবে। বালকের মতন কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিবে, বলিবে—"প্রভু, তুমি জগতের উদ্ধারের জন্য নরদেহ ধারণ করিয়াছ এবং জীবের জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়াছ। আমি অতি দীনহীন, ভজনহীন, পূজনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, বিশ্বাসহীন, বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন, প্রেমহীন; দয়া করিয়া আমায় বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, জ্ঞান, পবিত্রতা দাও। আমার মানবজনম সফল হউক।"

এরূপ করিতে করিতে তাঁহার কৃপা হইবে, তখন তাঁহার ধ্যান করিতে মন বসিবে; হৃদয়ে প্রেম উপলব্ধি করিলে আনন্দ অনুভব করিবে এবং আশার সঞ্চার হইবে। তিনি জীবন্ত জাগ্রত দেবতা, তাঁহার কাছে সরলভাবে কাতরে প্রার্থনা করিলেই তাহার ফল নিশ্চয় পাইবে জানিও।

অধিক আর কি লিখিব। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। প্রভু তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৬)

শরণং

রামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
৩০।৮।১৮

প্রিয়—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। বাবুরাম মহারাজের অদর্শনে এ অঞ্চলের বহু লোক দুঃখিত। লোককে যথার্থ ভালবাসিতে অমন আর দ্বিতীয় কেহ নাই—যাঁহারা তাঁহার সঙ্গসুখ লাভ করিয়াছেন তাঁহার পবিত্রতা ও প্রেমে সকলেই মুগ্ধ। ইহা তোমরা সকলেই জান; এখন তোমাদের একান্ত কর্তব্য এই—কেবল তাঁহার অদর্শনে 'হা হতোঽস্মি' না করিয়া তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা। অর্থাৎ পবিত্রতা, ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, সেবা-পরায়ণতা, ত্যাগ—এই সকল যতদূর সম্ভব অভ্যাস করা, তাহা হইলেই তাঁহাকে ঠিক ঠিক ভক্তি করা হইল। আমার বিশ্বাস তোমরা প্রভুর কৃপায় তাহা করিতে সক্ষম হইবে।

৺পূজার পর মঠে আসিবে লিখিয়াছ, উত্তম কথা। এ সময়টা খুব ভজনসাধন করিয়া লও। মহারাজ সম্ভবতঃ পূজার সময় ৺কাশী যাইবেন। সেখানে প্রতিমায় ৺মহামায়ার পূজা হইবে। মঠে এবার সম্ভবতঃ প্রতিমায় ৺মহামায়ার পূজা হইবে না। মঠের স্বাস্থ্য এখনও তত খারাপ হয় নাই প্রভুর ইচ্ছায়। তুমি আমার

আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। প্রভু তোমাদের সর্বদাই দেখিতেছেন। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ— তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, পবিত্রতা পূর্ণরূপে বর্ধিত হউক—ইহা আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

(৯৭)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

রামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড়, হাওড়া

২৩।১০।১৮

প্রিয়—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। ওখানেও মা জগদম্বার পূজা অতি উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়াছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। তুমি শারীরিক ও মানসিক ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। মহারাজের শরীর খুব খারাপ, সেইজন্য প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি ৺কাশী যাইতে পারেন নাই। মধ্যে তাঁহার বহুমূত্র খুব দেখা দিয়াছিল—৩৩·৬ গ্রেণ সুগার (চিনি) দেখা দিয়াছিল। এখন অবশ্য সুগার আদৌ নাই। কিন্তু এখন তাঁহার আবার জ্বর হইতেছে। খুব সম্ভব ম্যালেরিয়া। শরীর খুবই দুর্বল, একটু বল পাইলে বায়ু-

পরিবর্তনের জন্ত কাশী যাইবেন এইরূপ স্থির হইয়াছে। এখন প্রভুর ইচ্ছায় তিনি আরোগ্য হইলেই সকলের আনন্দ। আমরা তাঁহার অসুখের জন্ত সকলেই খুব চিন্তিত রহিয়াছি।

মঠে প্রতি বৎসর এখন যেরূপ হয় সেরূপই। গ্রামেও খুব জ্বর ও অন্তান্ত অসুখ চলিতেছে, মঠেও অনেকের জ্বর। আমার ইচ্ছা তুমি শীঘ্র চলিয়া আস। আবার কোন সময়ে ইচ্ছা হইলে যাইবে। তুমি আমার ৺বিজয়ার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। এবার মঠে ঘটে মার আরাধনা হইয়াছিল। লোকজন আটশতের উপর হইয়াছিল তিন দিনে। হরি মহারাজ অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। ৺পূজার সময় কলিকাতা হইতে কেহই আসিতে পারেন নাই, শরৎ মহারাজও পারেন নাই। কারণ যোগেন-মার পৃষ্ঠদেশে এক প্রকাণ্ড ফোঁড়া হইয়াছিল। এই সকল কারণে এবং শ্রীশ্রীমার বাড়িতে তিন দিন বহু ভক্তের যাতায়াত হওয়াতে শরৎ মহারাজও আসিতে পারেন নাই। যাহা হোক, তাহার জন্ত প্রভুর কার্যের কোন ক্ষতি হয় নাই। জগদম্বার কৃপায় সব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৯৮)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
১৬।১২।১৮

প্রিয়—,

আজ সাত-আট দিন হইল তোমার এক পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছে। আন্তরিক প্রার্থনা—প্রভু তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ তোমার হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেমভক্তি দিবানিশি বহিতে থাক্। তুমি পবিত্র থাক, নিঃসঙ্গ হও। প্রভু ও তাঁহার ভক্তদের উপর তোমার ভক্তি শ্রদ্ধা অচলা থাকুক। মন যদি কখন চঞ্চল হয়, মাদ্রাজে মধ্যে মধ্যে আসিয়া মঠের সাধুদের সঙ্গে বাস করিবে। সৎসঙ্গের মহিমা অপার, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

প্রভুর ইচ্ছায় এখানকার একপ্রকার কুশল। তুমি শারীরিক ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইয়াছি। মানসিকও ভাল থাক। মধ্যে মধ্যে কুশল লিখিয়া সুখী করিবে। ওখানকার ভক্তদের আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা দিও। তোমাকে যাঁহারা যত্ন ও সেবা করেন, প্রভু তাঁহাদের নিশ্চয় কল্যাণ করিবেন। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পূ— মহারাজ ও হরি মহারাজ কলিকাতায়; তাঁহারা অপেক্ষাকৃত ভাল। গঙ্গাধর মহারাজ খুব পীড়িত হইয়া কলিকাতা আসিয়াছেন।

(৯৯)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
৪।১।১৯

প্রিয়—,

তোমার ১লা জানুয়ারীর পত্রখানা পোষ্ট আফিসের দোষে ঘুরিয়া ফিরিয়া আজ মঠে আসিয়া উপস্থিত। যাহা হউক, তোমরা সকলে প্রভুর কৃপায় ভাল আছ জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আন্তরিক প্রার্থনা করি তোমরা দিন দিন প্রভুর রাজ্যে অগ্রসর হও; বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, জ্ঞান, বৈরাগ্য, দয়া প্রভৃতি ভগবৎ-ঐশ্বর্যের অধিকারী হও। অধিকারী তো তোমরা আছই; নূতন আর কি হইবে? পিতামাতার ধনে পুত্রের পূর্ণ অধিকার সর্বদাই আছে, কেবল সেটা জানিতে পারা। তাই প্রার্থনা করি, তিনি তোমাদের তাহা জানাইয়া দিন।

ভারতের দুঃখরজনী প্রভাতপ্রায়; অর্ধ শতাব্দী হইতে তাঁহার কার্য আরম্ভ হইয়াছে। এবার সমস্ত পৃথিবী লইয়া ভারত জাগিতেছে,

সেজন্য লোকে এখনও সে প্রভাতের কিরণ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে না। বর্তমান ভারত আর পুরাতন ভারত নাই। রামকৃষ্ণসূর্য ভারতে উদিত হইয়াছেন ; তাঁহার কিরণ বিবেকানন্দ পশ্চিম গগনে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। সেদিকও পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রভুর সর্বগ্রাসী বেদান্ত এবার সমগ্র জগত্‌কে গ্রাস করিতে প্রস্তুত ; তাহার নিদর্শন দেখিতে পাইতেছ না কি ? স্থির হইয়া কেবল দেখ, আর বিশ্বাস কর। মঙ্গলময় প্রভুর আবির্ভাবে জগতের মঙ্গলই হইবে, কখনই অমঙ্গল হইবে না ; তবে কি উপায়ে হইবে মানব তাহা জানে না। আপাতদৃষ্টিতে অনেক বিষয় অমঙ্গল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, ইহা ভাবী বিশেষ মঙ্গলের কারণ।

মহারাজ বহুকাল পরে গতকল্য মঠে আসিয়াছেন ; অনেকটা ভাল আছেন। হরি মহারাজ কলিকাতায় অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। অখণ্ডানন্দ স্বামী খুব পীড়িত হইয়া সারগাছি আশ্রম হইতে কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য আসিয়াছেন। তিনিও প্রভুর কৃপায় ক্রমে সুস্থ বোধ করিতেছেন। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ, স্নেহপ্রীতি জানিবে। মঠের স্বাস্থ্য এখন তত খারাপ নয়। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১০০)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
১৫।৪।১৭

প্রিয়—,

তোমার পত্র পাইলাম। আন্তরিক প্রার্থনা করিতেছি, তোমার হৃদয়ে প্রভুর শ্রীমূর্তি সদাসর্বদা জাগরুক থাকুক এবং তাঁহার শ্রীচরণে তোমার ভক্তি, বিশ্বাস, প্রীতি গাঢ় গাঢ়তর হইতে থাকুক এবং সেই বলে তোমরা তাঁহার দীনদরিদ্র মূর্তিদের সেবা যথাসাধ্য করিতে থাক। অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি, ও-অঞ্চলে বৃষ্টি হউক এবং জলকষ্ট দূর হউক। দুঃখের সংবাদ শুনিয়া প্রাণে যে কি কষ্ট অনুভব করি তাহা প্রাণেশ্বরই জানিতেছেন! উপায় তাঁহার কৃপা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না।

আমার শরীর এখন একপ্রকার চলিয়া যাইতেছে। ৺কাশীধামে হরি মহারাজ একটু ভাল আছেন, তবে দুর্বলতা খুব আছে। তুমি ও শ— আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। মঠের সংবাদ প্রভুর ইচ্ছায় একরূপ চলিতেছে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১০১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
২১।৪।১৯

প্রিয়—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি যে দুটি উপায় জীবনের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য স্থির করিয়াছ, তাহার মধ্যে প্রথমটি আমি অনুমোদন করি। দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমার নিজের গুরুবুদ্ধি কখন হয় না। আমার জীবনসর্বস্ব প্রভু রামকৃষ্ণ, আমি তাঁহার চিরদাস, সন্তান, শিষ্য; সুতরাং আমি কখনই কাহারও গুরু হইতে পারি না। যদি কেহ আমাকে গুরু বলিয়া মানে সে প্রভুকেই মানে; কারণ আমার সর্বস্বধন ঠাকুর এবং তিনিই একমাত্র জগৎগুরু এ যুগে। তবে ইহাও আমি বলি, যদি কেহ প্রভুকে প্রাণ, মন, দেহ দিয়া ভালবাসিতে চায়, সে আমার এবং আমাদের বড়ই আপনার জন এবং তাহার যাহাতে প্রভুপদে বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি বৃদ্ধি হয় সেজন্য আন্তরিক প্রার্থনা করি। এযুগে গুরু একমাত্র প্রভু ছাড়া আর কেহই নাই—ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস। কেবল গুরু নন—তিনি পিতা, মাতা, বন্ধু, সখা এবং জীবের তিনিই সমস্ত। তাঁহার পাবন নাম 'রামকৃষ্ণ'

জীবের ভবসংসার পার হইবার একমাত্র মন্ত্র, তাঁহার মধুর জীবন্ত মূর্তিই জীবের ধ্যেয়, তাঁহার পবিত্র চরিত্রের পাঠ-আলোচনাই শাস্ত্রাধ্যয়ন, তাঁহার গুণগান করাই কীর্তন, তাঁহার ভক্তসঙ্গ করাই সাধুসঙ্গ—এই আমার মন্ত্রদান, এই আমার শিক্ষা। অবশ্য শাস্ত্রপাঠ বা সৎলোকের সঙ্গ খুব ভাল এবং তাহা করা উচিত, কিন্তু এরূপভাবে উহা করা চাই যাহাতে নিজের বিশ্বাস, ভক্তি বৃদ্ধি হয়। এই সমস্ত জানিয়া বুঝিয়া যদি তোমার আমাকে গুরু মনে করিতে ইচ্ছা হয়, তুমি করিতে পার। অধিক আর কি লিখিব। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে।

ভাল পড়াশুনা থাকিলে প্রভুর কাজ ভাল করিয়া করিতে পারিবে। আমাদের অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের রাজ্যে আসিলে তাহাকে অনেক প্রকার কার্য করিতে হয় এবং সে-সব কাজ সাধনের অঙ্গ বলিয়া আমরা জানি; কারণ সে-সব কাজ তাঁহারই, আমাদের কাহারও নয়। তাঁহার বিশাল সংসার। সেই সংসারের সেবার জন্যই তিনি আমাদের জগতে রাখিয়াছেন; তোমরাও সেই সেবকের মধ্যে পরিগণিত, ইহা নিশ্চয়ই জানিবে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১০২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
২৭।৬।১৭

প্রিয়—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। প্রভুর ইচ্ছায় প্রচুর বৃষ্টি হইবে, কোন ভয় নাই। দৈব সহায় না হইলে কাহার সাধ্য এ ভয়ানক দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষপীড়া নিবারণ করিতে পারে? কাহারও সাধ্য নাই, সবই প্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিতেছে এবং দয়াময় প্রেমময় প্রভু নিশ্চয়ই করিবেন।

আন্তরিক প্রার্থনা করি প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে তোমার বিশ্বাস-ভক্তি অচলা হউক এবং প্রাণ মন শরীর সমস্ত তাঁহার পাদপদ্মে বিকাইয়া দাও। আপনার বলিতে যেন আর কিছু না থাকে এবং তাঁহার নামে, তাঁহার প্রেমে একেবারে ডুবিয়া যাও এবং যতক্ষণ দেহ থাকিবে তাঁহার জীবরূপের সেবা যেন করিতে সক্ষম হও। আর কি বলিব? আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি তুমি ও তোমরা জানিবে।

খোকা মহারাজ আসিয়াছেন এবং ভাল আছেন। মঠের আর আর সংবাদ একপ্রকার প্রভুর ইচ্ছায় চলিতেছে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১০৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
৩০।৬।১৯

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়াছি। প্রভুর পূজাসেবাদি করিতে করিতে অপবিত্র মন পবিত্র হইয়া যাইবে। শ্রীতির পূজায় বিশেষ কোন নিয়ম নাই। ভক্তিভরে চন্দনপুষ্পাদি লইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিয়া তাঁহার শ্রীপদে অঞ্জলিপ্রদান করিবে—"প্রভু, আমি অজ্ঞান, ভক্তিহীন, জ্ঞানহীন, বিশ্বাসহীন, প্রেমহীন, বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন; আমার পুষ্পচন্দনাদি আপনি দয়া করে গ্রহণ করুন, আমায় পবিত্র করুন—ভক্তি, বিশ্বাস, প্রীতি, পবিত্রতা দিন—আমি ধন্য হয়ে যাই। প্রভু, তুমি দয়া করে এই স্থানে বসেছ—বহু লোকের হিতার্থ তুমি দয়া করে সুপ্রতিষ্ঠিত হও। আমরা ধন্য হয়ে যাই—এদেশও ধন্য হয়ে যাক্।" এইভাবে ভক্তিভরে দীনতার সহিত প্রার্থনা করিয়া অঞ্জলি দিবে। ভোগাদি দিবার সময়ও ঐরূপ প্রার্থনা করিয়া ভোগনিবেদন করিয়া দিবে।

সরল ভক্তি ও সরল বিশ্বাসেই তিনি উপলব্ধ হন এবং এ-প্রকার সেবকের কোন অপরাধ তিনি নেন না—তাহার সমস্ত ত্রুটি মার্জনা করেন এবং তাহার জীবন ক্রমশঃ পবিত্র করিয়া দেন।

শ্রীতির পূজায় অধিক আড়ম্বরাদি কিছুই নাই। পূজাদির পর প্রভুর কাছে কিছু স্তবাদি পাঠ, একটু ভজন এবং যত পার তাঁহার নামজপ করা উচিত। এইরূপ করিতে থাক, জীবন পবিত্র হইয়া যাইবে। তাঁহার পূজা করিতে করিতে তোমার কামকাঞ্চনে আসক্তি সব তাঁহার কৃপায় দূর হইয়া যাইবে।

অধিক আর কি লিখিব? আমার আন্তরিক আশীর্বাদ তুমি জানিবে। প্রভু তোমায় কৃপা করুন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১০৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড়, হাওড়া

৮।৭।১৯

প্রিয়—,

তোমার পত্র আজ পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি অনেকদিন পত্রাদি লিখ নাই, তবে শুনিয়াছি যে, তুমি স্বর্গাশ্রমে ছিলে। যাহা হউক, প্রভুর কৃপায় তোমার শরীর-মন সেখানে ভাল ছিল জানিয়া সুখী হইলাম।

হিমালয়ের নির্জনতা এবং প্রাকৃতিক শোভা ভক্তের চিত্তে খুবই শান্তি দেয় এবং ভগবানের ধ্যানের সাহায্য করে। প্রাকৃতিক শোভা অনেকের মনের বৃত্তি বহির্মুখী করিয়া রাখে, তবে অন্তৎ বিষয়ে নয়। ধ্যানের গভীরতা হইলে বহির্জগতের শোভা অনেক

তত আকৃষ্ট করিতে পারে না। তবে ব্যুত্থান-অবস্থায় অর্থাৎ ধ্যানের পরে মন যখন বাহ্য বিষয় দর্শন-শ্রবণাদি করে তখন প্রাকৃতিক শোভাদিতে (বিশেষ হিমালয়ের) দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে মনে একপ্রকার পবিত্র আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা ভগবৎ-ধ্যানের অনুকূল। সেইজন্য সাধু ও ভক্তেরা প্রাকৃতিক-শোভাময় স্থানে বাস করিতে ভালবাসেন।

কনখল অতি সাধনোপযোগী স্থান। বর্ষাকালে প্রকৃতির শোভা অতি সুন্দর। ভজনসাধনে খুব ডুবিয়া যাও, আর কি বলিব। অন্য সব বিষয় ভুলিয়া যাও, আমাদেরও ভুলিয়া যাও—এক ভগবান ছাড়া মনে যেন আর কিছুই না থাকে। এইরূপ ভাব মনে যখন হইবে তখনই জানিবে প্রভু পূর্ণ দয়া করিতেছেন। শরীরটা যাহাতে ভাল থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। এসময় ৺গঙ্গাজল বড়ই মলিন ও অস্বাস্থ্যকর। কূপের জল ব্যবহার করা ভাল, স্নান পান সব বিষয়ে। কল্যাণানন্দের সঙ্গে দেখাশুনা করিবে। অসুখ হইলে কল্যাণকে বলিবে, আবশ্যক হইলে আশ্রমে শরীরের উপযোগী আহারাদি করিবে। কল্যাণ খুব ভাল লোক—তোমাদের নিশ্চয়ই যত্ন করিবে।

আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। ইতি

তোমার [illegible]—।

শিবানন্দ

পুঃ— মঠে এখন দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবাকার্যের বন্দোবস্ত চলিতেছে। সকলে শারীরিক একপ্রকার মন্দ নাই।

(১০৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
১৭।৭।১৯

শ্রীমান—,

আজ কয়েক দিন হইল তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি অনেক দিনের পর মাদ্রাজ মঠে আসিয়াছ এবং আসিয়া অনেকটা সুস্থ আছ আর ভক্তদের সঙ্গে অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ হওয়ায় আনন্দে আছ জানিয়া সুখী হইলাম। মধ্যে মধ্যে এরূপ পরিবর্তন খুব ভাল। আমার সম্পূর্ণ স্নেহপ্রীতি ও শুভ ইচ্ছা তোমার প্রতি আছে। আন্তরিক প্রার্থনা করি, প্রভু তোমায় বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান প্রীতি দিয়া তোমার হৃদয় পূর্ণ রাখুন।

ভক্তদের অধিক বিদ্যাবুদ্ধির দরকার হয় না। ঠিক ঠিক বিবেক-বৈরাগ্য থাকিলেই তাহার সবই রহিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন—"নিজেকে মারতে হলে একটা নরুন দিয়ে মারা যায়; অপরকে মারতে হলে ঢাল খাঁড়া ইত্যাদি নানা অস্ত্রের দরকার।" তদ্রূপ নিজের মুক্তিসাধনের জন্য অধিক বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। এক নামেতেই সব হইয়া যায়। তাহার উদাহরণও শাস্ত্রে বহু আছে। কিন্তু যাঁহারা লোকশিক্ষা দিবেন, তাঁহাদের অনেক বিদ্যা-

বুদ্ধির দরকার। তোমার যখন লোকশিক্ষা দিবার বাসনা নাই, তখন তোমার যা বিদ্যাবুদ্ধি আছে, ভগবানে ডুবিয়া থাকিবার জন্ম তাহাই যথেষ্ট এবং যদি আরও কিছু আবশুক হয় তাহাও সর্বশক্তিময়ী মা সময়মত দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। তাঁহার কৃপাই ভক্তের ভরসা, তাঁহার কৃপা হইলে আর কিছুরই অভাব থাকে না। সর্বশাস্ত্র তাঁহার হৃদয়ে সদা জাগরিত থাকে। মা'র পাদপদ্ম যাহার হৃদয়ে সর্বদা প্রস্ফুটিত থাকে তাহার আর অভাব কি? "বিদ্যাঃ সমস্তা স্তব দেবি ভেদাঃ"—সব বিদ্যাই তিনি, সব শাস্ত্রই তিনি। পূর্ণ মন তাঁহার পাদপদ্মে রাখিতে পারিলেই আর কোন অভাবই ভক্তের থাকে না। আশীর্বাদ করি তুমি পূর্ণ মন যেন তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতে সক্ষম হও। এখানকার সব প্রভুর ইচ্ছায় একপ্রকার কুশল। মহারাজ কলিকাতায়, শরীর তত ভাল নয়। মঠে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইয়াছে, প্রতি বৎসরই যেমন হয়। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। পরেশ, অবনী, সুরেশ, প্রিয়, প্রভু ইত্যাদি সকলকে জানাইবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১০৬)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
৩০।৮।১৯

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। তোমরা শ্রীশ্রীপ্রভুর দ্বারা পরিচালিত হইয়া এই মহৎ জীবসেবা-রূপ কার্য করিতেছ। তিনি সব জানিতেছেন যে, তোমরা কত কষ্ট সহ্য করিয়া এই মহৎ কার্য যথাসাধ্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া তুলিতেছ। প্রভু তোমাদের উপর সদা সদয় রহিয়াছেন। আমরা সকলে তোমাদের প্রাণের তুল্য ভালবাসি এবং সর্বদা আশীর্বাদ করি। তোমরা তাঁহার পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হও। যখন স্বয়ং প্রভুই তোমাদের উপর সদয় তখন দেশের রাজকর্মচারিগণ যে তোমাদের কার্যে সন্তুষ্ট হইবেন তাহার আর আশ্চর্য কি? আমাদেরও ঐ সংবাদে খুব আনন্দ হইয়াছে, ওখানকার কার্য শেষ করিয়া —র সহিত পরামর্শ করিয়া তুমি কিছুদিনের জন্য যেখানে যাইবে মনস্থ করিয়াছ যাইও। প্রভু তোমায় কৃপা করুন; তবে একাকী নির্জন প্রদেশে থাকিবে, খুব সাবধান। যুবা বয়স, অনেক প্রলোভন। যাহা হউক, প্রভু তোমায় কৃপা করুন, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা

আমার শরীর খারাপ—ইনফ্লুয়েঞ্জায় আজ আট-দশ দিন ভুগিতেছি। আজ একটু ভাল বোধ করিতেছি। মঠের স্বাস্থ্য তত ভাল নয়। এবার মঠে মা-জগদম্বার পূজা প্রতিমায় হইবার কথা হইতেছে। এখন তাঁহার ইচ্ছা যেরূপ হয় হইবে। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১০৭)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণভরসা

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড়, হাওড়া

৫।৭।১৯

শ্রীমান—,

তোমার পত্র আজ কয়দিন হইল আসিয়াছে। আমার শরীর ভাল না থাকায় উত্তর দেওয়া হয় নাই। শরীর এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই।

তুমি যেরূপভাবে এখন জীবনযাপন করিতেছ তাহা উত্তম। এইরূপ করিতে থাকিলে তোমার জীবনের উদ্দেশ্য নিশ্চয় সফল হইবে। চল, এই ভাবেই চল।

যে বিষয় জানিতে চাহিয়াছ অর্থাৎ "ঠাকুরের একটি কথা আছে যে, যার শেষ জন্ম সে এই ঘরে আসবে"—তুমি বহু

চেষ্টা করিয়া ইহার অর্থ বুঝিতে সক্ষম হও নাই। আমি যাহা বুঝি তাহাই তোমায় লিখিতেছি :

প্রথমতঃ, শেষ জন্ম, কি প্রথম জন্ম, কি দ্বিতীয়, কি তৃতীয়—ভক্তেরা এসকল চিন্তা কখনই মনে আনে না। ভক্ত কেবল কি করিয়া ভগবানকে ভক্তি করিবে, ভালবাসিবে, কি করিয়া পবিত্র থাকিবে—এই চিন্তাই কেবল করে। আর কেবল তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে চেষ্টা করে। জীবনমরণের কথা তাহারা মনেই করে না; সব প্রভুর ইচ্ছা—ইহাই ভক্তের বিশ্বাস। দ্বিতীয়তঃ, "যার শেষ জন্ম সে এই ঘরে আসবে"—এর অর্থ আমি এই বুঝি যে, যে কায়মনোবাক্যে অন্তরের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে বিশ্বাস করে, সেই তাহার ঘরে আসে, আর তাহারই শেষ জন্ম।

যদি কোন ভক্তের দীক্ষাগ্রহণ বা সন্ন্যাসগ্রহণের পর অসদাচার দৃষ্টিগোচর হয়, আপাতদৃষ্টিতে উহা খুব খারাপ, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, যদি ঠিকঠিক শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই জীবনেই কোন সময় তাহার অনুতাপ আসিবেই আসিবে। যদি অনুতাপ দুর্ভাগ্যবশতঃ না আসে তবে জানিতে হইবে যে, তাহার পূর্বোক্ত বিশ্বাস নাই এবং তাহার শেষ জন্ম নয়। দীক্ষা যাঁহারা দেন তাঁহারা দাতা, পরম দয়াল—ইহা তাঁহাদের পরম দয়ালুতা ও উদারতা; দীক্ষিত যদি তাঁহাদের সেই দয়া ও উদারতা ধারণা না করিতে পারে, তবে তাহারই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। তবে

ইহাও ঠিক যে, এ জীবনে যদিও তাহারা কৃতকার্য না হয়, অন্ত জীবনে নিশ্চয়ই হইবে; কারণ তুমি যে যে গুরুর নাম উল্লেখ করিয়াছ, তাঁহাদের দত্ত বীজ অমোঘ, তাহা কখনই ব্যর্থ যায় না। সে বীজ সফল হইবেই হইবে, এ জন্মেই বা অপর জন্মে। জগতে তাঁহাদের কোন কামনাই নাই; কেবল অহেতুকী দয়া করাই তাঁহাদের একমাত্র কার্য। এই পর্যন্ত বলিলাম; এখন তুমি যেরূপ হয় বুঝিবে।

সাধনভজনের আশা মিটে নাই এমন লোক যদি দৃষ্টিগোচর হয়, জানিবে তাহারা ভাল লোক। ঠাকুর বলিতেন, "সখি, যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি"—ইহা খুব উচ্চ কথা। সাধনভজনের আশা সিদ্ধ হইলেও মেটে না, অবশ্য ভাবের তফাৎ আছে। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। যাহা লিখিলাম বেশ করিয়া পড়িবে ও চিন্তা করিবে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ— মহারাজ বাগবাজারে অনেকটা ভাল আছেন।

(১০৮)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
৫ই আশ্বিন (১৯১৯)

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। আমরা প্রভুর সাক্ষাৎ সন্তান। আমাদের আদেশে তুমি তাঁহার পূজা-সেবাদি করিতেছ; তোমার পূজা-সেবা তিনি নিশ্চয়ই গ্রহণ করেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি। তুমি কাহারও কথা শুনিবে না। তুমি দীনভাবে প্রার্থনা করিবে, "প্রভু, আমি অজ্ঞ, মূর্খ, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, বিশ্বাসহীন, প্রেমহীন; আপনি পরম দয়াল, পতিত-পাবন, যুগধর্মসংস্থাপক, যুগাচার্য; আপনি দয়া করিয়া এই আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন—এখন দয়া করিয়া এই দীন দাসের যথাসাধ্য সেবাপূজা গ্রহণ করুন"—এইরূপ প্রার্থনা করিয়া তাঁহার শ্রীপদে পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা অঞ্জলি দিবে ও ভোগাদি নিবেদন করিবে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তিনি তোমার পূজা-উপহার সব গ্রহণ করেন ও করিবেন। যে বলে তোমার সেবাপূজাদি সব ব্যর্থ হইতেছে, সে অতি ভ্রান্ত, তাহারা বৈধী ভক্তি ছাড়া অন্য কিছু জানে না—প্রেমাভক্তি, প্রেমের পূজা,

প্রেমের সেবা তাহারা কিছুই বুঝে না। তুমি তাহাদের কথায় বিন্দুমাত্র ব্যথিত হইও না। তাহারা অবতারবাদের সম্বন্ধে কিছুই জানে না, প্রভু যে আবার এই যুগে সাঙ্গোপাঙ্গ অবতার হইয়াছেন—এ সম্বন্ধে তাহারা একেবারেই অন্ধ।

—র বিশ্বাস-ভক্তি ঠিক, তাহারই ভক্তিতে প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া ঐ আশ্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাহারই ভক্তিতে ওখানে অনেকগুলি প্রভুর ভক্ত হইয়াছে এবং তাহারাই তাঁহার সেবাপূজাদি করিতেছে, আমি ইহা নিশ্চয় জানি। তুমি বিন্দুমাত্র সন্দিগ্ধ হইও না। প্রাণ ভরিয়া প্রভুর সেবাপূজাদি করিতে থাক। শান্তি, আনন্দ, বিশ্বাস, প্রীতি তিনি তোমায় সব দিবেন—আমি বলিতেছি। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। প্রভু তোমায় ঠিক পথে চালাইবেন ও চালাইতেছেন জানিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১০৭)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

মঠ
বেলুড়, হাওড়া
১২।১০।১৭

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার ৺বিজয়ার শুভাশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে এবং মঠের সব সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদেরও নমস্কার ও ভালবাসাদি জানাইবে। প্রার্থনা করি, তুমি সর্বদাই তাঁহার ভাবেতে কোন-না-কোনরূপে মগ্ন থাক।

ভগবৎকৃপা লাভ করিতে হইলে অনেক বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। যদি তাহা হইত তাহা হইলে পণ্ডিত, বিদ্বান, বুদ্ধিমান জগতে অনেক আছে; তাহারাই অগ্রে তাঁহাকে লাভ করিত। কিন্তু ভগবৎকৃপাতেই বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, বিশ্বাস, প্রীতি, পবিত্রতা লাভ হয় এবং তাহাই মানবজীবনে দুর্লভ। বিদ্যাবুদ্ধি সহজেই লাভ হয়। ঠাকুরের কৃপা তোমার উপর আছে, তুমি নিশ্চয় জানিও এবং সেই কৃপাই তোমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে ও করিবে। তুমি পুনরায় আমার আশীর্বাদ ও স্নেহ-প্রীতি জানিবে এবং সেখানকার ভক্তদিগকেও জানাইবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ— তুমি শারীরিক সুস্থ আছ জানিয়া সুখী হইলাম।

(১১৮)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
৭।৪।২০

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি প্রভুর কৃপায় এখন বেশ আনন্দে ও শান্তিতে আছ শুনিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। আন্তরিক প্রার্থনা করি, তুমি বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি ও পবিত্রতাতে পূর্ণ হইয়া থাক। অধিক তাড়াতাড়ি করিও না, ধীরে ধীরে চল। এ পথে ব্যস্ত হইলে শীঘ্র অগ্রসর হওয়া যায় না; সমস্তই তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করে। তিনি যদি দয়া করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মনকে প্রেমদ্বারা আকৃষ্ট করিয়া রাখেন, তবেই মন সেখানে থাকিতে সমর্থ হয়। অতি অল্প সময়ের জন্যও যদি তাঁহাতে মগ্ন করিয়া রাখেন, সেও অতি সৌভাগ্য বলিয়া জানিবে। ব্যস্ত হইলে চলিবে না; আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। মনকে অধিক urge (টানাটানি) করিলে কিছুদিন পরে বড়ই অশান্তি ভোগ করিতে হইবে। এখন যেরূপ আনন্দ ও শান্তি পাইতেছ তাহা সব চলিয়া যাইবে, ঘোর অশান্তি-সাগরে ডুবিয়া যাইবে। এখন প্রভুর পাদপদ্মে এই প্রার্থনা কর, "প্রভু, তুমি কৃপা করিয়া তোমার শ্রীপাদপদ্মে মনকে যদি আকৃষ্ট করিয়া রাখ, তবেই

ভজনা ; নতুবা নিরুপায়।" যেরূপ আসনে বসিয়া তোমার আমায় ভয় সেইরূপই বসিবে, সেজন্য কোন চিন্তা নাই ; প্রভুর কৃপাই মূল।

একটি গান আছে—"তুমি নাহি দিলে দেখা, কে তোমায় দেখিতে পায়। তুমি না ডাকিলে কাছে, সহজে কি চিত্ত ধায়।" তাই বলি, তোমার যেরূপ নাম সেইরূপ কার্যও কর ; তুমি ধীরেশ, অধীর হইবে কেন ? যাহা করিয়া শান্তি ও আনন্দ পাইতেছ, তাহাই কর এবং যতটুকু সময় সহজে তাঁহার শ্রীমূর্তি হৃদয়ে ধ্যান করিতে তিনি সামর্থ্য দেন ততটুকুই করিবে এবং অধিকের জন্য তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিবে। তাঁহার কৃপায় প্রার্থনাতেই সব পাইবে। "বালানাং রোদনং বলম্"—বালকের রোদনই বল ; 'মা দাও, মা দাও' বলিয়া কেবল কান্না ছাড়া তাহার আর কোন শক্তি নাই। ভক্তেরও ঠিক তাহাই। তাহার ভক্তি-প্রীতির অভাব হইলেই বালকের ন্যায় প্রভুর শ্রীচরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা ছাড়া তাহার অন্য শক্তি নাই। ঠাকুর আমাদের বারংবার এই কথাই বলিতেন। কখন কেহ যদি তাঁহার কাছে বলিত, "মহাশয়, আমার ভাল ধ্যানজপ হচ্ছে না।" অমনি তিনি বলিতেন, "ওরে, প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর ; মা সব দেবেন।" তাই তোমায় বলি, কেবল তাঁহার কৃপার জন্য প্রার্থনা কর।

আর অধিক কি লিখিব ? তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। প্রভু তোমার কল্যাণ করুন। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১১১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
২০।৫।২০

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইলাম। শ্রীশ্রীমা সেই প্রকারই আছেন, প্রভুই জানেন কি হইবে। তাঁহাদের অচিন্ত্য লীলা কাহারো বুঝিবার শক্তি নাই; আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান, প্রীতি, সেবাপরায়ণতা দয়া করিয়া তিনি দিন, ইহাই প্রার্থনা।

তুমি যাহা জানিতে চাহিয়াছ তাহার উত্তর এই যে, যে-ভাবেই হউক জপে বা ধ্যানে, জপধ্যান মিশাইয়া বা তাঁহার গুণরাশি চিন্তা করিয়া (সেও একপ্রকার ধ্যান)—যেরূপেই হোক, মনটা তাঁহাতে রাখিতে পারিলেই উত্তম। সময়ের জন্য তত চিন্তা করিও না। যতটা সময় সহজে অর্থাৎ বিনা কষ্টে তাঁহাতে দিতে পার ততটাই ভাল। অধিক টানাটানি করিও না। তাঁহার কৃপাই মূল; তাঁহার কৃপাতেই মুক্ত হইবে। সাধনা করিয়া কেউ তাঁহাকে পায় না, তাঁহার কৃপাতেই তাঁহাকে পায়। তিনি স্বতন্ত্র, পরতন্ত্র নহেন; সাধনের অধীন তিনি নন। তবে দয়া করিয়া যদি কাহাকে সাধন করান, সে করিতে পারে। তুমি চিন্তা করিও না; মা যখন তোমায় কৃপা করিয়া নাম

দিয়াছেন, আর কোন ভয় নাই। তুমি যতটুকু পার সাধন কর, বেশী টানাটানি করিও না। তোমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইবে। প্রভু কৃপা করিতেছেন ও করিবেন। প্রার্থনা করি, তোমার মা আরোগ্যলাভ করুন, তোমরা সব ভাল থাক সর্বতোভাবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১১২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
১০।৬।২০

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমরা প্রভুর কৃপায় খুব উন্নত হও, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। দেহধারণ করিলে তাহার নাশ অবশ্যম্ভাবী, অগ্রেই হউক বা পরেই হউক। দেহধারণ-উদ্দেশ্য যাহাতে সফল হয় প্রভু তাহাই করুন অর্থাৎ ভগবৎ-চরণে অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস দিন। সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হইবে; কিন্তু প্রভু নিত্যই আছেন, তাঁহার ভক্তেরাও নিত্য আছেন, ইহা পরম সত্য। স্থূল শরীর নাশ হইলেও

প্রভু ও তাঁহার ভক্তদের সূক্ষ্ম শরীর নাশ হয় না বা তাঁহারা নির্বাণমুক্তি চান না। শ্রীশ্রীমার শরীর ভাল নয়, জর অল্প অল্প রোজই হয়। কখনও দুইবার করিয়াও হয়, খুবই দুর্বল, তবে পায়খানায় আস্তে আস্তে যান। অরুচিও খুব। এখন শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কবিরাজ মহাশয় দেখিতেছেন এবং ৺দুর্গাপ্রসাদ সেনের পৌত্র কালীভূষণও তাঁহার সঙ্গে দেখেন। জরটা বোধ হয় একটু সামান্য কমিয়াছে, কিন্তু উহা কিছুই নয়। পা একটু সামান্য ফুলোফুলো বোধ হয় অর্থাৎ রক্তহীনতা খুব; কবিরাজও তাহাই বলিয়াছেন। সামান্য দুটি দুটি অন্নপথ্য দিতেছেন; এখন প্রভুর ইচ্ছা।

বিজ্ঞানানন্দ স্বামী এলাহাবাদে ফিরিয়া গিয়াছেন। শ্রীস্বামীজীর মন্দিরনির্মাণ অনেকটা হইয়াছে। এখন কাজ বন্ধ থাকিল, জিনিসপত্র ভয়ানক দুর্মূল্য। খোকা মহারাজ ভাল আছেন। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ— এখানে ভয়ানক গরম।

(১১৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
১২।৮।২০

শ্রীমান—,

তোমার পত্র যথাসময়েই পাইয়াছিলাম। শ্রীশ্রীমায়ের স্থূলদেহ-ত্যাগে ভক্তমাত্রেই মর্মাহত হইয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ কি। কিন্তু যে ভক্ত তাঁহার অভাবে যত দুঃখ অনুভব করিবেন, তিনি তাঁহাকে তত দেখিতে পাইবেন ও হৃদয়ে শান্তি অনুভব করিবেন। কারণ তিনি সাধারণ মানবী নন; সাধিকাও নন বা সিদ্ধাও নন। তিনি নিত্যা সিদ্ধা, সেই আদ্যাশক্তির এক অংশ-প্রকাশ; যেমন ৺কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী ইত্যাদি তেমনি। এ যুগে ভগবানের ভক্তরূপে অবতার, যুগধর্মসংস্থাপক, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহায় হইয়া গোপনে (যেমন প্রভুও গোপনে) অতি দীনভাবে দীন পিতামাতার ঔরসে ও গর্ভে, বঙ্গের এক নগণ্য গ্রামে অবতীর্ণা হইয়া জীবের ঐহিক এবং পারত্রিক কল্যাণের জন্য সর্বদা তৎপরা থাকিতেন। সুতরাং তাঁহার কৃপা যাহারা পাইয়াছেন, তাঁহার সেই অহেতুকী মাতৃস্নেহ যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন।

সর্বভূতের অন্তরাত্মা সেই কুণ্ডলিনী শক্তি, সেই জগজ্জননী অহেতুকী স্নেহের পরবশ হইয়া যে ভক্তকে একবার অভয়করকমলদ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন, তাঁহার চৈতন্য হইয়াছেই হইয়াছে বা হইবেই হইবে, ইহাই আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস। অধিক আর কি বলিব। তোমরা অনেকেই তাঁহার কৃপায় তাহা অনুভব করিয়াছ, করিতেছ ও করিবে।

প্রেরিত প্রবন্ধটি পড়িয়াছি। আমার তো উত্তম বোধ হইয়াছে। উদ্বোধনে পাঠাইব। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি তুমি ও তোমরা সকলে জানিবে। এখানে প্রভুর ইচ্ছায় একপ্রকার মাঝামাঝি সব কুশল; তবে ম্যালেরিয়ার সময় আরম্ভ হইয়াছে, কিছু কিছু দেখা দিতেছে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ— মঠে যে স্থানে মায় পূত স্থূলদেহ সৎকার হইয়াছিল সেইখানে একটি মন্দির নির্মিত হইবে স্থির হইয়াছে এবং তাঁহার ইচ্ছায় আপনা হইতেই কিছু কিছু চাঁদাও আসিতেছে। ৺জয়রামবাটীতেও বোধ হয় একটি মন্দির হইবার সম্ভাবনা। অবশ্য সে-বিষয় আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি না।

(১১৪)

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
৩১।৮।২০

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছিলাম। নানা কারণে উত্তর দেওয়া হয় নাই। আশা করি, প্রভুর কৃপায় তুমি এতদিনে আরোগ্য লাভ করিয়াছ। কঠিন কঠিন পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছ, শরীর অবশ্যই খারাপ হইবার খুব সম্ভাবনা। এখন যদি এক স্থানে কিছুকাল বিশ্রাম করিতে পার, তবে শরীর সারিতে পারে। তাহাই করিও।

তুমি অপরাধ কিছুই কর নাই। মুক্তিলাভের জন্য সংসারত্যাগ করিয়াছ এবং সেই চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, তাহাতে আর অপরাধ কি? এখন ভগবৎকৃপায় এইটি ধারণা হইলেই বুদ্ধি পরিপক্ক হইয়া যাইবে যে, মুক্তির অনুসন্ধানে বাইরে কোথাও যাইতে হয় না, নিজের ভিতরেই তাহা সদা বিদ্যমান। মা কৃপা করিয়া মনের ভিতর হইতে মোহান্ধকার দূর করিয়া দিন এবং জ্ঞানালোকে ভগবদ্দর্শন হউক—মানবজীবন সার্থক হোক। আর অধিক কি লিখিব? প্রার্থনা করি, তোমার শান্তিলাভ হউক। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১১৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
১।১১।২০ (সোমবার)

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। আমি মধ্যে তিন দিন এখানে ছিলাম না। তোমার শরীর অনেক দিন হইতে অসুস্থ হইয়াছে শুনিয়া চিন্তিত হইয়াছি। যাহা হউক, প্রভুর কৃপায় তাঁহার দরিদ্রনারায়ণরূপের সেবা প্রায় শেষ করিয়া তুলিয়াছ, এখন একেবারে শেষ কাজ যতটুকু বাকি শেষ করিয়া মহারাজের দর্শন করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া চলিয়া আসিও। তারপর তোমার যেখানে সুবিধা হয় গিয়া কিছুদিন বিশ্রাম করিবে। শরীর সুস্থ হইলে এবং বিশ্রাম করিতে পারিলে মন আবার ভগবানের শ্রীচরণে স্বতঃই ধাবিত হইবে, আনন্দ পাইবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তোমরা তাঁহার ত্যাগী সন্তান, তাঁহার কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছ, তিনি সর্বদাই তোমাদের দেখিতেছেন—ইহা আমরা নিশ্চিত জানি।

আমার ৺বিজয়ার আশীর্বাদ তোমরা সকলে জানিবে। মঠে ৺পূজা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রতিমা অতি সুন্দর হইয়াছিল। [illegible]

স্লীট রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের একটি শিক্ষিত ছেলে পূজক ছিল। ললিত চণ্ডীপাঠ করিয়াছিল। আরও অনেকে ৺চণ্ডীপাঠ করিয়াছিল। অতি সুন্দর ভক্তিভাবে, গাম্ভীর্য এবং আনন্দের সহিত মায়ের পূজা হইয়া গিয়াছে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১১৬)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড়, হাওড়া

১৩।১২।২০

শ্রীমান—,

তোমার পত্রখানা যথাসময়ে পাইয়াছিলাম, মধ্যে আঠার-উনিশ দিন আমি মঠে ছিলাম না ভবানীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি নূতন আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে, সেইখানেই ছিলাম।

কাহারও দোষ নাই, স্থানেরও দোষ নাই—সব নিজেরই দোষ। অর্জিত সংস্কারই মনকে দুর্বল ও বলবান করে। ঠাকুরের কৃপায় বর্তমানে যে-সকল শুভসংস্কার তোমার মনে অঙ্কিত অর্থাৎ ত্যাগ-বৈরাগ্য; সাধন-ভজন, ধ্যান-জপ ইত্যাদি দ্বারা কুসংস্কারজনিত দুর্বলতা মনে কখনও কখনও উদিত হইলেও দমিত হইয়া যাইবে।

মনের এরূপ সংগ্রামই জানিবে জীবন। যে মনে সংগ্রাম নাই তাহা মৃত। এইরূপ সংগ্রামে ভগবৎকৃপায় জয়ী হইলে মন উন্নতিপথে বিশেষ অগ্রসর হয়। আন্তরিক আশীর্বাদ করি, প্রভুর কৃপায় তুমি অগ্রসর হও।

অত্যন্ত শীতে ও-সব অঞ্চলে আমাশয় হয়, পেটে কোনরকম ঠাণ্ডা যেন না লাগে, আহারাদিও খুব সাবধানে করিতে হয়। ওখানে ভাত বা সাগুদানা পাইবার সুবিধা আছে কি-না জানি না, থাকিলে ভাল হয়। না হইলে বাঙ্গালীর শরীরে ক্রমাগত ডালরুটি বহুদিন সহ্য হয় না। অনেক বাঙ্গালী সাধুই ওখান হইতে এপ্রকার রোগকষ্ট পাইয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। যাহা হউক, প্রভু কৃপা করিয়া যতদিন ওখানে রাখেন, থাক।

আজ নয় দিন হইল পূজনীয় মহারাজ মঠে আসিয়াছেন। আজ কলিকাতা গেলেন। দিন কতক এ অঞ্চলে থাকিয়া আবার ভুবনেশ্বর যাইবেন।

মঠের কাহারও কাহারও অসুখ আছে। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১১৭)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড়, হাওড়া

২২।১২।২০

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। উত্তম হইয়াছে, হৃষীকেশ গিয়াছ; এখন খুব ধ্যানভজনাদি কর। অতি উত্তম স্থান, ভজনসাধনের উপযুক্ত। অধিক আর কি লিখিব? প্রভু তোমাদের সর্বদাই সর্বত্রই দেখিতেছেন। সর্ব অবস্থাতেই তিনি তোমাদের— কখনই ছাড়া নহেন। কি কঠিন সেবাকার্যে, কি হৃষীকেশে সাধনভজনে, সর্বদাই তিনি তোমাদের সহায় আছেন। তোমরা সংসার ত্যাগ করিয়া দেহ, মন, প্রাণ সমস্তই তাঁহার শ্রীপদে অর্পণ করিয়াছ, সুতরাং তোমরা তাঁহার কৃপার পাত্র সর্বদাই। আন্তরিক প্রার্থনা করি, তোমার শরীর মন বেশ সুস্থ থাকুক এবং মনপ্রাণ তাঁহার শ্রীপদে ঢালিয়া দাও—মানবজীবন সার্থক হউক। যতদিন প্রভু ওখানে রাখেন থাক; তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে ও সকলকে জানাইবে। প্রভু তোমাদের পরম কল্যাণ করুন। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১১৮)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড়, হাওড়া

২৫।৩।২১

শ্রীমান-

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। মহারাজ দুইমাস কাল ৺কাশীতে থাকিয়া খুব আনন্দের স্রোত বহাইয়া মঠে ফিরিয়াছেন। এখানে আসিয়া অবধি তাঁহার শরীরটা তত ভাল যাইতেছে না। আবার শীঘ্রই মান্দ্রাজ যাইবার স্থির হইয়াছে, সম্ভবতঃ আমিও তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারি।

একস্থানে দৃঢ় হইয়া বসিয়া দুই-চারি জন মনের মতন সঙ্গীদের সঙ্গে থাকা খুব ভাল—একাকী কোন স্থানে থাকা একেবারেই উচিত নয়; প্রভুর ভক্তদের সঙ্গে থাকা সম্পূর্ণ প্রয়োজন।

তাঁহার পতিতপাবন গুরুমূর্তি হৃদয়ে ধ্যান করিলে প্রাচীন সংস্কারের বল ক্রমেই হীন হইয়া যায়, ত্যাগ-বৈরাগ্য আপনা হইতেই আসে। তাঁহার ভজনই একমাত্র উপায়—অন্য উপায় নাই। ভক্তদের সঙ্গে বাস করার অনেক লাভ; যখন ভজন করিতে মন বসিতেছে না, তখন তাঁহার বিষয়ে কথোপকথন বা তাঁহার সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠে অনেক লাভ হয়। মন কুপথে ধাবিত হইতে পারে না—হইলেও শীঘ্র ফিরিয়া আসে। ক্রমে আর যাইবেও না

তাঁহার কৃপায়। কোন ভয় নাই, প্রভু তোমাদের সর্বদাই সর্বাবস্থায় [illegible]তেছেন। যখন সুদূর পল্লীগ্রামে অসহায় দরিদ্রনারায়ণদের সেবায় ব্রতী থাকিতে, শারীরিক কত কষ্টই পাইতে, আহার ও শয়নের কত কষ্ট সহ্য করিয়াছ, কিন্তু প্রভু দয়া করিয়া সে অবস্থাতেও তোমাদের দেখিয়াছেন। এখন সাধন- (অবশ্য তাহাও সাধন) ভজনের জন্য হৃষীকেশে বাস করিতেছ। নিশ্চয় জানিবে, এখনও তিনি তোমাদের দেখিতেছেন এবং কৃপা করিয়া মন ক্রমে উন্নত করিয়া দিতেছেন এবং দিবেন; ইহা নিশ্চয় জানিও, প্রভু সর্বদাই তোমাদের দেখিতেছেন।

অধিক আর কি লিখিব। তুমি ও তোমরা আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। যত দিন প্রভু ওখানে রাখেন থাক। বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও বিবেকে পূর্ণ হইয়া যাও। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১১৯)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
মায়লাপুর, মাদ্রাজ
১১।৫।২১ (বুধবার)

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি উত্তরকাশীতে আছ, অতি উত্তম। উত্তরাখণ্ডের মধ্যে উহা সাধনভজনের অতি অনুকূল স্থান। আন্তরিক প্রার্থনা করি, শ্রীগুরুদেব তোমার মনপ্রাণ তাঁহাতে একেবারে মগ্ন করিয়া দিন। ওখানে ৺মহাদেবের বিশেষ প্রকাশ; যোগী ভক্তদের তিনি ওখানে খুব দয়া করেন। জন কতক খুব উন্নত সাধু ওখানে পূর্বে থাকিতেন; তাঁহারা বোধ হয় এতদিনে দেহরক্ষা করিয়াছেন। বর্ষাকালটা ওখানে বোধ হয় তত সুবিধার নয়, জল বড় খারাপ হয়। যাহা হউক, প্রভুর ইচ্ছা যেরূপ হয় হইবে। ভজনসাধনে বেশ মন যাচ্ছে—ইহা প্রভুর বিশেষ দয়া, তাহার সন্দেহ নাই। খুব ডুবে যাও।

অধিক আর কি লিখিব? আমাদের আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। বাবা বিশ্বনাথ তোমায় কৃপা করুন, মা গঙ্গা তোমায় দয়া করুন—প্রভুর চরণে ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১২০)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
মায়লাপুর, মান্দ্রাজ
২২।৫।২১

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম—তোমরা প্রভুর কৃপায় ভাল আছ, থাকিবার ও ভিক্ষাদির বেশ সুবিধা হইয়াছে ও ভজনাদি যথাসাধ্য করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। প্রার্থনা করি, তোমরা বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি ও পবিত্রতাতে পূর্ণ হইয়া থাক এবং তোমাদের শরীরও ভজনোপযোগী সুস্থ থাকুক। যখন ইচ্ছা হইবে সেবাশ্রমে যাইও; নিত্যই যে যাইতে হইবে তার কোন মানে নাই। এইটি জানিয়া রাখা উচিত যে, উহা প্রভুরই একটি কার্য এবং যাহারা ওখানে আছে তাহারা সকলেই প্রভুর আশ্রিত ভক্ত। তাঁহারই কার্য করিতেছে, কাজও তাঁহারই—এই পর্যন্ত জ্ঞান থাকিলেই যথেষ্ট। আন্তরিক প্রার্থনা করি, তোমরা খুব উন্নত হও।

আমরা শারীরিক একপ্রকার মন্দ নাই; এখানকার জলবায়ু তত ভাল নয়, গরমও খুব। সমুদ্রের হাওয়াটা আছে বলিয়াই লোক বাঁচিয়া আছে। শুনিতেছি, এই হাওয়া কিছুদিন পরে বন্ধ হইয়া যাইবে এবং সে সময় এখানে ভীষণ গরম হয়। আমরা বোধ

হয় যে সত্বর ব্যাঙ্গালোরে বা অন্ত কোন ঠাণ্ডা পাহাড়ে যাইতে পারি।

তোমরা আমাদের আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। বিশেষ ব্যস্ত হইও না, তাঁহার কৃপায় ধীরে ধীরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মন বিলীন হইয়া যাইবে। প্রাচীন সংস্কারসকল ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া আসিবে এবং মন বিমল আনন্দ অনুভব করিবে। সবই প্রভুর কৃপার উপর নির্ভর। তাঁহার কৃপার জন্ত সর্বদা প্রার্থনা করিবে; তাঁহার কৃপা ছাড়া গত্যন্তর নাই। প্রভু তোমাকে কৃপা করুন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১২১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
বুল টেম্পল রোড,
বাসবান্‌গুদি পোঃ
ব্যাঙ্গালোর সিটি (মহীশূর)
২০।৬।২১

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইলাম, তাঁহার ভিতর এক-টাকার নোট একখানাও পাইলাম। প্রভুর কৃপায় তুমি অসহযোগ হইতে [illegible] করিয়াছ শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। প্রভু

তোমাদের সর্বদাই, সকল স্থানেই, সর্ব অবস্থায়ই দেখিতেছেন—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। শ্রীশ্রীমার কৃপালাভ করিয়াছ, সংসার ত্যাগ করিয়াছ, জীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে। পবিত্র হিমালয়ে নির্জনে পতিতপাবনী পূতসলিলা মা গঙ্গার তীরে, মহাদেবের কাশীতে, সাধুদের নিকট বাস করিতেছ, ইহা তো মহা সৌভাগ্যের কথা। বিবেক-বৈরাগ্য না থাকিলে কি ঐরূপ স্থানে লোক বাস করিতে ভালবাসে? নিশ্চয়ই তোমাদের বিবেক-বৈরাগ্য আছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আন্তরিক প্রার্থনা করি, তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, জ্ঞান দিন দিন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হউক। হিমাচলের ন্যায়, শুভ্র তুষারের ন্যায় তোমার মন পবিত্র হউক এবং ব্রহ্মোপলব্ধি হউক।

আমরা সাত-আট দিন হইল প্রভুর এই আশ্রমে আসিয়াছি এবং ভাল আছি। টাকাটা আমায় না পাঠাইয়া ঐ স্থানেই কোন দরিদ্রকে দিলেই ভাল হইত। পর্বতে অনেক দরিদ্র আছে। যাহা হউক, আমিই কোন দরিদ্রকে উহা দিব। পুনরায় আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ— কল্যাণানন্দ ও চারুর দয়ার কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ ও আশা হইল। প্রভুর ভক্তদের ভিতর এরূপ প্রীতিই আমরা দেখিতে চাই। অতি সুন্দর! এইরূপ ভাবই স্বামীজী মহারাজ জগতে ছড়াইতে আসিয়াছিলেন। যেরূপেই হউক প্রীতি-

সহানুভূতি জগতে করিতে হইবে। "স ঈশোঽনির্বচনীয়প্রেম-স্বরূপঃ"—যতই ব্রহ্ম-উপলব্ধি হইবে, জগৎকে ততই দয়া, প্রেম, সেবা করিতে ইচ্ছা হইবে। সাবধান, শুষ্ক বেদান্তী যেন কখনও হইও না; ঠাকুরের ঘরে শুষ্কতা নাই, উহা বাহিরের জানিবে—আমাদের নহে, কখনই নহে।

(১২২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বুল টেম্পল রোড

পোঃ বাসবান্‌গুডি, ব্যাঙ্গালোর সিটি

২৭।৬।২১

শ্রীমান—,

তোমার পত্র এখানে পাইলাম। তোমরা ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। শুদ্ধানন্দ প্রভৃতি ওখানে আছে এবং তাঁহাদের সৎসঙ্গে বেশ সুখে আছ, অতি আনন্দের বিষয়। প্রভু তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। খুব বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান, প্রীতি লাভ হউক—ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। প্রভু কৃপা করিয়া কোন অনুকূল স্থান তোমাদের জন্য নিশ্চয়ই ঠিক করিয়া দিবেন। বর্ষাকালে ও-স্থান তত খারাপ নয়, তবে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে একটু-আধটু জ্বর-জাড়া হয়। যেরূপ সুবিধা বোধ হয় তাহাই করিবে। ক্রমাগত

একস্থান হইতে অপর স্থানে যাওয়াটা ভজনের পক্ষে বড় সুবিধা নয় অবশ্য অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবে।

মহারাজ ভাল আছেন, আমি ও অপরাপর সকলেও একপ্রকার ভাল। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি তুমি ও তোমরা জানিবে। সীতাপতিও ৺অমরনাথ যাইতেছে শুনিলাম। বেশ, অতি উত্তম। প্রভু তাহাদের বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান, প্রীতি দিয়া ধন্য করুন—ইহাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য, তীর্থ ঘুরিয়া বেড়ান নয়, ইহাই নিশ্চয় জানিও; প্রভুর জীবনের দিকে যেন লক্ষ্য থাকে। তাঁহার শিক্ষার দিকে যেন সর্বদা লক্ষ্য থাকে। আর অধিক কি বলিব। তোমার খুব অনুরাগ বৃদ্ধি হউক, একেবারে তাঁহাতে মগ্ন হইয়া যাও। বাহিরের অধিকাংশ সাধুদের আমরা তত বুঝিতে পারি না—অনেক দেখিয়াছি, পছন্দ প্রায়ই হয় না। কদাচ দু-এক জনকে ভাল মনে হইয়াছিল। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১২৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
ব্যাঙ্গালোর সিটি
৮।৭।২১

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইলাম। টাকা সব চুরি গিয়াছে—প্রভুর ইচ্ছা, ভালই হইয়াছে। কাঞ্চনত্যাগী সাধুদের টাকা রাখিতে নাই। তোমরা ত্যাগী সাধু, তাই প্রভু চোর দ্বারা উহা তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন—উত্তম হইয়াছে। টাকা ত্যাগী সাধকদের নিকট থাকা একেবারেই উচিত নহে, থাকিলেই তাঁহার উপর নির্ভর কম হইয়া পড়ে এবং অন্যান্য বাসনার উদয় হয়।

শঙ্করানন্দ নামক সাধকের কথা শুনিয়া সুখী হইলাম। ভগবান তাঁহাকে পূর্ণজ্ঞান দিন। "শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি একই জিনিস"—ঠাকুর বলিয়াছেন এবং তাঁহার কৃপায় নিজেরাও কিছু কিছু উপলব্ধি করিতেছি। বাসনাক্ষয় তাঁহার কৃপায় হইয়া যায়। সমাধিলাভের জন্য মনের তীব্র ইচ্ছা যদি সর্বদা থাকে তাহা হইলে বাসনা মনে আসিলেও দাঁড়াইতে পায় না, সরিয়া যায়।

মানবমনে বাসনা স্বভাবতঃই উঠে; কিন্তু ভগবদ্ভক্তের মনে বাসনা উঠিলেও ভগবানের কৃপায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। এখানে মনের বিক্ষেপ হইতেছে বলিয়া অন্য এক জায়গায় যাইবে

লিখিয়াছ; বেশ তো, দেখ না সেখানে প্রভুর ইচ্ছায় কি হয়। হয়তো খুব সম্ভব প্রভুর কৃপায় ভালই থাকিবে।

আন্তরিক প্রার্থনা করি, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। তুমি একেবারে তাঁহাতে মগ্ন হইয়া যাও। মধ্যে মধ্যে শঙ্করানন্দজীকে দেখিতে যাইও। মনে সাধন-ভজন করিবার একটা আগ্রহ বাড়িবে।

আমরা কতদিন এখানে থাকিব তাহার এখনও কোন স্থিরতা নাই। তবে ত্রিবাঙ্কুরে নূতন মঠ নির্মিত হইতেছে, প্রায় শেষ হইতে চলিল। উহার উদ্বোধন করিতে মাস দুই পরে যাইতে হইবে, তুলসী মহারাজ বলিতেছেন। মধ্যে আমরা অন্য অন্য স্থানে যাইতে পারি। তুমি আমাদের আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১২৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বুল টেম্পল রোড, ব্যাঙ্গালোর সিটি
৯।২।১১

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি বিন্দুমাত্র ভীত হইও না। কবিরাজী চিকিৎসা হইতেছে, খুব ভাল হইতেছে

এবং ঠিক সময়েই চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছে, কবিরাজ বলিয়াছেন। এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, রোগ সাধ্য, অসাধ্য নয়।

পূর্বজন্মকৃত কোন কারণ যদিও থাকে তাহা প্রভুর ইচ্ছায় তোমার সব কাটিয়া গিয়াছে। তুমি কিছুই ভয় করিও না। আরোগ্য হইয়া যাইবে। মঠে ঠাকুরের স্থানে আসিয়া পড়িয়াছ, কলিকাতায় সুবিজ্ঞ চিকিৎসকও অনেক আছেন, চিকিৎসাও আরম্ভ হইয়াছে; ক্রমে ভাল হইবে প্রভুর কৃপায়। মহারাজকেও সব বলিলাম। তিনি বলিলেন, কোন চিন্তা নাই প্রভুর কৃপায় এবং সুচিকিৎসায় তুমি আরোগ্য হইয়া যাইবে। তোমায় সকলেই যত্ন করিবে এবং আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই তাঁহার কৃপায় যোগাড় হইয়া যাইবে। কেহই তোমায় ঘৃণা বা অযত্ন করিবে না, নিশ্চয় জানিও। শরৎ মহারাজ তোমার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন সব বন্দোবস্ত করিতেছেন ও করিবেন। তুমি কোন চিন্তা করিও না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার নামজপ, ধ্যানাদি করিতে থাক এবং কবিরাজ আহারাদি এবং ঔষধাদি ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলেন ঠিক সেই প্রকার চলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে এবং তাহাই করিবে। কোন বিষয়ের কোনরূপ অসুবিধা হইলে শরৎ মহারাজকে বলিবে; মঠের সকলেই তোমায় ভালবাসে, আমি জানি। তুমি নিশ্চয় আরোগ্য হইবে এবং তোমার ভগবৎ-ভক্তি, জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ, কর্মপরতা কিছুই নষ্ট বা বিফল হইবে না। ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা মনে আসিতে দিও না; আমাদের বাক্য স্মরণ করিবে। শ্রীশ্রীমার কৃপা, আমাদের ভালবাসা—এসব কখনই বিফল হইবে না, নিশ্চয় জানিও। রোগ

সকলের শরীরেই হয়—কি সাধু কি অসাধু। বহু কঠিন কঠিন রোগও সাধুদের শরীরে হয়, তজ্জন্য দুশ্চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহার স্মরণ-মনন, ধ্যানজপ আনন্দে ও আশার সহিত খুব করিয়া যাও; এই জীবনেই পরম জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করিবে, নিশ্চয় জানিও। অধিক আর কি লিখিব। তোমার কোন ভয় নাই, প্রভু তোমায় দেখিতেছেন, মা দেখিতেছেন, আমরা সকলেই দেখিতেছি। তোমার বিশ্বাস-ভক্তির বিন্দুমাত্র লাঘব হইবে না বরং শতসহস্রগুণে বৃদ্ধি হইবে এবং শরীরের রোগও আরাম হইয়া যাইবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ— প্রভু কি প্রকারে কোন্ দিক দিয়া ভক্তের কল্যাণ করেন তাহা মানবমনের অগম্য। তোমার নিশ্চয় কল্যাণ হইবে। মঠের সকলকে আমাদের আন্তরিক স্নেহাশিস দিও। আমরা প্রভুর ইচ্ছায় শারীরিক ভাল আছি।

(১২৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
বুল টেম্পল রোড, ব্যাঙ্গালোর সিটি
১২।৭।২১

শ্রীমান—,

তোমার পত্র যথাসময়ে এখানে পাইয়াছি। মহারাজ ও আমি এবং আরও জন কয়েক মহারাজের সেবক-সন্ন্যাসী এপ্রিল মাসের ১লা তারিখে মঠ ছাড়িয়া ভুবনেশ্বর ও মাদ্রাজ আশ্রম হইয়া এ আশ্রমে আসিয়াছি। এখান হইতে কিছুদিন পরে আবার ত্রিবাঙ্কুরে নূতন মঠ খুলিতে বোধ হয় প্রভুর ইচ্ছায় যাইতে হইবে।

তথায় প্রভুর আশ্রমের কথা শুনিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। তুমি প্রভুর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছ—তুমি ভাগ্যবান। প্রভু জীবন্ত জাগ্রত ঠাকুর—সাক্ষাৎ জীবন্ত ঠাকুরের সেবা করিতেছ; আর অধিক কি বলিব। প্রভুর সেবার জন্য যাহা যাহা করিতেছ সবই সাধনা বলিয়া জানিবে—ধ্যানজপের অপেক্ষা কোন অংশে উহা কম নহে। ধ্যানজপ তাঁহার ইচ্ছায় যতটুকু পার করিবে। তাঁহার সেবার ব্রতী আছ, তিনি তোমায় ঠিক ঠিক চালাইবেন নিশ্চয়ই জানিও। তোমার সমস্ত অপরাধ তিনি ক্ষমা করিবেন। পূর্ণ মন দিয়া তাঁহার কার্য করিতে থাক, প্রত্যেক কাজটিই ধ্যানজপ বলিয়া জানিবে। তুমি তাঁহার সেবক,

তোমার কল্যাণ হইবে। প্রভু সেবককে বড় ভালবাসেন, ইহা নিশ্চয় জানিও।

তুমি ও অন্যান্য ভক্তেরা আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। আমরা প্রভুর ইচ্ছায় শারীরিক ভাল আছি। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দরিদ্রনারায়ণদের দেওয়া হইবে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ইহাও প্রভুসেবা বলিয়া নিশ্চয় জানিবে। ইতি

শিবানন্দ

(১২৬)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
বুল টেম্পল রোড
২৭।৭।২১

শ্রীমান্ য—,

অনেক দিন পর তোমার পত্র পাইয়া বড় আনন্দ হইল। বাস্তবিকই প্রভুর কৃপায় তোমরা আমাদেরই এবং আমরাও তোমাদেরই, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা ঠিক জানি, প্রভু তোমাদের সর্বদা দেখিতেছেন। যেমন বাপ ছেলের হাত ধরিয়া থাকিলে ছেলের একেবারে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না—যদিও ছেলের পা কখনও পিছলাইয়া যেতেও যাইতে

পারে, কিন্তু একেবারে কখন পড়ে না, কারণ বাপ হাত ধরিয়া আছেন। সেইরূপ প্রভু তোমাদের ধরিয়া আছেন। তোমরা পবিত্র, ভক্তিমান, বৈরাগ্যবান, দয়া ও প্রেম-পূর্ণ হইয়া যাইবে, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মঠের খবর মধ্যে মধ্যে প্রায়ই পাই। ভাই ভূপতি বাস্তবিকই প্রভুর সাক্ষাৎ কৃপা লাভ করিয়াছিলেন এবং জীবনে তাঁহার নাম যথেষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই প্রভুর শ্রীচরণপ্রান্তে শান্তির সহিত আছেন।

এই নূতন জন্মের সময় আসিল, প্রভুর কৃপায় কাহারও অধিক কিছু না হইলেই মঙ্গল। তা হইবে না বলিয়া মনে হয়। তোমার একলা অনেক কাজ করিতে হইতেছে; অবশ্য সময় সময় ঐরকম হইয়া পড়ে; তবে প্রভুর ইচ্ছায় কাজ আটকাইবে না, কোন একটা উপায় হইয়া যাইবে। গরীব প্রতিবাসীদের তুমি সর্বদা দেখ, আমরা জানি। প্রভুর দয়ারই লীলা—আর দয়া ছাড়া ধর্ম কি আছে? ...

... আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ-প্রীতি তুমি জানিবে ও সকলকে জানাইবে। এখানে মহারাজ প্রভৃতি আমরা সকলে শারীরিক প্রভুর ইচ্ছায় ভাল আছি। স্বাস্থ্য এখানকার ভাল। বৃষ্টির অভাব এখানে বেশ। সামান্ত গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে, সে কিছুই নয়। ইতি

তোমাদের [illegible]

শিবানন্দ

(১২৭)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
বুল টেম্পল রোড, ব্যাঙ্গালোর সিটি
১২।৮।২১

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত সমাচার অবগত হইলাম। তোমার ভাইটির অকালে দেহত্যাগের কথা শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইল। তাহার গুণ এত ছিল যে তোমরা সকলেই, বিশেষ তোমার মা যে তাহার দেহত্যাগে অত্যন্ত দুঃখিতা হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? ইহা অলঙ্ঘনীয় ও অবশ্যম্ভাবী—এই সকল বিচার করিয়া 'তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক' বলিয়া শ্রীভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করাই উচিত; তাহাতে তাঁহার উপর বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি হয় এবং মনে বলের সঞ্চার হয় ও এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, প্রত্যেককেই ঐরূপ বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে। সাংসারিক সম্বন্ধ এইরূপই স্বপ্ন এবং ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং একমাত্র ভগবান, যিনি সকলের অন্তরাত্মা, কেবল তিনিই একমাত্র নিত্য, জন্মজরামৃত্যুরহিত। ··· শোক অবশ্য সাময়িক আসিবেই আসিবে কিন্তু ভক্তদের হৃদয়ে ভগবানে বিশ্বাস-ভক্তি আছে বলিয়া সে শোক অধিকদিন স্থায়ী হয় না। তোমার ভগিনীর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ

তাহাতে মনে হয় সে নিশ্চয়ই শুদ্ধাত্মা—তাহার আত্মার ঊর্ধ্বগতি হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তোমরা তাহার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাক; সে ভগবৎ-সান্নিধ্যলাভ করিয়াছে, নিশ্চয় জানিবে।

আশ্রমের সংবাদে আনন্দ হইল। আমার ইচ্ছা যে, ছোট ছোট ছেলেরা, যাহারা নিত্যই আশ্রমে আসে, তাহারা যেন কিছু সৎশিক্ষা লাভ করিতে পারে। রবিবার দুই ঘণ্টা কাল তোমরা তিন-চারি জন —র নিকট উপনিষৎ পড়িয়া থাক, বড়ই আনন্দের কথা। প্রত্যহই কিছু সময় কোনরূপ পাঠ হওয়া খুব আবশ্যক। আশ্রমে বৈদ্যুতিক আলো হইতেছে, উত্তম হইতেছে। মহারাজ শুনিয়া খুব খুশী, আমরাও আনন্দিত হইয়াছি—তবে জানিতে হইবে এসবই গৌণ। মুখ্য জিনিস সাধন, ভজন, পাঠ, পূজা অর্থাৎ প্রকৃত জীবন গঠন করা—এই ধারণাটি পাকা হওয়া দরকার। তুমি নিয়মিতরূপে যেরূপ জপধ্যান করিতেছ সেইরূপই করিতে থাক। নিশ্চয়ই উন্নতি হইতেছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার কৃপায় আরও অধিক হইবে। যত তাঁহাকে ডাকিবে ততই ক্রমে তাঁহার কৃপায় প্রেমভক্তিতে হৃদয় ভরিয়া যাইবে। তাঁহাকে ডাকা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। একমাত্র তাঁহার নামই ভরসা। ভক্তিভরে প্রেমের সহিত কেবল তাঁহার নাম কর। তিনি নিশ্চয়ই তোমায় কৃপা করিবেন, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এখানে আমরা শারীরিক ভাল আছি। এস্থান বেশ স্বাস্থ্যকর ও ঠাণ্ডা। গরম একেবারেই নাই, দিনের বেলায়ও মাঝামাঝি

প্রণাম জানা একটি ব্যবহার করিতে হয়। আশীর্বাদ করি, তোমরা প্রভুর কৃপায় সর্বপ্রকার শান্তিতে থাক ; ভগবৎ-বিশ্বাস-ভক্তি ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকুক। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১২৮)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম

বুল টেম্পল রোড, ব্যাঙ্গালোর সিটি

১৫।৯।২১

শ্রীমান—,

তোমার প্রেরিত বাবা ৺অমরনাথজীর ভস্ম ও প্রসাদী ফুল এবং সারদাপীঠের প্রসাদ পাইয়া আমরা পরম ভক্তিসহকারে মস্তকোপরি ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। তোমার শ্রীনগর হইতে লিখিত পত্রের উত্তরে রাওয়ালপিণ্ডি কালীবাড়ী ঠিকানায় তোমায় একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম, পাইয়াছ কি-না জানি না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা ভ্রমণসময়ে প্রতি পদে পদে অনুভব করিয়াছ জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। এই সকল দেখিয়া তাঁহার ভগবৎ-সত্তাতে তোমাদের বিশ্বাস-ভক্তি বৃদ্ধি হইবে,

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য বাস্তবিকই অতি মনোরম—আমরা সব দেখিয়া আসিয়াছি। কোথাও দীর্ঘকাল একস্থানে থাকিয়া ভজনসাধন করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, অতি সৌভাগ্যের কথা। প্রভুর কৃপায় তাহাই কর। প্রার্থনা করি, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। অনেক দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে দিন কতক এক স্থানে বসিতে ইচ্ছা হয়। প্রভুর কৃপায় তোমার ভজনে মন বসুক।

সি— মিরাট হইতে আমাকে পত্র লিখিয়াছে। সে সেখানে ভাল আছে। তোমরা একত্রে থাক তো মন্দ হয় না। মিরাট স্বাস্থ্যকর স্থান। সি—রও ভজনসাধন করিবার খুব ইচ্ছা। অনুরাগী ভক্ত দুই জন একত্রে থাকা খুব ভাল।

মহারাজকে তোমার কথা বলিলাম। তিনি তোমায় আন্তরিক আশীর্বাদ করিলেন। আমারও আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রীতি তুমি জানিবে এবং অন্য সকলকেও জানাইবে। আমরা শারীরিক তত মন্দ নহি প্রভুর ইচ্ছায়। মাদ্রাজে বোধ হয় শীঘ্রই যাওয়া হইতে পারে। সেখানে প্রতিমায় শ্রীশ্রীমা-দুর্গার আরাধনা হইবে, যাহা দাক্ষিণাত্যে কখনই হয় নাই। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১২৯)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম

বুল টেম্পল রোড, ব্যাঙ্গালোর সিটি

১১।৯।২১

শ্রীমান—,

তোমার একখানা পত্র কিছুদিন পূর্বে পাইয়াছিলাম। তুমি সেখানে কিছু ভাল বোধ করিতেছ শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল।

মানবজীবনে জীবসেবা করা ছাড়া উচ্চ কর্ম আর কি আছে? চিত্ত শুদ্ধ করিবার এমন প্রশস্ত উপায় আর কি আছে? নিঃস্বার্থ পরসেবায় ভগবানের বিকাশ হৃদয়ে সহজে উপলব্ধ হয়। জপধ্যান তো করিতে হইবেই। তুমি ও ওখানকার ভক্তেরা সকলে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও প্রীতি জানিবে। মহারাজ প্রভৃতি আমরা শারীরিক একপ্রকার ভাল আছি।

আমি মধ্যে কিছুদিন মহীশূর গিয়াছিলাম। সেখানে এক অতি উচ্চ পর্বতশৃঙ্গে মহিষাসুরবধকারিণী মা-চামুণ্ডাদেবীর বৃহৎ মন্দির দর্শন করিয়াছি এবং জন্মাষ্টমীর দিন (যে-দিন মহামায়ারও জন্মদিন) ৺চণ্ডীপাঠ করিয়া প্রভুর কৃপায় পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলাম। তথা হইতে আবার প্রায় ৩২ মাইল দূরে মেলকোট নামক একটি স্থানে শ্রীমৎ রামানুজাচার্যসেবিত শ্রীনারায়ণমূর্তি দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আহা! কি অপূর্ব মূর্তি! সেই স্থানেই

শ্রীরামানুজাচার্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা এখনও বিদ্যমান; ইহা শ্রী-বৈষ্ণবদের প্রধান তীর্থ। অতি রমণীয় এবং উচ্চ ও পবিত্রভাবোদ্দীপক স্থান। পূর্বোক্ত মন্দিরও ঐরূপ ভাবোদ্দীপক। প্রভুর কৃপায় উত্তম দর্শন হওয়ায় ধন্য হইয়াছি। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৩০)

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম

ব্যাঙ্গালোর সিটি

২৭।৭।২১

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি ওখানে শারীরিক ও মানসিক ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। প্রার্থনা করি, তুমি আধ্যাত্মিক রাজ্যে খুব উন্নত হও।

ও-অঞ্চলের অন্নকষ্ট শুনিয়া বড়ই মর্মাহত হইলাম। তোমায় বলিতে ইচ্ছা হয় না যে, তুমি এখনও ও-অঞ্চলে থাক। আমার মনে হয় শীতকালে এমন কোন স্থানে গমন কর যে স্থান সুভিক্ষ, স্বাস্থ্যকর ও নির্জন এবং সৎসঙ্গেও থাক। আমি ঠিক বলিতে

পারি না কোন্ স্থানে উপরোক্ত সব বিষয় অনুকূল হইবে। তুমি যেরূপ ভাল বিবেচনা হয় করিবে; তবে এত অন্নকষ্ট যেখানে, সেখানে স্বার্থপর, ঘোর স্বার্থপর সাধু ভিন্ন অন্যে থাকিতে পারে না; শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর পথাবলম্বী সাধুদের ওরূপ স্থানে থাকা উচিত নহে। তোমাদের মুক্তিসাধন করিবার স্থান অনেক আছে। উদরপূর্তির জন্য এত গরীব—যাহাদের দেখিলে কষ্ট হয়—তাহাদের কাছে কোন্ প্রাণে সাধু ভিক্ষা গ্রহণ করিবে? ঠাকুরের ঘরের সাধুরা দুঃখী, অন্নক্লিষ্টদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে, বস্ত্র দেয়, পীড়িতদের সেবা করে, নিজেদের কাছে কিছু না থাকিলে এমন কি ভিক্ষা করিয়াও তাহাদের সেবা করে। আমাদের তো এইরূপ ভাব; এখন তোমার যেরূপ অভিরুচি হয় করিবে। কেবলমাত্র নিজের মুক্তি-অভিলাষী সাধুরাই দরিদ্রদের সেবার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে না।

হাঁ, মাদ্রাজে অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যে এই প্রথম মা-দুর্গার প্রতিমায় আরাধনা হইবে। আমরা শীঘ্রই তথায় যাইব। ত্রিবাঙ্কুরে এখনও যাওয়া হয় নাই। ৺পূজার পর মাদ্রাজ হইতে সে বিষয় স্থির হইবে। আন্তরিক আশীর্বাদ করি, প্রভু তোমায় পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণভক্তি দিন। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৩১)

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ,
ব্যাঙ্গালোর সিটি
১।১০।২১

শ্রীমান ধ—,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। আমি জানি তুমি এ সময়ে খুব ব্যস্ত থাক; সেইজন্য আমিও তোমায় পত্রাদি লিখি নাই, তবে প্রায় প্রত্যহই মঠের সমস্ত সংবাদ পাইয়া থাকি। ছেলেদের কানাকানিতে তুমি কিছু মনে করিও না। ওরূপ চিরকালই হইয়া আসিতেছে। 'গেঁও যোগী ভিক্ পায় না'—একটা কথা বাংলাদেশে প্রচলিত আছে জান তো? সুতরাং ঠাকুরের ইচ্ছায় ওসব তুমি কিছু মনে করিবে না। তাঁহার নাম করিয়া যাহা ভাল বোধ হয় তোমার বুদ্ধিতে তাহাই করিবে। অবশ্য আমরা জানি, তুমি ঠিক ভ্রাতৃপ্রেমেই মঠের ভাইদের দেখিয়া থাক; সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ আমাদের নাই। প্রভুর ইচ্ছায় মঠের ন্যায় চিকিৎসা, সেবা, পথ্য মহাধনীদের বাড়িতেও হয় না, ইহা আমরা নিশ্চিত জানি। মহাসৌভাগ্য ও জন্মজন্মান্তরের পুণ্যফলে লোকে শ্রীশ্রীঠাকুরের বেলুড় মঠে আশ্রয় পায়—যেখানে প্রভুর কৃপায় কোন বিষয়েরই—কি আধ্যাত্মিক, কি শারীরিক—কিছুরই অভাব নাই। কেবল তাঁহার কৃপায় নিজেরা করিয়া লইতে পারিলেই হইল।

অবশ্য স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মঠ সকল সময়ে ভাল থাকে না—উহা অনিবার্য্য; তবে প্রভুর ইচ্ছায় আশা হয় যে, কিছুকাল পরে মঠের স্বাস্থ্য ভাল হইবে। গ্রামের স্বাস্থ্যও অনেক ভাল হইবে প্রভুর কৃপায় এবং যখন তাঁহার মঠ ওখানে হইয়াছে তখন উহা হইবেই হইবে।

এবারও মঠে মার কৃপায় তাঁহার পূজা প্রতিমাতে হইবে শুনিয়া যে কি আনন্দ হইয়াছে, তাহা আর কি বলিব। আমাদের প্রাণের ভিতরের ইচ্ছা যে, আমরা স্থূল শরীরে বর্তমান না থাকিলেও ছেলেদের দ্বারা মঠের সমস্ত কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে থাকুক এবং তাহা নিশ্চয়ই হইবে। এ যুগধর্মসংস্থাপনের জন্যই প্রভুর ইচ্ছায় স্বামীজী নিজ মস্তকোপরি প্রভুকে লইয়া আসিয়া এ মঠে বসাইয়াছেন। এ মানুষের গড়া নয়। কত কত মহৎ কার্য এই মঠ হইতে ভবিষ্যতে সম্পাদিত হইবে, তাহা এখন অনেকে ভাবিতে পারে না। স্বামিজী তাহা বহু পূর্বে দেখিয়াছেন এবং বলিয়া গিয়াছেন। এখন তো তাঁহাদের কার্য আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। এই মঠের সূত্রপাত হইতে মহারাজ প্রভৃতি কত শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করিয়া উহা খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন। কত ভক্তের কল্যাণ সাধিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও কত হইবে। বেলুড় মঠ কেবল বঙ্গদেশ কেন, সমস্ত ভারতবর্ষ এবং সমস্ত জগতের আদর্শস্থল হইয়া দাঁড়াইতেছে। এ অঞ্চলে মঠের কত প্রশংসা আমরা শুনিতেছি। মঠে যাহারা থাকে তাহারা এসব বুঝিতে পারে না। ঠাকুরের ইচ্ছায় আমাদের এদেশে আসায় বহু কল্যাণকর কাজ হইতেছে এবং মঠের সুনাম সুযশ ক্রমে বৃদ্ধি

হইতেছে। এ দেশের শিক্ষিত লোকেরা লজ্জিত হয় যে, তাহারা এদিকে বিশেষ কোন কল্যাণকর কার্য করিতে পারিতেছে না। অবশ্য চেষ্টা হইতেছে, তাহাও প্রভুর ভক্তদের দেখিয়া। আন্তরিক প্রার্থনা করি, মায় পূজাটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া যাউক এবং ছেলেদের স্বাস্থ্য বিশেষ খারাপ না হয়; আর তোমরা খুব পবিত্র আনন্দ উপভোগ কর, আগত ভক্তেরাও পরমানন্দ লাভ করুক; প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা, বিশ্বাস, সেবাপরায়ণতা তাহাদের ভিতরে বৃদ্ধি হউক। তোমরা ধন্য, তোমরা ভাগ্যবান যে, মঠে এরূপ কল্যাণকর কার্যে ব্রতী আছ। নিশ্চয়ই তোমার ও তোমাদের

ভক্তি, বিশ্বাস, সেবাপরায়ণতা, পবিত্রতা প্রভু খুব বৃদ্ধি করিয়া দিবেন এবং তোমরা শান্তি সম্ভোগ করিবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। তোমরা খুব উন্নত হইবে। সকল ভাইদের ভিতর যেন প্রেমের একটা দৃঢ় বন্ধন হয়—ইহাই প্রধান কর্ম। প্রভুর শ্রীচরণে কায়মনোবাক্যে উহার জন্য প্রার্থনা আমরা করিয়া থাকি এবং তাহা নিশ্চয়ই হইবে। এ— আরাম হইয়াছে শুনিয়া আনন্দ হইল। ৺পূজার পর তাহার একটা ভাল স্থানে বায়ুপরিবর্তন হইলে ভাল হয়। প্রকাশ শীঘ্রই সারিয়া উঠিবে, তাহার স্বাস্থ্য তত খারাপ নয়, মজবুত আছে। আমরা ৪ঠা অক্টোবর মঙ্গলবার মান্দ্রাজ রওনা হইব। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে ও মঠস্থ সকলকে জানাইবে। ইতি

তোমাদের চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৩২)

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
মায়লাপুর, মান্দ্রাজ
১৪।১০।২১

শ্রীমান—,

তুমি আমার ও মহারাজের ৺বিজয়ার স্নেহ ও আশীর্বাদ জানিবে। তোমার পত্র এখানে পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। কেমন আছ পত্রে তাহা কিছু লেখ নাই; লেখা উচিত ছিল।

দাক্ষিণাত্যে এই সর্বপ্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের মান্দ্রাজ মঠে প্রতিমায় ৺শারদীয়া পূজা হইল। প্রতিমা কলিকাতা হইতে রেলে আনা হইয়াছিল। মার কৃপায় কোনরূপ অঙ্গহানি হয় নাই। ঠিক ভাবেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। মার পূজাও শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী সাত্ত্বিকভাবে সুচারুরূপে নির্বিঘ্নে অতি আনন্দ ও উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

তুমি ত্যাগী সাধু, তাহারা সংসারী লোক; তাহাদের উপর রাগ করা তোমার কখনই উচিত নয়। তোমার প্রকৃত ত্যাগীর ভাব ও সাধুতা এখনও ঠিক হয় নাই। তাহারা সংসারী, তাহাদের শত অপরাধ মার্জনীয়। কিন্তু তুমি ত্যাগী সন্ন্যাসী—শ্রীশ্রীমার, শ্রীশ্রীঠাকুরের এবং আমাদের আশ্রিত। ক্ষমা ও দয়াই তোমার

ধর্ম ; নতুবা এখনও তুমি প্রভুর রাজ্যে অগ্রসর হইতে অক্ষম।
তুমি পত্রপাঠ তাহাদের ক্ষমা করিয়া প্রীতির সহিত পত্র লিখিবে এবং
সেখানে যাইয়া প্রভুর আশ্রমের কাজকর্ম দেখিবে।

অধিক আর কি লিখিব ? তুমি আমাদের আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ
জানিবে। মহারাজ প্রভৃতি আমরা একপ্রকার, তত মন্দ নাই ;
অবশ্য ব্যাঙ্গালোর বেশ ঠাণ্ডা এবং জলও খুব ভাল। তোমার
সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। কেমন আছ শীঘ্র লিখিবে এবং কখনই
আশ্রম সম্বন্ধে উদাসীন হইবে না। সেখানকার ভক্তদের সহিত
পুনরায় প্রীতিস্থাপন করিয়া এবং সেখানে যাইয়া আমায় পত্র
লিখিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৩৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
ভুবনেশ্বর, পুরী
১।১২।২১

শ্রীমান — ও —,

তোমার ১৪।১১ তারিখের পত্র মাদ্রাজে পাইয়াছিলাম।
আমরা ১৯।১১ তারিখে মাদ্রাজ ছাড়িয়া ২১ তারিখে এ মঠে

পৌঁছিয়াছি। তোমরা বেশ ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম এবং খাওয়া-দাওয়ার সুবিধাও প্রভুর কৃপায় হইয়াছে শুনিয়া আরও সুখী হইলাম। এখন প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাক, খুব ভজনসাধন কর; তিনি তোমাদের তাঁহাকে ডাকিবার শক্তি দিন, আন্তরিক প্রার্থনা করি। তাঁহার চরণে পড়িয়া থাকিতে পারিলেই তিনি কৃপা করিবেনই করিবেন। কথায় বলে "বড় মানুষের আঁস্তাকুড় ভাল।" তাঁহার অপেক্ষা বড় আর কে আছে? তাঁহার দ্বারে পড়িয়া আছ, কোন ভাবনা নাই। তিনি তোমাকে দেখিতেছেন, নিশ্চয়ই জানিও। সব অবস্থায়ই তিনি তোমাদের দেখিতেছেন।

আমাদের আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তোমরা জানিবে। আমরা বোধ হয় দুই সপ্তাহের মধ্যেই কলিকাতায় যাইব। শারীরিক আমরা তত মন্দ নাই।

মিরাট বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান, প্রভুর কৃপায় থাকিবার ও আহারের বেশ সুবিধা হইয়াছে। এখন খুব ভজন কর। এখন রাত্রি অনেক বড়, শেষ রাত্রে ৩টার সময় নিয়মিতরূপে উঠিয়া ভজন করিবে। ঐ সময় সাধনের বড়ই অনুকূল। ব্রাহ্মমুহূর্ত—দিনের সকল সময় অপেক্ষা শেষরাত্রি সাধনের অতি অনুকূল সময়। পত্রাদি সর্বদা না লিখিতে পারিলে কোন ক্ষতি নাই। নিজের কাজ করিয়া যাও। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৩৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া,
১১।৫।২২

শ্রীমান—,

তোমরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। তোমরা ৺কেদারনাথ ও বদরিনারায়ণ-দর্শনে যাত্রা করিয়াছ শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলাম। প্রার্থনা করি, তোমরা নির্বিঘ্নে দর্শনাদি করিয়া প্রভূত আনন্দ অনুভব কর এবং মানবজন্ম সার্থক কর। উত্তরাখণ্ড অতি পবিত্র স্থান—দেবদুর্লভ স্থান (যে দেখে সে দেখে)। অবশ্য পার্বতীয় লোকজন ও তাঁহাদের আচার-ব্যবহার সাধারণতঃ দেখিয়া উত্তরাখণ্ডের মাহাত্ম্য বুঝা যায় না; কিন্তু ভক্তি, বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের চক্ষে দেখিলে ভগবৎকৃপায় কিছু বুঝা যায়। ৺উমা-মহেশ্বরের কৃপায় বুঝা যায়।

অধিক আর কি লিখিব? তোমরা খুব আনন্দে থাক; খুব বিশ্বাস, ভক্তিপ্রীতি, বিবেক বৈরাগ্য তোমাদের হউক। আপাততঃ এখানকার একপ্রকার কুশল। মহারাজের অদর্শনে আমরা মর্মাহত হইয়া রহিয়াছি। ঠাকুর আছেন ও মহারাজও তাঁহার কাছে আছেন ইহা সত্য, সত্য ধ্রুব সত্য। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৩৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
১২।৫।১৯২২

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমায় মহারাজ যথার্থ ই কৃপা করিয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। তুমি নিশ্চয়ই ভাগ্যবান। হারাজ কৃপা করিয়া তোমায় যে সকল উপদেশাদি দিয়াছেন, তুমি সেই সকল উপদেশ স্মরণ করিয়া সেই মত চলিতে চেষ্টা করিলে তোমার নিশ্চয়ই কল্যাণ হইবে।

ঢাকায় আমি দেড়মাস ছিলাম। সেখানে অনেক নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় তাঁহার নাম পাইয়াছে। তখন তুমি যদি সুবিধা মত আসিতে পারিতে হয় তো তোমারও হইয়া যাইত। সে সময় ঠাকুরের প্রেরণায় আমার ভিতর একটা ভাব আসিয়াছিল। মহারাজও তখন স্থূল শরীরে কলিকাতায় বর্তমান। এখন আমরা সকলেই একপ্রকার হতোদ্যম হইয়া পড়িয়াছি। দীক্ষাদি সম্বন্ধে আপাততঃ কোন উৎসাহ নাই। পরে প্রভুর ইচ্ছায় আমার সেরূপ মনের ভাব হইলে তখন যাহা হয় হইবে। তুমি নিরুৎসাহ হইবে না—মহারাজের উপদেশ মত কার্য কর।

ওখানকার শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতিতে ধর্মচর্চা ও সৎ বিষয় আলোচনাদি করায় কোন ক্ষতি নাই ; তবে ছেলেদের পড়াশুনার কোনরূপ হানি যাহাতে না হয় তাহাও দেখা উচিত। ছেলেরা যাহাতে চরিত্রবান, কর্তব্যপরায়ণ হয় সেরূপ শিক্ষা দিলে কেহই কিছু বলিবে না। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমায় কৃপা করুন। তোমার বিশ্বাস, ভক্তি তাঁহার শ্রীচরণে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হউক, আমি আন্তরিক এই প্রার্থনা করি। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৩৬)

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড়, হাওড়া

১৬।৬।১৯২২

শ্রীমান—,

আজ কয়দিন হইল তোমার পত্র পাইয়াছিলাম। মনকে স্থির করিবার একমাত্র প্রধান ও সহজ উপায় এই—শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমূর্তির সম্মুখে বসিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, তাঁহার নাম জপ করা এবং এই মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা চাই যে, ঠাকুর তোমার দিকে দেখিতেছেন ও তুমি যে তাঁহার নাম জপ করিতেছ তাহা

শুনিতেছেন এবং তোমায় কৃপা করিবার জন্ত বসিয়া আছেন। এইরূপ করিলেই তোমার মন স্থির হইবে, প্রভুতে দৃঢ় বিশ্বাস হইবে এবং শান্তি পাইবে। অধিক লিখিবার আর কিছুই নাই। তুমি আমার স্নেহ আশীর্বাদ জানিবে। প্রভু তোমায় কৃপা করুন। তাহা তিনি নিশ্চয় করিবেন। তিনি মানুষ নহেন, তিনি ঈশ্বরাবতার, জীবন্ত জাগ্রত প্রভু। যে তাঁহার শরণ লইবে, যে কাতরে প্রার্থনা করিবে, তাহাকেই তিনি দয়া করিয়া থাকেন। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৩৭)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
২৮।৬।২২

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া বড় আনন্দ হইল। তুমি প্রভুর সেবায় জীবনে খুব আনন্দ পাইতেছ—শুনিয়া অতীব সুখী হইলাম। আন্তরিক প্রার্থনা করি, তোমার প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস দিন দিন খুব বর্ধিত হউক; তুমি তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া যাও।

দীক্ষা সম্বন্ধে ঠাকুরের এখন আর আমার উপর আদেশ নাই। আবার যখন হইবে—তখন বলিব। মহারাজের মহাসমাধির পর হইতে আমাদের মন অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্যমশূন্য হইয়া রহিয়াছে, সুতরাং দীক্ষা বিষয়ে কিছুকাল বহুলোককে অপেক্ষা করিতে হইবে।

— প্রভৃতিকে যাহা করিতে বলিয়াছি তাহা করিলেই তাহাদের পরম কল্যাণ হইবে—অর্থাৎ প্রভুর পতিতপাবন রামকৃষ্ণ নাম জপ করা, তাঁহার শ্রীমূর্তি ধ্যান করা, পূজা করা, তাঁহার বিষয় পাঠ করা, তাঁহার গুণকীর্তন করা, তাঁহার ভক্তদের সহিত তাঁহার পূতজীবনের চর্চা করা, জীবে দয়া রাখা ও যথাসম্ভব জীবসেবা করা—এই কারণে পারিলেই তাহাদের পরম কল্যাণ হইবে।

আমি বোধ হয় শীঘ্রই অন্যত্র কোথাও কিছুদিনের জন্য যাইতে পারি। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে এবং অন্য সকল ভক্তদের জানাইবে। প্রার্থনা করি, প্রভু তোমার ও তাহাদের সকলের পরম কল্যাণ করুন। প্রভু সর্বদাই তোমার কাছে আছেন এবং তোমাকে সর্বাবস্থায়ই দেখিতেছেন—আমি নিশ্চয় জানি। অতএব তুমি নিশ্চিন্তে প্রভুর ঐকান্তিক স্মরণ-মনন করিয়া আনন্দে জীবনযাপন কর। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৩৮)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
৫ই জুলাই, ১৯২২, মঙ্গলবার

মা

তোমার পত্র পাইয়াছি। অনেকদিনের পর তোমার সংবাদ পাইয়া সুখী হইলাম। বড় মহারাজের দেহত্যাগের পর হইতে আমরা বড়ই মর্মাহত হইয়া পড়িয়াছি। কোন কাজকর্মে উৎসাহ উদ্যম একেবারে নাই বলিলেই হয়। তবে প্রভুর কার্য কখনই বন্ধ থাকিবার নহে; কারণ তাঁহার যুগধর্ম সংস্থাপনের কার্য—ইহা বহুকাল ধরিয়া চলিবে। আমাদের স্থূলদেহ জগতে আর থাকুক বা না থাকুক তাঁহার কার্য কিছুতেই বন্ধ থাকিবে না—কোন না কোন লোককে আশ্রয় করিয়া তিনি কার্য করিবেন। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

তুমি প্রভুর স্মরণ-মনন যেমন করিতেছ তেমনই করিতে থাক। তাঁহার পূজা, জপধ্যান, তাঁহার বিষয় পাঠ এই সব লইয়া মনকে অনেক সময় ব্যাপৃত রাখিবার চেষ্টা করিবে। তিনি তোমার কৃপা করিয়া নিশ্চয়ই শান্তি দিবেন। তাঁহার ইচ্ছায় যদি কোন সৎপ্রসঙ্গ করিবার লোক না-ও পাও, তথাপি প্রভু তোমার অন্তরে

শান্তি দিবেন। কেবলমাত্র কাতরপ্রাণে বালকের ন্যায় তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিবে প্রীতি, ভক্তি, বিশ্বাসের জন্য। তিনি কাতর প্রার্থনা বড়ই শুনেন—নিশ্চয়ই জানিও। প্রভু তাঁহার দিব্যধামে দিব্যশরীরে সর্বদাই বর্তমান আছেন। মহারাজ, তাঁহার অন্যান্য ভক্তগণ যাঁহারা স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সকলেই সেই দিব্যধামে দিব্যশরীরে প্রভুর পার্শ্বে উপস্থিত আছেন—ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তোমরা এই বিশ্বাস রাখিয়া প্রভুর পূজা, ধ্যান, জপ, স্মরণ-মনন করিতে থাক—শান্তি পাইবে।

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। আমার শরীর তত মন্দ নয়। আশা করি, তুমি ও তোমরা কুশলে আছ। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৩৯)

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড়, হাওড়া

৬।৭।২২

শ্রীমান—,

তোমার সুদীর্ঘ পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। তুমি এখন দুই হাজার বার শ্রীশ্রীঠাকুরের পরমপবিত্র পতিতপাবন নাম জপ করিতে পারিতেছ শুনিয়া সুখী হইলাম। এখন ঐরূপই

করিতে থাক, ক্রমে আরও বাড়াইতে তোমার নিজেরই ইচ্ছা হইবে। নামে আনন্দ পাইলে আরও বেশী করিতে ইচ্ছা হইবে, তাঁহার কৃপা হৃদয়ে অনুভব করিবে।

তুমি ঠিক বলিয়াছ, তোমার মনে যাহা উদিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য। বাস্তবিকই মা-দুর্গা, কালী, শিব এবং অন্যান্য যত দেবদেবী আজ পর্যন্ত জগতে জীবের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, এ সমস্তই শ্রীশ্রীঠাকুর। যাবতীয় মানব, পশুপক্ষী, বৃক্ষগুল্মলতা, নদীসাগর, আকাশ, সূর্যচন্দ্রগ্রহাদি, দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত পদার্থই সেই ঠাকুর। তিনিই ভক্তের পরমাত্মীয়—পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী সর্বাপেক্ষা আত্মীয়; তিনিই প্রাণের প্রাণ। তিনি সেই অতুল ঐশ্বর্যসম্পন্ন হইয়াও দীনভাবে মানবশরীর ধারণ করিয়াছেন কেবলমাত্র জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য। ভগবানলাভ করিতে হইলে জীবকে ঐরূপ দীনভাবাপন্ন হইতে হইবে, যাহাতে অভিমান একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। অন্তরে দীনের দীন, হীনের হীন হইতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি, যে-কেহ শ্রীঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিত, তিনি অগ্রেই তাহাকে প্রণাম করিতেন; ইহা কেবল জীবশিক্ষার জন্য। ভগবানই এই অনন্ত নাম-রূপ ধরিয়া জগতে লীলা করিতেছেন; এবং উহা বাস্তবিকই সত্য। তাই ঠাকুর প্রত্যেককে প্রণাম করিতেন।

অধিক আর কি লিখিব। যতই তাঁহার নাম করিবে ততই ক্রমে সব বুঝিতে পারিবে; তিনিই তোমায় সব বুঝাইয়া দিবেন। তোমার মনও স্থির হইবে।

গায়ত্রীর অর্থ—"যিনি এই ভূলোক ভুবলোক ও স্বর্গলোকের প্রসবিত্রী, যিনি সেই ব্রহ্মশক্তি এবং যিনি সকলের বরণীয় বা পূজ্য তাঁহাকে আমি ধ্যান করি, সেই ত্রিজগজ্জননী মা আমাদের বুদ্ধি প্রদান করুন।" ঠাকুরই গায়ত্রী, ঠাকুরই মা-দুর্গা, ঠাকুরই সব। ঠাকুরের নাম করিতে করিতে মা-দুর্গার মূর্তি প্রাণে উদিত হয় ও সেই নাম করিতে ইচ্ছা হয়—অতি উত্তম। যখনই এরূপ হইবে, ঐ নাম করিবে। ঠাকুর ও মা-দুর্গা ভিন্ন নহেন। ইষ্ট তোমার ঠাকুরই, কিন্তু তিনি সর্বদেবদেবীর সমষ্টি। তাঁহার নাম করিতে করিতে যদি তোমার প্রাণে মা-দুর্গার ছবি উদিত হয় ও সেই নাম করিতে আনন্দ হয়, তাহাই করিবে; তাহাতেই ঠাকুর প্রসন্ন থাকিবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমি আন্তরিক আশীর্বাদ করি, তুমি তাঁহার রাজ্যে নির্বিঘ্নে খুব অগ্রসর হও। ঠাকুর পরম দয়াল, তোমাকে তিনি নিশ্চয় কৃপা করিবেন, আমি বলিতেছি। তোমার কোন ভয় নাই। খুব নাম কর, মন স্থির হইবে, শান্তি পাইবে।

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৪০)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
পোঃ বেলুড়, হাওড়া
১০।৭।২২

মা—,

তোমার পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। তুমি প্রতি পত্রে নিজেকে 'হতভাগিনী মেয়ে' বলিয়া কেন লেখ বুঝিতে পারি না। তুমি যে মহাভাগ্যবতী! যুগাবতার শ্রীভগবানের আশ্রয় পাইয়াছ, আমি প্রভুর সন্তান, তোমাকে তাঁহার পতিতপাবন মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছি; তুমি কি এ-সকল ভাব না?...

তুমি খুবই ভাগ্যবতী, কখনই 'হতভাগিনী' নও, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

জপ করিতে করিতে ধ্যান আপনি আসিবে, প্রভুর শ্রীমূর্তি হৃদয়ে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া যাইবে, আনন্দ ও প্রেম অনুভব করিবে; তিনি যে তোমার হৃদয়ের দেবতা, পরমাত্মীয়—এই ধারণা হইবে। তিনিই তোমার দেহ মন ও প্রাণের চৈতন্যস্বরূপ, তিনি তোমার হৃদয়ে আছেন বলিয়াই তোমার মন প্রাণ দেহ সব চেতন বলিয়া বোধ হইতেছে। ধ্যানের সময় এইরূপ চিন্তা করিবে যেন তোমার হৃদয়পদ্মে ঠাকুর তোমার দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন

এবং তুমিও তাঁহার দিকে প্রেমভক্তিভরে দেখিতেছ—এইরূপ চিন্তা করাই ধ্যান। ইহার দ্বারা তুমি হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিবে ও আশায় প্রাণ সর্বদা ভরিয়া থাকিবে। প্রেমের অভাব বোধ করিলে বালকের ন্যায় তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিবে এবং বলিবে, "ঠাকুর, তুমি আমায় প্রেম দাও, ভক্তি দাও, বিশ্বাস দাও। আমি অজ্ঞান, মূর্খ—আমায় জ্ঞান দাও"—এইরূপ প্রার্থনা করিবে ও বালকের ন্যায় আবদার করিবে। তিনিই পিতা, তিনিই মাতা, তিনিই তোমার জীবনের সর্বস্ব—এই ভাব সর্বদা মনে রাখিবে, তাহা হইলে ধ্যানের সময় মন খুব একাগ্র হইবে। মোট কথা, তাঁহাকে আপনার করিয়া লওয়া, আত্মীয় হইতেও পরমাত্মীয় করিয়া লওয়া। প্রেম বিনা তাঁহাকে পাওয়া যায় না; যত তাঁহাকে ভালবাসিবে ততই ধ্যান হইবে, ততই আনন্দ হইবে। আর অধিক কি লিখিব? তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। তোমার ধ্যান খুব হইবে। তোমার উপর প্রভুর কৃপা আছে, নিশ্চয়ই জানিও।

তোমরা সকলে ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। মঠের সংবাদও একপ্রকার প্রভুর কৃপায় মন্দ নয়। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ— তোমার মাকে আমার আশীর্বাদ দিবে।

(১৪১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
১০।৭।২২

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। আন্তরিক প্রার্থনা করি ও আশীর্বাদ করি প্রভু যেন তোমার হৃদয়ের ভাব দিনদিন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া দেন। মহারাজ তোমায় যথেষ্ট কৃপা করিতেন, স্নেহ করিতেন, তাহা আমি খুব জানি। বাবুরাম মহারাজও তোমায় যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, তাহাও আমি জানি। আমিও তোমায় যথেষ্ট ভালবাসি, তাহাও আমি নিশ্চয় জানি। তুমি প্রভুর কৃপায় সংসারের প্রধান প্রধান বন্ধনের হাত হইতে মুক্ত হইয়া আছ; তিনি কৃপা করিয়া তোমায় অবিদ্যার মূল কারণ হইতে দূরে রাখিয়াছেন। আন্তরিক প্রার্থনা করি, জীবনের শেষ পর্যন্ত তোমায় ঐ রূপই রাখুন এবং বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, ব্রহ্মচর্য, জ্ঞান এই সব দৈব ঐশ্বর্যে তোমার জীবনকে ধন্য করুন। সংসারে পিতা-মাতার সেবা অতি মহৎ কর্তব্য কার্য, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই এবং আমাদের উহা বিশেষ অনুমোদনীয়। যতদিন সম্ভব তুমি তাহা করিয়া যাও। তাঁহারাও অতি ভক্তিমান। আমি

আন্তরিক আশীর্বাদ করি, তোমার মা ও বাবা যেন দৃঢ় বিশ্বাসী ও ভক্তিমান হইয়া জীবন কাটাইয়া দেন। তাঁহারা খুব ভাল লোক, আমি তাঁহাদের বড় ভালবাসি।

প্রভুই এযুগে সত্য অবতার, সত্য যুগধর্মসংস্থাপক, যুগধর্মাচার্য।...

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৪২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

রামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড়, হাওড়া

৩১।৭।২২

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়াছি। বুঝিতেই পারিতেছ আমাদের মনের ভিতরে কাহার অবস্থা আজকাল কিরূপ। অবশ্য প্রভু চিরবিদ্যমান রহিয়াছেন, ইহা ধ্রুব সত্য ; নতুবা আমরা এতদিন থাকিতাম না। তাঁহার ভক্তদের এই স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া প্রভুতে লীন হইয়া যাওয়া এখন একরূপ খেলার ন্যায় বোধ হইতেছে। আমিও মনে করিতেছি, প্রভুর ইচ্ছা যখনই হইবে তখনই এইরূপ খেলা খেলিতে হইবে—কোন চিন্তা নাই। এতো একপ্রকার আমাদের স্থির—

একরূপ খেলা। তবে যতক্ষণ তিনি জগতে রাখিতে ইচ্ছা করিবেন ততদিন এ স্থূল দেহ থাকিবে ও তাঁহার মরজি কার্য করিতেই হইবে।

মঠে যেরূপ পাঠ ও ভজন হইতেছে, উহা অতি উত্তম। স্কুলটি কেমন চলিতেছে এবং বয়নকার্যই বা কিরূপ চলিতেছে, তাহা অনেক দিন জানিতে পারি নাই। তুমিও যেরূপ করিতেছ তাহাই করিও।

'শ্রীরামনাম' ছাপা হইয়াছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। মহারাজের খুব ইচ্ছা ছিল যে, মহাবীরের পূজা ও শ্রী[illegible]র্তন বাংলাদেশে খুব প্রচার হয়। স্বামীজীরও এই ইচ্ছা খুব প্রবল ছিল। খুব ভাল হইয়াছে। প্রেমানন্দ স্বামীর 'পত্রাবলী' ছাপা আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া অতিশয় সুখী হইলাম। মতির কাছে ভূমিকা লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়াছি। অবশ্য খুব সংক্ষেপে লিখিয়াছি।

সকলে ভাল আছেন জানিয়া সুখী হইলাম। প্রভু তাঁদের খুব আধ্যাত্মিক উন্নত করুন। তুমিও খুব উন্নত হও, ইহাই আমার আন্তরিক আশীর্বাদ। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৪৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
৮ই আগস্ট, ১৯২৯

শ্রীমান —চৈতন্য,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। তোমরা যাহারা ওখানে আছ মনোযোগের সহিত ভজনসাধন এবং আশ্রমের কার্য করিতে থাক। সাধনভজন এবং সেবাকার্য দুই সঙ্গে সঙ্গে চলা চাই। সেবাকার্যও সাধনের মধ্যে পরিগণিত, ইহা নিশ্চয় ধারণা করা দরকার। সাধনভজনের সঙ্গে যে সেবাকার্য্য চলিবে না, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। আমি জানি, যাহারা সাধনভজন করিবার জন্ত বাহিরে গিয়াছে, তাহারা অনেকে সময় বৃথা কাটাইয়া দেয় এবং পশ্চিমের সাধুদের মতন কেবল ভিক্ষা করিয়া খাওয়া এবং সকাল-বিকাল একটু-আধটু ভজনসাধন করিয়া বাকী সময় বাজে গল্প, বেড়ান—এইরূপ করিয়া কাটাইয়া দেয়। পূজনীয় স্বামীজী মহারাজ এইরূপ বহুকাল দেখিয়া শুনিয়া এই কর্মমার্গের প্রবর্তন ঠাকুরের ইচ্ছায় করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার প্রদর্শিত পথে সকলেই চলিবার চেষ্টা করিতেছি। তোমাদের মধ্যে এরূপ ভাব যেন কখনই না হয় যে, সেবাকার্য এবং সাধনভজন দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ।

এই দুই একত্র করিয়া চলিলে তবে প্রভুর রাজ্যে পৌঁছিতে পারিবে। স্বামীজীর কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, কথামৃত এবং লীলাপ্রসঙ্গ—এই সকল গ্রন্থ নিত্য পাঠ করা উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ভজনসাধনও করা উচিত। নূতন দীক্ষিত ছেলেদের ভিতর বেশ উৎসাহ দেখা যাইতেছে লিখিয়াছ—শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। ছেলেদের ভিতর অনেকেই আসনের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছে লিখিয়াছ, তাহার উত্তরে তুমি যেরূপ বলিয়াছ তাহাই ঠিক—অর্থাৎ ঠাকুর যেরূপ আসনে বসিয়া আছেন সেইরূপ আসনে বসাই প্রশস্ত।

এই অল্পদিন হইল তুমি পশ্চিমাঞ্চলে অনেক ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসিয়াছ, সুতরাং এখন আর ও অঞ্চলে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। নারায়ণগঞ্জের আশ্রম আমি দেখিয়া আসিয়াছি, উহা অতি মনোরম স্থান, সাধনভজন করিবার বেশ অনুকূল। অতএব তুমি ঐখানেই থাক এবং সাধনভজন কর। ঠাকুরের কৃপায় তুমি ঐখানেই শান্তি পাইবে। শ্রীবৃন্দাবন যাইবার কোন প্রয়োজন নাই, ঠাকুর ঐখানেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। ঠাকুর বড় দয়াল; তপস্যা মানে—মনেপ্রাণে কেবল তাঁহাকে ডাকা এবং তাঁহার কাষ করা। বৃথা মনকে চঞ্চল করিও না। 'এখানে যাইব, ওখানে যাইব' যত চিন্তা করিবে ততই মন অস্থির হইবে। ফলে হইবে এই যে, এখানেও কিছু হইবে না, সেখানেও কিছু হইবে না। সেইজন্য বলি, ঐখানেই বসিয়া ভজনসাধন এবং প্রভুর কাজকর্ম যথাসাধ্য করিতে থাক এবং নূতন ছেলেদের সৎপরামর্শ

দিয়া সৎপথে চলিতে বল। স্ত্রীলোক হইতে সর্বদা দূরে থাকা, কখনই বেশী মেলামেশা যেন না করা হয় এবং সর্বদাই মাতৃভাবে তাহাদের দেখা—ইহাই প্রধান তপস্যা।

যাহারা জপধ্যান একেবারেই করিতে যায় না, শুধু ঠাকুরঘরে তিন বেলা প্রণাম মাত্র করিতে যায়, আর বাকী সময় কেবল কর্ম করে—তাহাদের সম্বন্ধে আমি এই বলি, যে সময় তাহারা ঠাকুরঘরে প্রণাম করিতে যাইবে তাহারা যেন ঠাকুরের কাছে একটু প্রার্থনা করে—'ঠাকুর, দয়া করিয়া আমাদের তোমার শ্রীচরণে বিশ্বাস, ভক্তি দাও; আমাদের পবিত্রভাবে চালাও; আমরা যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।' এরূপ যেন তিনবার ঠাকুর-প্রণাম করিতে গিয়া প্রার্থনা করে এবং বাকী সময় তাঁহার কার্য করে।

আমার আন্তরিক আশীর্বাদ তুমি জানিও এবং সব ভক্ত ও ছেলেদের দিও। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ— ঢাকা আশ্রমে শ্রীশ্রীরামনাম ছাপা হইয়াছে। তোমাদের ওখানে রামনামকীর্তন হয় ত? যদি না হয় তবে ঢাকা হইতে শিখিয়া আসিও এবং তোমাদের ওখানেও করিও।

(১৪৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
১৭।৮।২২

মা—,

অনেক দিন হইল তোমার একখানা পত্র পাইয়াছিলাম। আশা করি তুমি শারীরিক ও মানসিক কুশলে আছ। আন্তরিক প্রার্থনা—তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি দিনদিন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হউক এবং তুমি হৃদয়ে শান্তি অনুভব কর। যতই প্রভুকে স্মরণ-মনন করিবে, ততই তাঁহার অস্তিত্ব হৃদয়ে উপলব্ধি হইবে, ততই শান্তি অনুভব করিবে। ঠাকুর বড় দয়াময়; কাতর প্রার্থনা তিনি বড়ই শুনেন।

সর্বদা সংসারাসক্ত লোকের সহিত ব্যবহারে মন খারাপ হয়, খুব সত্য। একটা বিষয় তোমায় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেছি—যখন লোকের সহিত কথাবার্তা কহিবে, কাহারো নিন্দাবাদ কখনই করিবে না বা শুনিবে না। যদি কখন শুনিবার অবকাশ হয়, তখন চুপ করিয়া থাকিবে এবং নিজে কখন উহা করিবে না। এই দিকে তুমি বিশেষ নজর রাখিও। পরনিন্দা করিলে বা শুনিলে মন অত্যন্ত মলিন ও নিম্নগামী হয় এবং ভগবানে ভক্তি হয় না।

মা, ভগবানকে স্মরণ-মনন সর্বদা করিলে মনে কিছুতেই ভয় থাকিবে না। মহারাজ দেহত্যাগ করিলেন, আমরা সকলেই দেহত্যাগ করিব, যাহার দেহ হইয়াছে সকলেরই তাহা হইবে—এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই ; তবে ভগবান নিত্য, সত্য, ভক্ত-বৎসল, দয়াময়, প্রেমময়—ইহাও ধ্রুব সত্য।

প্রভুর ভক্তেরা যাঁহারা দেহত্যাগ করিয়াছেন সকলেই দিব্য শরীরে প্রভুর দিব্যরাজ্যে বর্তমান আছেন। প্রভুকে ডাকিলে, তাঁহার স্মরণ-মনন করিলে প্রভু তো প্রীত হইবেনই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পার্শ্ববর্তী ভক্তেরাও প্রীত হন, ইহা নিশ্চয় জানিও। আর অধিক কি লিখিব? তুমি ও তোমরা আমার আন্তরিক স্নেহ-আশীর্বাদ জানিবে। আমার শরীর তত মন্দ নয়, প্রভুর ইচ্ছায় একপ্রকার চলিয়া যাইতেছে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৪৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
১১।১০।২২

শ্রীমান ম—,

তোমার পত্র পাইয়াছি, পূর্বপত্রও পাইয়াছিলাম। সন্দেহ কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই। ঠাকুরকে মূলে রাখিয়া সব দেবদেবীর নাম করিতে পার, ইচ্ছা হইলে পূজা করিতে পার, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। রামকৃষ্ণই এই সব হইয়াছেন বা অধুনা বর্তমান যুগে সকল দেবদেবী শ্রীরামকৃষ্ণে প্রকাশিত হইয়াছেন। দেবদেবী সমস্ত চিরকাল আছেন, শাস্ত্রসকলও চিরকাল আছে, কিন্তু এসব থাকা সত্ত্বেও ধর্মের গ্লানি হয়। মানব দেবদেবীর উপাসনা ঠিক ঠিক করিতে পারে না, তাহাদের বিশ্বাস-ভক্তিতে মলিনতা আসে, আচার-ব্যবহারে ও শাস্ত্রাদির অর্থ ও ব্যাখ্যায় ভ্রান্তি আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ প্রকৃত ব্যাখ্যা হয় না, তত্ত্বজ্ঞান ভুলিয়া যায়— এই জন্যই পরমকারুণিক ভগবান দেহধারণ করিয়া যুগে যুগে ধর্মের পুনঃসংস্থাপন করেন। এ যুগে সেই দয়াময়, প্রেমময়, জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে ও নামে সভক্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। তোমরা বহু পুণ্যফলে তাঁহার আশ্রয় পাইয়াছ।

আমি আন্তরিক আশীর্বাদ করি, তোমরা তাঁহার একান্ত শরণাপন্ন হও; তোমাদের মুক্তির জন্য কোন চিন্তা নাই। মুক্তি তোমাদের 'করতলামলকবৎ'। খুব তাঁহার নাম কর, খুব প্রার্থনা কর—শান্তি পাইবে, মানবজীবন সফল হইবে; কোন চিন্তা নাই, আমি বলিতেছি। তুমি ও বাটীর সকলে পুনরায় আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৪৬)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
২০।১০।২২
৺শ্যামাপূজার বিজয়া

শ্রীমান—,

তোমার সুদীর্ঘ পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। দুই-তিন দিন পূর্বে তোমায় একখানা পত্র লিখিয়াছি, বোধ হয় পাইয়া থাকিবে। তুমি কোন ভয় করিও না। আপনার ভজন-সাধন, পড়া-শুনা ইত্যাদি যাহা করিতেছ তেমন কর।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বাছাই করার সম্বন্ধে আমার বলিবার কোন অধিকার নাই। তাঁহার কথা অনেকের পক্ষে অনেক সময়ই বোঝা বড় কঠিন, কারণ কোন্ অবস্থায় কাহাকে কি উপদেশ দিয়াছেন তাহা জানা সহজ নহে। আমাদের কথা তুমি অনায়াসে বাছাই করিতে পার বা সন্দেহ হইলে আমি যতক্ষণ দেহে আছি আমায় জিজ্ঞাসা করিতে পার। বিশ্বাস ও বিচারপথ—দুই অবলম্বন করা ভাল। বিচার এমনভাবে করা চাই যাহাতে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। যে বিচার মহাত্মাদের উপর অবিশ্বাস আনিয়া দেয়, তাহা অ-বিচার, ঠিক বিচার নয়—এইটি ধারণা যেন থাকে।

অধিক আর কি লিখিব? তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে এবং সব ভক্তদের জানাইবে। তোমার উপর আমার অন্তর হইতে একটা বিশেষ ভালবাসা আছে, তাহা আমি লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না—এইটি জানিও। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৪৭)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
২৮।১০।২২

শ্রীমান—,

পুনরায় তোমার একখানি সুদীর্ঘ পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। প্রভু-কৃপায় আমি যাহা যাহা লিখিয়াছি সে-সকল তুমি অনেক ধারণা করিতে পারিবে, নিশ্চয় জানিও। স্বপ্নের কথা কেহ যদি বিশেষ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা না করে, তাহা হইলে কাহাকেও বলা উচিত নহে। তবে এমন কোন বিশেষ প্রিয়জন যদি থাকে এবং সে বা তাহারা সে-সব শুনিলে তাহাদের বিশ্বাস ভক্তি প্রীতি বাড়িবে এরূপ যদি মনে কর, তাহা হইলে বলিতে পার।

হৃদয়ে ঠাকুরের ধ্যান সম্বন্ধে তোমায় পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহাই করিবে। তুমি অনায়াসে ঠাকুরের আসন বদলাইতে পার। অর্থাৎ তুষারমণ্ডিত উচ্চপর্বতশৃঙ্গোপরি, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার উপরে, জ্যোতির ভিতর বা পদ্মের উপর ঠাকুরকে ভাবনা করতে পার—এ সকল উৎভ্রান্ত কল্পনা নহে। ইহার পর আরও কত দেখিবে যাহা তোমার চিন্তাশক্তির বাহিরে।

জপের সংখ্যা রাখার নিয়ম প্রথম প্রথম খুব ভাল; পরে

জপ করিতে করিতে যখন ধ্যান হইয়া যাইবে তখন সংখ্যা প্রভৃতি সব ভুলিয়া যাইবে। উত্তম জপ মনে মনে, মধ্যম জপ করে, অধম জপ মালায়—এইটি স্মরণ রাখিবে। জপ সম্বন্ধে পূর্বেও যাহা বলিয়াছি, এখনও তাহাই বলিতেছি। সংখ্যার দিকে অত নজর রাখার দরকার নাই, ভাবের দিকেই রাখা চাই। তাঁহার নাম করিতে করিতে হৃদয়ে আনন্দ, প্রেম, আশা, উৎসাহ কতটা হয় সেই দিকেই নজর থাকা উচিত। দ্রুত জপ না করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার নাম লইলে হৃদয়ে প্রেম ও আনন্দ-অনুভব অধিক হয়—সংখ্যা অধিক হউক আর নাই হউক।··· মালা না হইলে জপের আঁট হয় না ইহা সাধারণ নিয়ম বটে, কিন্তু কাহারও কাহারও পক্ষে বা অনেকের পক্ষে আবার জপধ্যানরাজ্যে এগিয়ে গেলে এ নিয়ম থাকে না। যাক্, তাঁহার প্রতি প্রেম, ভালবাসা যাহার হইবে তাহার মালা-টালার কোন প্রয়োজনই হয় না।··· তোমার মালা লইবার প্রয়োজন আমি বুঝি না। মহাত্মা তুলসীদাসের উপদেশের ভিতর এই দোঁহাটি আছে :

"মালা জপে সো শালা, কর জপে সো ভাই
(আউর) মন মন জপে সো বলিহারি যাই।"

অর্থাৎ, মনে মনে জপই সর্বশ্রেষ্ঠ।

তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে ও ভক্তদের সকলকে জানাইবে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৪৮)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া।
৪।১১।২২

শ্রীমান—;

তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম।...তুমি জপাদি, স্মরণ-মনন এবং আশ্রমের কার্য যথাসাধ্য করিতেছ শুনিয়া সুখী হইলাম। কয়েকটি যুবকভক্ত আসিয়া ঠাকুর-স্বামীজীর গ্রন্থাদি পাঠ করে ও তাঁহাদের বিষয়ে চর্চা হয়—ইহা অতি উত্তম। যুবকগণ মুষ্টি-ভিক্ষার দ্বারা আশ্রমের সাহায্য করে, ইহা আরও উত্তম। এইরূপ পরসেবার সহিত তাঁহার জপধ্যান করিয়া জীবনটা অতিবাহিত করিয়া দিতে পারিলেই জীবন ধন্য হইয়া গেল। প্রভুর ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, এই মরু-মরীচিকাময় সংসারে দিন কতকের জন্য আসিয়া, কামকাঞ্চনে লিপ্ত হইয়া সত্যস্বরূপ ভগবানকে ভুলিয়া যাওয়া অপেক্ষা দুর্দৈব আর কি আছে? তুমি ভাগ্যক্রমে প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ, তোমার আর ভয় নাই, নিশ্চয় জানিও। তুমি ঠাকুরের কথা ও শ্রীগীতার শ্লোকের অর্থ যেরূপ বুঝিয়াছ তাহাই ঠিক। সেজন্য সে সম্বন্ধে আর অধিক কিছু লিখিলাম না।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে এবং মধ্যে মধ্যে কুশলসংবাদ দিয়া সুখী করিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৪৯)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
৭।১২।২২

শ্রীমান—,

তোমার পত্র আজ কয়দিন হইল পাইয়াছি। কৃষ্ণলাল মহারাজের কাছে তোমাদের ওখানকার সংবাদ সব শুনিয়াছি।

সব দিক বজায় রাখিয়া কাজ করিতে পারিলে ভাল হয়। স্থানীয় জাতীয় বিদ্যালয়ে ক্লাশ করা ও ধর্মশিক্ষা দেওয়া মন্দ নয়। দূর দূর গ্রামে যাইয়া উহা করার কি সুবিধা হইবে? সকলের আহ্বান রক্ষা করা উচিত বটে, কিন্তু তোমার জপধ্যানের সময় ঠিক রাখাও উচিত, কারণ উহাই শক্তি। ধর্মালোচনা করিবার শক্তি তোমার যথেষ্ট আছে এবং করিতে করিতে ঐ শক্তি আরও বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু জপধ্যানের সময় কমাইলে চলিবে না। হাঁটিতে হাঁটিতে জপ করা চলে বটে, তবে তত ভাল হয় না। অবশ্য ভক্ত-সাধকরা ওরূপ করিয়া থাকেন এবং করাও ভাল।...

আর অধিক কি লিখিব? আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে। যে ছেলেটিকে তোমাদের ওখানে পাঠাইবার কথা হইয়াছিল, তাহার যাওয়া হইবে না। এখানকার সংবাদ এক-প্রকার কুশল, প্রভুর ইচ্ছায়। আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৫০)

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড়, হাওড়া

১৪।১২।২২

শ্রীমান—,

কয়দিন হইল তোমার পত্র পাইয়াছি, কিন্তু নানাকার্যবশতঃ উত্তর দেওয়া হয় নাই। আমি জানি মহারাজের কৃপা তোমার উপর যথেষ্ট আছে এবং তোমার এ জন্মেই পূর্ণ বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, জ্ঞান নিশ্চয়ই হইবে। অহং-জ্ঞান তোমার অনেক পাতলা হইয়া গিয়াছে, পূর্বের মত তত ঘন আর নাই—আমি জানি; ধীরে ধীরে আরো পাতলা হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুর এ বিষয়ে কি বলিতেন তাহা তোমার মনে আছে; তিনি বলিতেন, "'আমি'-জ্ঞান তো

যায় না, তবে থাক্ শালা তাঁর দাস হয়ে—তাঁর ভক্ত, তাঁর ছেলে হ'য়ে থাক্।" এতে দোষ নাই—'আমি অমুকের ছেলে, আমি পণ্ডিত ধনী মানী উচ্চজাতীয়, আমি অমুকের বাপ' ইত্যাদিতে যে 'আমি'-জ্ঞান, উহা কাঁচা 'আমি'। তাঁহার নাম, ধ্যান ও তপস্যাদি করিয়া উহাকে তাড়াইতে হইবে এবং তাহার স্থানে পাকা 'আমি' অর্থাৎ 'আমি তাঁহার দাস, তাঁহার ভক্ত'—এই 'আমি'-জ্ঞান রাখিতে হইবে; ইহাতে দোষ নাই। এরূপ 'আমি'-জ্ঞান থাকিলে তাহার দ্বারা জগতে কোনরূপ অন্যায় বা গর্হিত কার্য হয় না, বরং শুভ কার্যই হয়।

তোমাকে আমি খুব ভালবাসি, তাহা তুমিও বোধ হয় অনুভব করিয়া থাক। তোমার পরম কল্যাণ হইবে, আমি জানি। তোমার কোন ভয় নাই, তোমাকে প্রভু পূর্ণ করিয়া দিবেন। তাঁহার কৃপা তোমার উপর তোমার জন্ম হইতেই আছে। তোমাকে মহামায়া তাঁহার অবিদ্যা-মায়া, ভুবনমোহিনী মায়া হইতে বাল্যকাল হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, এখনও রক্ষা করিতেছেন এবং চিরকালই রক্ষা করিবেন। তোমার কোন ভয় নাই। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিও এবং আর আর সকলকে জানাইও। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৫১)

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
১৬।১২।২২

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। খুব প্রভুর নাম কর। নামে হৃদয় ভরিয়া যাক্, তাহা হইলে আর কোনরূপ অভাব বোধ করিবে না—কি আর্থিক, কি নৈতিক, কি আধ্যাত্মিক। কেবল ভগবানে বিশ্বাস-ভক্তি-প্রীতির অভাবেই পূর্বোক্ত অভাব-সকল বোধ হয়। সন্তোষ পরম ধন। তাঁহাতে প্রীতি হইলে সন্তোষ আপনিই আসে। তাঁহার কাছে কাতর প্রার্থনা, বালকের ন্যায় আবদার করিলে ও তাঁহার সর্বশক্তি-অর্পিত পূত-পাবন নাম জপ করিতে করিতে জন্মজন্মার্জিত পাপ ও কুসংস্কার সব দূরীভূত হয়। এইজন্যই প্রভু তাঁহার নিরন্ত-কুহকধাম হইতে লীলাবিগ্রহরূপ ধারণ করিয়া জগতে অবতার হইয়াছেন। এই রামকৃষ্ণ-নাম, এই রামকৃষ্ণ-রূপই তাঁহার সেই নামরূপাতীত শান্তিময় অবস্থাতে লইয়া যায়। বিশ্বাসের অভাবেই নৈরাশ্য আসে। আন্তরিক আশীর্বাদ করি, তোমার শ্রীরামকৃষ্ণে অচল অটল বিশ্বাস হউক। বিশ্বাস হইলেই ভক্তি প্রীতি আপনিই আসিবে, না আসিয়া থাকিতে পারে না।

ছেলেদের উৎসবাদিতে উৎসাহ শুনিয়া বড় আশা হয়। মহাপুরুষদের মহত্ত্ব যাহারা কিছুমাত্র ধারণা করিতে পারে তাহারা ধন্য। ভবিষ্যতে তাহাদের ভিতরেও সেই মহত্ত্ব কিছু কিছু বিকাশ হইবে—তাহার সন্দেহ নাই।

ঠাকুর প্রায়ই অনেককে উপদেশ দিতেন, "হরিসে লাগ রহোরে ভাই—তেরা বনত বনত বনি যাই", অর্থাৎ ভগবানে লেগে থাকা চাই; তাঁহার ধ্যান, গুণগান, পূজাপাঠ, তাঁহার জীবসেবা ইত্যাদিতে লাগিয়া থাকিলে ক্রমে ক্রমে সবই হইয়া যায়, অর্থাৎ তাঁহাকে লাভ হয়।

আমার শরীর তত মন্দ নয়। তুমি ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে ও ছেলেদের সকলকে জানাইবে। মঠের একপ্রকার কুশল প্রভুর ইচ্ছায়। শ্রীশ্রীমার জন্মোৎসবে এবার মঠে বহু লোক প্রসাদ পাইয়াছিল; অন্যান্য কোন বারে এত লোক হয় নাই। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৫২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
রবিবার, ২৪।১২।২২

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দ হইল। তোমার ভক্তি-মুক্তির জন্য কোন চিন্তা নাই। প্রভু তোমার মনোভীষ্ট সব এই জন্মেই পূর্ণ করিবেন, সেজন্য কোন চিন্তা করিও না। তোমার এ-জন্মেই সমাধিলাভ হইবে, তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে। প্রভু তাঁহার কার্য তোমার দ্বারা যাহা করাইবার তাহা করাইয়া লইবেন, সেজন্য তোমার মুক্তিপথের কোনরূপ বিঘ্ন হইবে না, নিশ্চয় জানিও।

তোমার কৃত স্তব দুইটি বেশ হইয়াছে; অবশ্য মঠে এখনও সকলে উহা দেখে নাই, ক্রমে দেখিবে।

তোমাকে এখন আর অধিক তপস্যাদি করিতে হইবে না। শরীরের দিকে এখন বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। ভজন-সাধন করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার চেষ্টা অবশ্য খুব দরকার তাহার সন্দেহ নাই, তবে শ্রীভগবানের কৃপাই মূল, ইহা নিশ্চয় জানিও। তোমার উপর তাঁহার কৃপা আছে, সেই জন্যই শ্রীশ্রীমার দর্শনলাভ হইয়াছে এবং তাঁহার কৃপা পাইয়াছ এবং মঠে শ্রীশ্রীমহারাজ প্রভৃতি আমাদেরও ভালবাসা-স্নেহ পাইয়াছ। ভগবৎকৃপা তোমার উপর আছে;

এই কঠিন শারীরিক রোগ হইতেও তিনি তোমায় মুক্ত করিলেন। ভাবিয়া দেখ, তাঁহার কত কৃপা তোমার উপর। তাঁহার কার্য করিতে হইলে···অবশ্য নানাপ্রকার লোকের সংস্পর্শে আসিতেই হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী এবং তাহাতে মনের উপর যে একটা আবরণ পড়ে তাহাও স্বাভাবিক। তাঁহার কৃপায় ভয় নাই, তাহাতে তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের কোন ক্ষতি হইবে না। আবার অনুকূল সময় আসিলে যখন ধ্যানভজনে বসিবে তখন সকল আবরণ উন্মোচিত হইয়া যাইবে, মন আবার পূর্বাপেক্ষা পরিষ্কার হইয়া পরমানন্দ ভোগ করিবে, নিশ্চয় জানিও।

অধিক আর কি লিখিব? আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে এবং ওখানকার ভক্তদেরও জানাইবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৫৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড়, হাওড়া

৬।১।২৩

শ্রীমান—,

আজ কয়দিন হইল তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। সাধনমার্গে এইরূপ সংগ্রাম প্রথম প্রথম সকলকেই করিতে হয়,

কিন্তু ভয় নাই। প্রভুর কৃপায় শেষে তুমি জয়ী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাণভরিয়া তাঁহার নাম করিয়া যাও, তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিও এবং কাতরভাবে প্রার্থনা করিও। বিবাহ কখনই করিও না। কেবল ধর্মের জন্য নয়, এখনকার দিনে আমাদের দেশের লোক যত বিবাহ না করিয়া থাকিতে পারিবে ততই দেশের কল্যাণ এবং ধার্মিক লোকের নিজেরও প্রকৃত কল্যাণ। তোমার ভয় নাই; মা-চণ্ডী তোমার রিপুদল সব নাশ করিয়া দিবেন। বিবাহ কখন করিও না, তাহা হইলে একেবারে সংসারে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়া মারা যাইবে। শৈ— ঠিক বলে, তাহার কথা শুনিয়া চলিবে, আর কাহারো কথা ও-সম্বন্ধে শুনিবে না। জপধ্যান সময় পাইলেই করিবে, তাঁহার কৃপায় মনে খুব বল হইলে সংসারের দায়িত্ব আপনা হইতেই প্রভু ছাড়াইয়া দিবেন। ঠাকুর বলিতেন, "বাড়ীর বৌ যখন পূর্ণগর্ভাবস্থা প্রাপ্ত হয়, শাশুড়ী তখন বৌকে আর কাজ করিতে দেন না; কিন্তু তার পূর্বে তিনি বৌকে কার্য করিতে মানা করেন না বরং ক্রমে ক্রমে কাজ কমিয়ে দেন। শেষে একেবারেই কাজ করিতে দেন না।" তোমার সেইরূপই হইবে।

ধ্যানের পূর্বে প্রথমে গুরুমূর্তি ধ্যান করিলে ভাল, পরে সেই গুরুস্থানে ঠাকুরের মূর্তি আসিয়া উপস্থিত হইবেই হইবে। দাঁড়ান অবস্থায়ই হউক বা বসা অবস্থায়ই হউক, যাহা তোমার ভাল লাগে তাহাই করিবে। সম্পূর্ণ মূর্তি ধ্যান করিতে পারিলেই ভাল, নচেৎ শ্রীপাদপদ্ম বা শ্রীমুখ বা হৃদয়। হৃদয়ে ধ্যান করিলে ভাল হয়, কখন কখন তাহা না পারিলে তিনি সামনে আছেন, এই ভাবনা করিয়া

ধ্যান করিও। বাহ্যপূজা করিতে যদি অসুবিধা বোধ কর তাহাতে ক্ষতি নাই, মানস পূজা করিবে—উহা উত্তম।

আর অধিক কি লিখিব? তোমার ভয় নাই। প্রভু তোমায় ঠিক পথে চালাইবেন। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। আমার শরীর তত মন্দ নয়। তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৫৪)

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
১১।১।২৩

শ্রীমান—,

কয়দিন হইল তোমার পত্র পাইয়াছি। প্রভুর কৃপায় তুমি ভাল আছ এবং তাঁহার সেবাদি বেশ চলিতেছে শুনিয়া আনন্দ হইল।

দেশের মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া একটা খুব উচ্চ কার্য, তাহার সন্দেহ নাই; স্বামীজীর ইহাতে প্রবল ইচ্ছা ছিল। যদি তোমার মত গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের অন্যান্য কতকগুলি কার্যক্ষম

অধ্যবসায়সম্পন্ন লোক একত্র হইয়া কার্য করে, তবেই উহা সম্ভব হইতে পারে। তুমি একা কি করিবে? সন্ন্যাসী হইয়াও কর্ম করিতে হইবে—মঠের সন্ন্যাসীরাও কর্ম করে। ঠাকুরের ব্যাপার স্বতন্ত্র। স্বামীজী সন্ন্যাসীদের কেবল ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান—এসব একেবারেই পছন্দ করিতেন না, বরং ঘৃণা করিতেন। প্রভুর নাম করিয়া দরিদ্র-পীড়িত-নারায়ণদের ঔষধ দিতেছ এবং তাঁহার কৃপায় সুফল ফলিতেছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। আমাদের সব সেবাশ্রমেই এরূপ হইতেছে।

কার্তিক মাসে একবার মঠে আসিতে ইচ্ছা করিতেছ, উত্তম কথা। কিন্তু মঠে এখন অত্যন্ত স্থানাভাব। আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের সময় যে কি হইবে তাহা বলিতে পারি না। যেরূপ হয় পরে লিখিয়া জানিয়া লইও।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহ, প্রীতি ও আশীর্বাদ জানিও এবং ওখানকার ভক্তদের সকলকে জানাইও। প্রভুর কৃপায় এখানকার সব একপ্রকার কুশল। গত মঙ্গলবার ৯ই জানুয়ারী শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের জন্মতিথি ও উৎসব একদিনেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৫৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

বেলুড়, হাওড়া

১৬।১।২৩

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তাঁহাকে যত আপনার করিয়া ভাবিবে ততই তিনি তোমায় আপনার করিয়া লইবেন, ইহা নিশ্চয়। তুমি যেরূপভাবে তাঁহাকে ভাবিবার চেষ্টা ও তাঁহার দর্শনের অভিলাষ করিতেছ, সেই ভাবেই তিনি তোমায় দর্শন দিবেন, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমি আন্তরিক আশীর্বাদ করি, তোমার মানবজীবন সফল হউক, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক এবং নিশ্চয়ই তাহা হইবে। তুমি পতিতপাবন পরমদয়াল যুগধর্মসংস্থাপক ভগবদবতার শ্রীরামকৃষ্ণের শরণ লইয়াছ,—তোমার জন্মজন্মান্তরের পুণ্যফলে ইহা হইয়াছে, নিশ্চয় জানিবে।

শ্রীশ্রীস্বামীজীর জন্মোৎসবে তোমরা ওখানে আনন্দ করিয়াছ এবং অনেকগুলি দরিদ্রনারায়ণের সেবা করিয়াছ শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আজকাল কোথাও কোন সরকারী কর্মচারী স্বামীজী বা ঠাকুর সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দিতে বাধা দেন না। তোমাদের ওখানে বোধ হয় কোন নূতন লোক আসিয়াছেন। যাহা হউক,

ভবিষ্যতে বোধ হয় কোন বাধা হইবে না। ছেলেগুলিকে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ দিবে এবং উৎসাহিত করিবে শুভ কার্যের জন্য। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহ-আশীর্বাদ জানিবে। মঠের একপ্রকার কুশল প্রভুর ইচ্ছায়। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৫৬)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
ভুবনেশ্বর, পুরী
২০।৪।২৩

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইলাম। প্রভুর আশ্রমের ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতেছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। তুমি যেরূপভাবে ওখানে আছ ঐভাবেই থাকিবে, তাহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে—নিশ্চয় জানিও। বিপদে-সম্পদে প্রভুই তোমায় দেখিতেছেন। বিপদ আসিলেই ভক্তের প্রভুর চরণে বিশ্বাস-ভক্তি আরও বৃদ্ধি হয়—কমে না। বিশ্বাস-ভক্তি বাড়াইবার জন্যই প্রভু ভক্তকে বিপদে ফেলেন। তুমি কখনই কোন কারণে পশ্চাদপদ হইবে না। সকলকেই ভালবাসিবে, কাহারও সহিত কখনও অসৎ ব্যবহার করিবে না।

কেবল প্রভুরই শরণাপন্ন হইয়া থাকিবে। একা আছ উত্তম—খুব জপধ্যান, প্রভুর বিষয় পাঠ, তাঁর গুণগান ও প্রার্থনা করিবে। ভক্তদের সঙ্গে তাঁহার গুণের ও কার্যের চর্চা করিবে। আশ্রমের কাজকর্ম ও সেবা করিবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শান্তিতে থাকিবে।

অধিক আর কি লিখিব? আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৫৭)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
২৬শে মে, ১৯২৩

শ্রীমান—,

তোমার ও —র পত্র একসঙ্গে পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আমি ভুবনেশ্বর হইতে প্রায় চব্বিশ দিন হয় মঠে আসিয়াছি এবং শারীরিক ভাল আছি প্রভুর কৃপায়। মঠের ছেলেরাও সকলে একপ্রকার ভাল। আশীর্বাদ করি ভগবানে সম্পূর্ণ মনপ্রাণ দিতে সক্ষম হও, সম্পূর্ণ নির্ভর তাঁহাতে হউক।

যখন ইহা বুঝিতে পারিতেছ যে তোমাদের শরীর ও মন সাধনোপযোগী নয়, তখন তাঁহার একান্ত শরণাপন্ন হইয়া পড়িয়া থাক; তাঁহার যখন কৃপা হইবে তখন সুখে সাধনভজন করিতে পারিবে, মনে শান্তি হইবে। গতি নিশ্চয়ই আছে। যখন সংসার ছাড়িয়াছ, তাঁহার শরণ লইয়াছ, তখন তিনি কখনও তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না; ঠাকুরের দ্বারে আসিয়া কখনই কেউ রিক্তহস্তে ফিরিবে না। প্রভুর কৃপায় স্বাস্থ্যকর এবং সাধনানুকূল স্থান পাইয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। তুমি শান্তিলাভ কর, আন্তরিক প্রার্থনা করি। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৫৮)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড়, হাওড়া

২১।৬।২৩

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি ব্যস্ত হইও না; নামজপ ও যথাসাধ্য ধ্যান যেমন করিতেছ, তাহাই করিতে থাক। যে মন এতদিন কেবল বিষয়চিন্তা করিয়া ও

বিষয়ভোগ করিয়া [illegible], তাহাকে একেবারে সংযত করিয়া ভগবৎ-চরণে লয় করা সম্ভব নয়। তবে ধীরে ধীরে তাঁহার নামজপ ও তাঁহার কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে করিতে ক্রমে তাঁহাতে লয় হইবেই হইবে। তাঁহার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়, নিশ্চয়ই জানিবে। প্রভু যুগাবতার, যুগগুরু, ঈশ্বরাবতার; তিনি সকলের অন্তরাত্মা, তাঁহাকে হৃদয়ের মধ্যে ডাকিলেই হৃদয় চৈতন্যময় হইয়া যায়; তোমারও তাহাই হইবে, নিশ্চয়ই হইবে, আমি বলিতেছি। তিনি কাহাকেও বিমুখ করেন না, যে ডাকে সেই তাঁহাকে পায়—তুমিও পাইবে।

মনে কখনও নৈরাশ্য আসিতে দিও না। যখন ভাগ্যক্রমে আমাদের কাছে আসিয়া পড়িয়াছ তখন তোমার মনোভীষ্ট নিশ্চয় সিদ্ধ হইবে, কোন চিন্তা নাই। মন স্বভাবতঃই চঞ্চল। তাঁহার নামের বলে, প্রার্থনার বলে মনকে স্থির করিতে হইবে। মনে কতপ্রকার প্রাচীন কুসংস্কার রহিয়াছে! নামের ও প্রার্থনার বলে সে-সকলকে ক্ষীণ, বলহীন করিতে হইবে। তোমার তাহা হইবে, ভয় নাই। সৎসঙ্গটা যতদূর সম্ভব করিবে। অসৎসঙ্গ যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করিবে।

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে এবং মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৫৭)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
২৬।৬।১৯২৩

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমরা ঠাকুরের নূতন বাড়ীতে গিয়াছ এবং রীতিমত যজ্ঞাদি করিয়া ঠাকুরকে স্থাপন করিয়াছ শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম।

যে-সকল ছেলেরা আন্তরিক প্রভুর কার্য, সাধনভজন ও পাঠাদি করে এবং তাহাদের ভিতর যাহারা বৈরাগ্যবান, প্রভুই তাহাদের জীবনের ভার নিশ্চয় লইবেন; আমার বোধ হয় তিনি লইয়াছেন। আমাকে তুমি তাহাদের ভার লইতে বলিয়াছ, কিন্তু আমার সর্বস্ব-ধনই ঠাকুর। গুরু-অভিমান আমার কোনকালেই নাই এবং হইবার কোন সম্ভাবনাও নাই। কারণ আমি তাঁহার দাস, দাসানুদাস— আমি আবার গুরু হইব কি? আমি চিরকালই শিষ্য, চিরকালই দাস। প্রভুই আমার সর্বস্ব। অবশ্য যাহারা আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, প্রভুই তাহাদের জীবনের সমস্ত ভারই লইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

তুমি ভক্তি করিয়া আমাকে যেরূপ লিখিয়াছ, সে-সব প্রভুরই

বিশেষণ এবং সে-সকল তাঁহারই প্রাপ্য। তিনিই যুগাবতার, তিনিই জগতের উদ্ধারের জন্য রামকৃষ্ণ-নামে ও রূপে সভক্ত জগতে অবতার হইয়াছেন। আমাদের রাখিয়াছেন কেবল এই সংবাদ জগতে দিবার জন্য। আমরা জীবকে বলি ও বলিব, "ভগবান রামকৃষ্ণরূপে অবতার হয়েছেন, তোমরা সকলে তাঁহার আশ্রয় লও, তাঁহার নাম কর, তাঁহার চরিত্র পাঠ কর, তাঁহার গুণগান কর। তাঁহার বিশেষ প্রকাশস্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্র পাঠ কর, তাঁহার কার্য, প্রিয় কার্য যথাসাধ্য কর, তাহা হইলেই পরম কল্যাণ হইবে; ভবসংসার পার হইবার আর ভাবনা নাই।"

আমাকে যেরূপ বলিয়াছ সে আমি নহি—সে ঠাকুর। আমি তাঁহার দাস, তাঁহার সন্তান। তাঁহার কথা জীবকে বলিব বলিয়াই তিনি আমাকে বা আমাদের এখনও জগতে রাখিয়াছেন; ইহার অধিক আর কিছুই নয়। তুমি যেরূপ কার্য করিতেছ তাহা প্রভু ও স্বামীজীর প্রিয় কার্য—ইহাতে তোমাদের ও বহুলোকের কল্যাণ হইবে, নিশ্চয় বলিতেছি। ঠাকুরের নাম কর, তাঁহার ধ্যান কর, তাঁহার কাছে প্রাণের সহিত প্রার্থনা কর—পবিত্র হইবে, বহু লোককে পবিত্র করিবে। শেষকালে যে শ্লোকটি লিখিয়াছ তাহা অতি উত্তম। বাস্তবিকই সংসার এইরূপ। এইটি ধারণা হইলে সংসারে কোন কার্যেই জীবের আসক্তি থাকে না। তবে শুভকার্য অর্থাৎ নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্ম যতক্ষণ দেহ থাকিবে ততক্ষণ করিতে হইবে। শ্রীভগবানের আশ্রয় লইয়াছ, আর ভয় কি? আনন্দে তাঁহার গুণগান কর, তাঁহার স্মরণ-মনন কর, তাঁহার কার্য যথাসাধ্য কর,

জীবন ধন্য হউক। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে, ছেলেদেরও দিবে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৬০)

শ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
১৯৷৮৷১৯২৩

শ্রীমান—,

তোমার সুদীর্ঘ পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। সংক্ষেপে উত্তর দিতেছি। এখন তুমি যেরূপ করিতেছ করিয়া যাও। —র কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। বাস্তবিকই স্বামীজী মহারাজের প্রাণের কথাই ঐ-সকল। জনসাধারণ, জনসাধারণ করিয়া তিনি অনেক সময় যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। গরীব-দুঃখী যেন তাঁহার প্রাণ ছিল। তাহাদের তুলিবার জন্য যাহারা যাহা-কিছু দিতে পারিবে, তাহা স্বামীজীর প্রাণের কার্য বলিয়া জানিবে।

… প্রভুর সাক্ষাৎ ভক্তদের (যথা, প্রেমানন্দ স্বামী প্রভৃতি) অনুজ্ঞা ও প্রেরণায় যাহারা ভজন-সাধন বা কাজ-কর্ম করিতেছে, তাহাদের সে-সকল কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা বা অন্যরূপ করিতে

বলার শক্তি এখনও —হয় নাই। তাহার নিজের যাহা ভাল বোধ হইয়াছে, সে তোমায় তাহাই বলিয়াছে। অবশ্য কতগুলি সাধারণ উপদেশ আছে—যথা, কর্ম করিতে গেলে আসক্তি আসে ইত্যাদি ইত্যাদি কথা ঠিক বটে; কিন্তু ঠাকুর, স্বামীজী ও মা-ঠাকুরাণীর এ রাজ্য অন্যপ্রকার। এ যুগধর্ম-সংস্থাপনের কার্য—ইহা কেবল সাধন-ভজন, ধ্যান-জপ ও ত্যাগ-তপস্যার রাজ্য নয়। এ রাজ্যে সাধন-ভজনের সঙ্গে সঙ্গে কার্য করা চাই। আমাদের (প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদের) আদেশে যাহারা কর্ম করিবে, তাহারা কখনই কর্মে আসক্ত হইবে না। প্রভু স্বয়ং তাহাদের জন্য দায়ী হন। তাহারা কখনই কর্মে আসক্ত হইবে না।

আর অধিক :কি লিখিব। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি ও তোমরা জানিবে। আমার শরীর তত ভাল নয়। মঠের স্বাস্থ্য এখনও তত খারাপ হয় নাই। তবে ডেঙ্গুজ্বর তিন-চারি জনের হইয়াছিল; এখন ক্রমে সকলেই ভাল হইতেছে। আশা করি, প্রভুর কৃপায় তোমরা সকলে ভাল আছে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৬১)

শরণং

ক্রিংফিল্ড
নীলগিরি, মাদ্রাজ
০।৫।২৫

মা—,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। তোমার পত্র লিখিতে দেরী হইলে কোন ক্ষতি নাই। তোমার যখন ইচ্ছা হইবে লিখিও; ইহাতে তোমার কোন অপরাধ হইবে না। আমি তোমার বিশ্বাস-ভক্তি-প্রীতির জন্য নিশ্চয় প্রার্থনা করি। আমি যাহাকে একবার ঠাকুরের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছি, আমি তাঁহার কাছে তাহার প্রীতি, ভক্তি, বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকি, নিশ্চয় জানিবে। তুমি নিশ্চয় পবিত্র ও সরল—ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। তুমি বালিকার ন্যায় তাঁহার কাছে আবদার করিবে; প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, পবিত্রতা, সরলতা চাহিবে। তিনি তোমায় উহা নিশ্চয়ই দিবেন। তিনি পরম দয়াল, পরম প্রেমময়, পরম পবিত্রতাময়; তিনি ভক্তকে বড় ভালবাসেন। ভক্তের জন্যই তিনি নরদেহধারণ করেন। তোমাকে তিনি বড়ই স্নেহ করেন, নিশ্চয় জানিও।

অধিবেশনে নিয়মিতরূপে যাইবে। খোকা মহারাজ ঢাকায় যাইয়া তোমাদের খুব আনন্দ দিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া বড়ই সুখী

হইলাম। ঠাকুর-স্বামীজীর বই পড়িতেছ, বড়ই আনন্দের কথা। বেশ নিয়মিতরূপে পড়িবে। আমি ভাল আছি। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহপ্রীতি জানিবে। শারীরিক কেমন আছ লেখ নাই। শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিবে; কখনও তাচ্ছিল্য করিও না। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৬২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম

বুল টেম্পল রোড, ব্যাঙ্গালোর,

২৩।৭।২৪

মা—,

অনেক দিনের পর তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। চিন্তা কি, মা? ঠাকুর তোমার মন তাঁহার পাদপদ্মে নিশ্চয়ই সংলগ্ন করিয়া দিবেন। নিত্য অভ্যাসটি রাখিও। হৃদয়ের যত ভালবাসা সব তাঁহার পাদপদ্মে ঢালিয়া দিবে। সকলের হৃদয়েই কিছু-না-কিছু, কোন-না-কোন জিনিসের উপর ভালবাসা আছেই আছে। সেই ভালবাসাও কেবল তাঁহার উপর ঢালিয়া দিবে। তোমার যখন তাঁহার কৃপায় বহু জন্মজন্মান্তরের সুকৃতিফলে সাধারণের মত জীবনের উদ্দেশ্য নহে, তখন তোমার আর অন্য কি

কর্তব্য বিশেষ আছে ? সংসারের কিছু-কিছু কাজ-কর্ম এবং তাঁহার জপধ্যান, তাঁহার বিষয়ে পাঠ, তাঁহার বিষয়ে চর্চা ও তাঁহার পূজাদি করিয়া আনন্দে জীবন কাটাইয়া দিবে।

তুমি ঠাকুরের সাক্ষাৎ দাসের নিকট তাঁহার পূত পতিতপাবন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ। তোমার ভাবনা কি, মা ? ঠাকুরের কাছে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিবে। বলিবে, "ঠাকুর, আমার যে ভক্তি নাই—ভক্তি দাও ; প্রেম নাই—প্রেম দাও ; তুমি দয়া ও প্রেমের ঠাকুর, আমাদের উদ্ধারের জন্য যে তুমি দয়া করে ভক্তসঙ্গে অবতার হয়েছ ; তোমার ভক্তের কাছেই তো তোমার পতিতপাবন প্রেমময় নাম পেয়েছি। ঠাকুর, আমায় দয়া কর, তুমিই তো আমার আপনার হতেও আপনার ; তোমায় ভালবাসতে শিখাও।" নির্জনে বসিয়া এইরূপে খুব প্রার্থনা করিবে ; দেখিবে হৃদয়ে প্রেম অনুভূত হইবে, শান্তি পাইবে, নিশ্চয়ই পাইবে—আমি বলিতেছি।

৺পূজার সময় বাড়ী যাইবে, উত্তম। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে। ইতি

তোমার ও তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৬৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
বুল টেম্পল, ব্যাঙ্গালোর
৩।১০।২৪

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়াছি। বিশু ভাল হইয়া অন্নপথ্য করিয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। ঢাকা মঠে মার প্রতিমায় আরাধনা হইবে, আমি পূর্বেই শুনিয়াছি—অতি উত্তম, অতি উত্তম।

প্রাণভরিয়া জপ করিয়া যাও। মনে মনে জপই শ্রেষ্ঠ জপ; সংখ্যা রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই, উহা প্রবর্তকদের পক্ষে ... কিন্তু যাহারা প্রেমের সহিত তাঁহার নাম করিতে পারে তাহাদের সংখ্যা রাখার কোন দরকার নাই। তুমি প্রাণভরিয়া খুব নাম করিয়া যাও। ঠাকুরকে জাগতিক সম্বন্ধে মা-ভাবে ডাকিতে পারিলে খুব ভাল। বাস্তবিক তিনি ও মা-জগদম্বা কালী অভেদ; তিনিই গায়ত্রী। তোমার যেমন ভাল লাগে তাহাই করিও। মা-সম্বন্ধ বড়ই মধুর এবং খুব পবিত্র—খুব ধ্যান হয় এবং খুব অগ্রসর করিয়া দেয়। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। খুব সম্ভব এক মাসের মধ্যেই মঠে যাইতে পারি, ঠাকুরের ইচ্ছায়। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৬৪)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

রামকৃষ্ণ আশ্রম
বসভানগুড়ি, ব্যাঙ্গালোর
২৩।১১।২৪

শ্রীমান য—,

আমি সর্বদাই অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি শ্রীশ্রীঠাকুর, মা, স্বামীজীদের শ্রীচরণে তোমাদের বিশ্বাস হিমালয়ের ন্যায় অচল অটল হউক এবং তোমরা তাঁহাদের কার্য অদম্য উৎসাহের সহিত করিতে থাক, তোমরা তাঁহার পথে খুব অগ্রসর হও এবং সঙ্গে সঙ্গে বহুলোকের কল্যাণ হউক। প্রভুর উদার পবিত্র সার্বজনীন ধর্ম ভারতে সর্বস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ুক এবং জগতে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হউক। অন্ততঃ সকলে সমতার দিকে অগ্রসর হউক, ধর্মের ভিতর ভেদজ্ঞান সকলের ভিতর হইতে দূর হইতে থাকুক, অভেদজ্ঞানের দিকে জগতের কার্যসকল চালিত হইতে থাকুক এবং এক ভগবানই যে সকলের অন্তরাত্মা ইহাই জগৎ জানিতে থাকুক। তাহা হইলেই শান্তি আসিবে, অন্য কোন উপায়েই নহে।

— আমাকে এখনও কিছু লেখে নাই, বোধ হয় শীঘ্র লিখিবে। বম্বে তোমাদের ও সেখানকার ভক্তদের একবার দেখিলে আমার

খুব আনন্দ হইবে এবং যাইতে ইচ্ছাও হয়। তবে অনেকটা দূর, ভাবিলেই ভয় হয়। আমি শীঘ্র মাদ্রাজ যাইব মনে করিয়াছি। সেখানে যাইয়া প্রভুর ইচ্ছা যাহা হয় স্থির করা যাইবে।

কানাই ওখানে শারীরিক ও মানসিক বেশ ভাল আছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। সে ওখানে স্থির হইয়া অন্ততঃ তিন বৎসর কাল থাকে, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। আমরা জানি সে ছেলে খুব ভাল এবং পবিত্রচরিত্র ও কাজের লোক।

জিতেনের চিঠিও কাল পাইয়াছি; তাহারও উত্তর এই পত্রের ভিতর দিলাম। তোমরা সকলে ও ওখানকার ভক্তেরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। আমার শরীর তত মন্দ নাই, তবে বুড়ো শরীর যেমন হয়। এখানকার সংবাদ একপ্রকার ভাল।

শ্রীবাসানন্দ খুব সাধনভজনে লাগিয়াছে। 'শ্রীশ্রীকথামৃত' কানাড়া ভাষায় অনুবাদ করাইতেছে, দুইজন ভাল পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছে, নিজেও খুব খাটিতেছে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৬৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

বম্বে

১১।২।২৫

শ্রীমান—,

তোমার পত্র এই মাত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আমি জানি তুমি সন্ন্যাসধর্মের ঠিক উপযুক্ত অধিকারী। মহারাজ তোমায় খুব কৃপা করিতেন। সবই ঠাকুরের ইচ্ছা; তিনি স্থূল দেহ ছাড়িয়া ঠাকুরের দিব্যধামে বিরাজ করিতেছেন। ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তেরা এখন আমাকে তাঁহাদের এই মহৎ কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। কার্য সব তিনিই করিতেছেন—আমি ও আমরা নিমিত্তমাত্র। আমি ঠাকুরের তিথিপূজার পূর্বেই খুব সম্ভব বিশ বা একুশে ফেব্রুয়ারী নাগাত মঠে পৌছিব। তুমি মঠে আসিয়া সন্ন্যাস লইও।

ঢাকার কাজের বিষয় শুনিয়া সুখী হইয়াছি। ঠাকুরের ইচ্ছায় ওখানকার কাজ ক্রমে খুব ভাল হইবে। এবার খোকা মহারাজ প্রভৃতি সকলে ওখানে গিয়া খুব ভাল হইয়াছে। এখানকার কাজও তাঁহার ইচ্ছায় বেশ অগ্রসর হইতেছে। আশ্রমটি স্থায়ী হইবার সুবিধা হইয়াছে। দেখা হইলে সব বলিব। নাগপুরেও ঠাকুরের একটি আশ্রম হইতেছে। বাড়ীর বুনিয়াদ পর্যন্ত গাঁথা হইয়াছে।

আমি পরশু ১৩ই শুক্রবার এখান হইতে রওনা হইয়া নাগপুরে দুই-তিন দিন বিশ্রাম করিব, তারপর ধীরে ধীরে মঠে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে—আশ্রমস্থ সকলকে জানাইবে। আমার শরীর তত মন্দ নয়—তবে তত ভালও নয়। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৬৬)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
২২।২।২৫

শ্রীমান য—,

তোমার পত্র ও কতকগুলি অভিভাষণ ও খবরের কাগজের cuttings (টুকরাগুলি) এই মাত্র পাইলাম। পত্র পড়িয়া বড়ই আনন্দ হইল। হাঁ, নিশ্চয় তুমি মাঝে মাঝে বক্তৃতাদি দিবে। আমি পূর্বেই তোমায় একথা বলিয়াছি। তুমি আরম্ভ কর; ঠাকুর-স্বামীজীর শক্তি তুমি নিশ্চয়ই অনুভব করিবে এবং ক্রমে তোমার বক্তৃতাদি খুব ভাল হইবে, আমি বলিতেছি। ঠাকুর-স্বামীজী তোমাদের পশ্চাতে সর্বদাই রহিয়াছেন। খুব ধ্যান কর, খুব কাজ

কর; তাঁহাদের শক্তি নিশ্চয়ই অনুভব করিবে। আমিও সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে সূক্ষ্মশরীরে আছি, ইহা নিশ্চয় জানিবে। মহারাজও সর্বদা সূক্ষ্মদেহে তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন, আমি নিশ্চয় জানি।

শ্রীবাসানন্দের কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। শ্রীযুত— নিশ্চয়ই খুব আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছেন, আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। ঠাকুর-স্বামীজী কোথা দিয়া কোন্ সূত্রে তাঁহার কাজ করাইয়া লইবেন কেহই জানে না। তিনি যুগাবতার; যুগধর্ম-সংস্থাপনের জন্য তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ অবতরণ। এখনও কত কি হইবে কে জানে? তোমরা দেখিয়া অবাক হইয়া যাইবে।

— এখানে আছে; সে বেশ লোক। তাহার হইয়া যাইবে, কোন চিন্তা নাই। তুমি, জিতেন ও কানাই, সুব্রহ্মণ্য, কাদা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। —কে আমার বিশেষ স্নেহ-ভালবাসা দিও। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৬৭)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
১৩।৩।২৫

শ্রীমান য—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম; সংবাদপত্রের দুইখানি cuttings (টুকরা) সেইসঙ্গে পাইলাম। পূর্বে যে টুকরাগুলি পাঠাইয়াছিলে তাহাও পাইয়াছিলাম এবং পড়িয়াছিলাম এবং খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। Review (সমালোচনাও) বেশ হইয়াছিল। এবারকার cuttings (টুকরাগুলি) এখনও পড়ি নাই, পরে পড়িয়া তোমাকে লিখিব। বক্তৃতা দিবার সময় একটু nervous (অস্বস্তি) বোধ হইয়াছিল, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। ইহা তোমার সর্বসাধারণের সম্মুখে প্রথম বক্তৃতা; সুতরাং nervousness একটু আসিয়াছিল। ভবিষ্যতে ঠাকুরের ইচ্ছায় ওরূপ হইবে না। প্রথম প্রথম সকল বক্তাদেরই ওরূপ হয়। দুই-এক বার বক্তৃতা করিলে আর ওরূপ হইবে না। প্রভুর কৃপায় তোমার বক্তৃতা খুব forceful (জোরালো) ও impressive (আবেগময়) হইয়াছিল শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ঠাকুর-স্বামীজীর কৃপায় তুমি পরে খুব ভাল বক্তৃতা করিতে পারিবে, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

তোমরা তাঁহাদের কাজের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তাঁহার ধ্যান, তাঁহার নাম নিয়মিতরূপে করিবে; তিনি তোমাদের তাঁহার কাজ করিবার যথেষ্ট শক্তি দিবেন, আমি বলিতেছি। বোম্বের কাজ এবার আমি দেখিয়া আসিয়া বড়ই আশ্বস্ত হইয়াছি। প্রভু ও-অঞ্চলে তাঁহার মহিমা খুব প্রকাশ করিবেন। আশ্রম সম্বন্ধে —যখন খুব confident (আশান্বিত), তখন তোমাদের অধিক ভাবিবার প্রয়োজন নাই। —কে সমস্ত বিষয় পরিষ্কার করিয়া লিখিও। মধ্যে মধ্যে সে বোম্বে আসিলে প্রভুর ওখানকার কাজের খুব প্রসার হইবে। প্রভু তাঁহার শরীরটা বেশ সুস্থ রাখুন, আন্তরিক প্রার্থনা করি।

ডাঃ পার্টেল আসিলে তাঁহাদের খাতির-যত্ন করিবার চেষ্টা যথাসাধ্য করা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সন্ন্যাসীর মঠ, তাঁহাদের হয়তো কিছু কষ্ট বা অসুবিধা হইতেও পারে; তাঁহারা যেন কিছু মনে না করেন দয়া করিয়া।

— সতীশ প্রভৃতি শুনিতেছি এখন ব্যাঙ্গালোরে আছে। তোমরা তাহাকে একখানা পত্র বেশ প্রেমের সহিত লিখিলে ভাল হয়; যদি সে রাজী হয় তো কোন কথাই নাই। এরূপভাবে লিখিও যাতে সে রাজী হয়, সে খুব ভাল লোক। ওখান থেকে ⁄দ্বারকাদি স্থান অনায়াসে দর্শন করিতে পারিবে। তোমরা তাহার খরচাদি সব যোগাড় করিয়া দিবে এরূপ ভাবের আভাস দিও। সে উত্তরে কি লিখে আমায় জানাইও, তারপর যদি আবশ্যক হয় তো আমি তাহাকে লিখিব।

তুমি, জিতেন, কানাই, সুব্রহ্মণ্য, কাদা ও অন্যান্য সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ... ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৬৮)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় মঠ, হাওড়া
২১।৪।১৯২৫

শ্রীমান—,

তোমার ২৭।৩ তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম, কি মিশনের কাজে প্রায় দুই-তিন সপ্তাহ এত ব্যস্ত ছিলাম যে, তোমা চিঠির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

প্রভুর কৃপায় কোন চিন্তা নাই। তোমার জীবন সেই দি হইতেই ধন্য হইয়াছ, যেইদিন তোমায় আমি তাঁহার শ্রীপাদপ সমর্পণ করিয়াছি এবং তুমি তোমার জীবন তাঁহার পাদপদ্মে সমর্প করিয়াছ। আর তোমার কোন ভয় নাই। যথাসাধ্য তাঁহা স্মরণ-মনন করিতে থাক। তিনি সর্বদা তোমায় দেখিতেছে তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমায় রক্ষা করিতেছেন—এই ভাবটি সর্বদা মনে

রাখিবে। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। আমার শরীর তত মন্দ নাই। মধ্যে মধ্যে কুশলসংবাদে সুখী করিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৬৯)

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড়, হাওড়া

১৭।৫।২৫

শ্রীমান— ও —,

—কের পত্রখানি সেই সঙ্গে পাঠাইলাম, পড়িয়া দেখিও। তাহার শরীরটা অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে লিখিয়াছে এবং সে কিছুদিন আমাদের কাছে থাকিতে চায়। তোমরা এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া তাহাকে একবার কিছুদিনের জন্য মঠে পাঠাইতে পার তো বড় ভাল হয়। তাহা না হইলে তাহার উপর বড়ই কঠোর ব্যবহার করা হয়, যাহা আমাদের দ্বারা হওয়া উচিত নয়। ঠাকুরের প্রেমের রাজ্য। আমরা এই যে তাঁহার ইচ্ছায় এত ভক্ত সমবেত হইয়াছি, ইহা কেবল তাঁহার অকৃত্রিম স্বর্গীয় প্রেমের আকর্ষণে, এবং যে প্রেম প্রভুই জগতে আনিয়াছেন, আমরা সকলে সেই প্রেমের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সমবেত হইতেছি এবং আরও হইব। যাহা হউক, তোমরা

পরামর্শ করিয়া যদি একান্ত অসম্ভব না হয় তো —কে একবার কিছু দিনের জন্ত মঠে পাঠাইয়া দিও, সে আবার যাইবে। তোমরা এ সম্বন্ধে —র সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া একটা স্থির করিও। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তোমরা সকলে জানিবে। এখানকার সব একপ্রকার মঙ্গল প্রভুর কৃপায়। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৭০)

শরণম্

বেলুড়, হাওড়া
২৬।৬।২৫

শ্রীমান—,

তোমার শনিবারের লিখিত পত্র আজ সোমবারে পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি।

যে মন্ত্র জপ করিতেছ উহাই ঠিক। প্রতিদিন জপ অবশ্য করিবে। আহারাদি যেরূপ নিত্য নিয়মিতরূপে করিয়া থাক, ভগবানের স্মরণ-মনন অবশ্য নিত্য নিয়মিতরূপে করা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া জানিবে। জপ করিতে করিতে তাঁহার কৃপা হয়, কৃপা হইলেই মন স্থির হইবে, আনন্দ পাইবে। প্রার্থনা করা বিশেষ দরকার—

প্রার্থনা করিলে তিনি দয়া করেন, চাইলেই তিনি দেন। তিনি বড় দয়াল। তিনি তোমার অন্তরেই আছেন, তিনি চান হৃদয়ের প্রেম। প্রেমের সহিত চাইলেই তিনি প্রেম-ভক্তি সব দেন। প্রেমের সহিত নাম করিবে, দেখিবে অন্তরে তাঁহার প্রকাশ। আমি অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি, ঠাকুর তোমায় খুব বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি দিন; তোমার মন স্থির হউক, তুমি পবিত্র হও; তাঁহার রাজ্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হও।

পূর্ব পত্রে সব লিখিয়াছি, এখন আর বিশেষ লিখিবার নাই। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও স্নেহ-প্রীতি জানিবে। ঠাকুর তোমায় খুব ভক্তি, বিশ্বাস, প্রীতি দিন। এখানে দিন কয়েক হইতে খুব ঝড় ও গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হইতেছে। ওখানে কি এখন খুব গরম? বৃষ্টি এর মধ্যে কি হয় নাই? ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ—ক্লাবের ছেলেদের আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানাইবে। বিজ্ঞানানন্দ স্বামীকে আমার নমস্কার ও ভালবাসা দিবে।

(১৭১)

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
১২।৮।২৫

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। সহস্র সম্পদের ভিতরে সংসারে থাকিয়া যে মনে করে 'আমি বেশ আনন্দে আছি,' সে বড় ভ্রান্ত।…কিন্তু ভগবৎকৃপায় বা বহুজন্মের সুকৃতিফলে যাহার উপর গুরুকৃপা হইয়াছে, সে কখনই, যে-কোন অবস্থায়াই হউক, সংসারকে কখনও সুখময়, শান্তিময় স্থান মনে করিতে পারে না এবং সততই সেইজন্য সে মোহের পার ভগবৎ-নিকেতনে আশ্রয় লইতে চেষ্টা করে। তোমার পত্রগুলি যখনই আমি পাই ও পড়ি আমার খুব আনন্দ হয়, কারণ তোমার মন সংসারে কখনও শান্তিসুখ অনুভব করে না—ইহাই মুমুক্ষুর লক্ষণ। তোমার কোন ভয় নাই; ঠাকুর তোমায় যথার্থ পথেই চালাইতেছেন, তোমার পদস্খলনের ভয় নাই। তিনিই তোমায় সর্বদা দেখিতেছেন।

এখন কোনপ্রকারে ঐ মালাতেই জপ কর, কোন ক্ষতি নাই। এখন হইতে মালা সাবধানে রাখিও। পরে নূতন মালা লইলেই হইবে। এখানে যদি ৺পূজার সময় আসা হয়, তখন মালা

নূতন করিয়া লইয়া যাইবে। সম্ভবতঃ মহামায়ার পূজা প্রতিমায়ই হইবে, যদিও এখন পর্যন্ত কোন সংস্থানই নাই। এইরূপই প্রতি বৎসরই হয়, তাঁহার ইচ্ছায়।...

প্রার্থনা করি, তুমি ও তোমরা সর্বতোভাবে তাঁহার স্মরণ-মনন করিয়া সর্বাঙ্গীণ কুশলে থাক। আমার শরীর তত মন্দ নয়। মঠের স্বাস্থ্য তাঁহার ইচ্ছায় এখনও খারাপ হয় নাই, তবে সময় আসিতেছে। ইতি

তোমার চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৭২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
১৮।৩।২৬

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। ১ম প্রশ্নের উত্তর—শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি সম্মুখে রাখিয়া তৎপ্রতি চাহিয়া তাঁহার চিন্তা করিলে নিশ্চয়ই ধ্যান হইবে। ২য় উত্তর—হাঁ, জপের দ্বারাই কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ হয়। ঐ জাগরণ ভক্তের অজ্ঞাতসারে হয় এবং ঠাকুরের দর্শনও লাভ হয়। জাগরণের লক্ষণ—জপে

আনন্দবোধ হওয়া। ৩য় উত্তর—ইষ্টচিন্তার পূর্বে গুরুচিন্তা গুরুবীজের সহিত করিও। ৪র্থ—না। তোমার কোনরূপ আসন মুদ্রা করিবার প্রয়োজন নাই। যে আসনে বসিয়া জপ-ধ্যানের কোন অসুবিধা না হয় অর্থাৎ সহজ আসনে বসিয়া করাই ভাল।

তোমার স্ত্রীকে তোমার সুবিধামত একদিন মঠে আনিয়া দীক্ষিতা করিয়া লইয়া যাইও। ইতোমধ্যে তাহাকে ঠাকুরের বিষয় যতদূর পার বলিবে, ঠাকুরের সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পড়িতে দিবে। তাঁহার প্রতিমূর্তি একখানি তাহাকে দিবে এবং নিত্য প্রণাম করিতে বলিবে। ঠাকুরের বিষয় পাঠ করিয়া তাঁহার জীবনী চিন্তা করিতেও বলিবে। এইরূপ করিলে তাঁহার উপর শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি কিছু কিছু বর্ধিত হইবে। পরে দীক্ষা হইলে সাধনপথ ভবিষ্যতে সুগম হইবে। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে ও বাড়ীর সকলকে দিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৭৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীহাতীরামজী মঠ
উতকামণ্ড, মাদ্রাজ
১০।৬।২৬

শ্রীমান্—,

তোমার ৩৬ তারিখের পত্র পাইয়া আনন্দ হইল। আমি গত ৪ঠা মাদ্রাজ মঠ হইতে এখানে আসিয়াছি। সেখানে কার্যবশতঃ তিন সপ্তাহ থাকিতে হইয়াছিল।

... শরীর আমাদের ভালই আছে। আন্তরিক প্রার্থনা করি, প্রভু তোমার বিশ্বাস হিমাচলের ন্যায় অচল অটল করিয়া দিন। বিশ্বাসেই সব—বিশ্বাসেই শান্তি। ঠাকুর ধীরে ধীরে তোমার সব ঠিক করিয়া দিবেন। আমার ভিতর ঠাকুর ছাড়া আর কি আছে? আমার প্রাণ মন দেহ সবই তিনি। জগতে জীবকে বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, মুক্তি দিবার জন্যই তিনি আমাদের এখনও জীবিত রাখিয়াছেন। তোমাদের কোন চিন্তা নাই, বাবা; তোমরা সব তাঁহারই হইয়া গিয়াছ তাঁহার কৃপায়।

তুমি ও তোমরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৭৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীহাতীরামজী মঠ
উতকামণ্ড, মাদ্রাজ
১৩৷৬৷২৬

শ্রীমান—,

আমরা গত ৪ঠা জুন এখানে আসিয়াছি। মাদ্রাজ অতিশয় গরম হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানকার কাজ ঠাকুরের ইচ্ছায় একপ্রকার শেষ করিয়া এখানে আসিয়াছি। যাহা কিছু বাকী আছে এখানে বসিয়াই হইতে পারিবে। এ অতি শীতল ও রমণীয় পর্বত। এটি মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মনিবাস, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় আট হাজার ফিট উচ্চ ও বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ। আমরা যে বাড়ীটা পাইয়াছি ইহা দাক্ষিণাত্যের মহাতীর্থ তিরুপতি বা বালজী বা বেঙ্কটেশ্বরের মোহন্ত মহারাজের বাড়ী; তিরুপতির অতুল ঐশ্বর্য। এইটি মোহন্ত মহারাজের গ্রীষ্মনিবাস। এ বৎসর তিনি আসেন নাই। ঠাকুরের ইচ্ছায় তিনি কিছুদিনের জন্য আমাদের থাকিতে দিয়াছেন। উত্তম বাড়ী—আসবাব-পরিপূর্ণ; চারদিকে ফুলবাগান, বৃহৎ প্রাঙ্গণ, অনেক প্রকারের গাছপালা, বেশীর ভাগই ইউক্যালিপটাস্‌। এখানকার স্বাস্থ্য খুব ভাল। সকলেরই শরীর ভাল আছে; তবে আমার বুড়ো শরীর, কিছু-না-কিছু অসুখ

লাগিয়াই থাকে—বিশেষতঃ সর্দি ও কিছু কিছু বাত তো আছেই, তবে ঠাকুরের ইচ্ছায় তত কষ্টদায়ক নয়।

শুনিয়া সুখী হইবে, এখানেও ঠাকুরের একটি ছোটখাট মঠ নির্মিত হইতেছে; কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। গতবার যখন আমি এখানে আসিয়াছিলাম, তখন ইহার ভিত্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছিলাম। আশ্চর্যের বিষয়, ঠাকুরের কি মহিমা! জনৈক অস্পৃশ্যজাতীয় ধোপা দুই একর জমী দান করিয়াছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার ইষ্টদেবী (মা-শীতলা) বলিতেছেন, "তোর কাছে জন কতক লোক মঠ করিবার জন্য জায়গা চাইতে আসবে, এলে তুই দিস্।" দুই-তিন দিন এরূপ স্বপ্ন দেখেন, আর ভাবেন—"কৈ, আমার কাছে তো কেউই আসছেন না।" একদিন এখানকার ও মাদ্রাজের কয়েক জন ভক্ত মঠের জন্য একটু জায়গা খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় সেই জায়গার কাছে ইঁহাদের সঙ্গে ধোপা-ভক্তের দেখা হয়। ধোপা-ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন, "আপনারা এখানে কি দেখছেন?" উত্তরে তাঁহারা বলেন, "আমরা ঠাকুরের একটি মঠ করবার একটু জায়গা খুঁজছি।" যেমন এইকথা শোনা, অমনি ধোপা-ভক্ত বলিয়া উঠিলেন—"আমি যে ক'দিন থেকে আপনাদের খুঁজছি; আসুন, আমার এই বত্রিশ একর জায়গার ভিতর আপনারা দুই একর জায়গা নিন।" সঙ্গেসঙ্গে তখনই রেজেষ্টারী করিয়া দিলেন। ঠাকুরের কি যে আশ্চর্য লীলা! আমরা কেহই কিছু বুঝি না। ধন্য তিনি, ধন্য যুগধর্মসংস্থাপক ভগবদবতার, ধন্য জীবহিতকারী; ধন্য অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু!

আর অধিক কি লিখিব। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি ও বাড়ীর সকলে জানিবে। অনাদি কেমন আছে, তার জন্ম চিন্তিত আছি। ঠাকুর তাহাকে আরোগ্য করিয়া দিন, সে বড় ভাল ছেলে। এখানে বর্ষা বড় ভয়ানক। দাক্ষিণাত্যের মধ্যে এখানেই বৃষ্টি অধিক হয়, যেমন বাঙ্গলায় চেরাপুঞ্জির পাহাড়ে। সে বর্ষারও বেশী দেরী নাই। তবে সে সময় নাকি এখানকার স্বাস্থ্য খুব ভাল হয়। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৭৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীহাতীরামজী মঠ
উতকামণ্ড, মাদ্রাজ
১৫।৬।২৬

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। যাহা হউক, তুমি প্রভু-কৃপায় অনেকটা আরোগ্য হইয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। এইরূপ দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়া যাইলে তবে জীবন তৈয়ার হয়। সকলেই এইরূপে নিজ জীবন তৈয়ার করে। এতে ঠাকুরের উপর বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি দৃঢ় হয়; সহকর্মী ভাইদের প্রীতি, সহানুভূতি

বুঝিতে পারা যায়। অধিক কি বলিব। প্রার্থনা করি, তোমার মনে খুব বল হউক, বিশ্বাস ভক্তি প্রীতি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হউক এবং মানুষ হও। শীঘ্রই সারিয়া উঠিবে, কোন চিন্তা নাই। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। আমরা কিছু দিনের জন্য এখানে— শীঘ্রই অন্যত্র যাইব। এখানে ঠাকুরের একটি ছোট মঠ নির্মিত হইতেছে। স্থানীয় ভক্তেরাই উদ্যোগ করিয়া করিতেছেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৭৬)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীহাতীরামজী মঠ

উতকামণ্ড, মান্দ্রাজ

২২শে জুলাই, ১৯২৬

শ্রীমা—,

তোমার ২৫ জুলাইর পত্র যথাসময়ে পাইয়া সুখী হইয়াছি। আমরা এখনও এইখানেই আছি; আরো বোধ হয় মাস খানেক এখানে থাকা হইতে পারে প্রভুর ইচ্ছায়।

এখন বাড়ী বেশ নির্জন হইয়াছে—এই সময় সাধ্যমত খুব ভজন কর। ঠাকুর তোমাকে ঠিক চালাইবেন ও চালাইতেছেন, আমি

জানি; কোন চিন্তা নাই। এতদিনে ঠিক সত্যবস্তু ধরিতে পারিয়াছ তাঁহার কৃপায়। যাহারা জীবনে ঠিক ঠিক তাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা করে, তাহারা যে পথেই যাক না কেন, সত্যস্বরূপ ভগবান তাহাদের ঠিক তাঁহার কাছে টানিয়া লন। এখন সত্যস্বরূপ ভগবান—যিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা, যিনি জগতের জীবের ত্রাণের জন্য, বিশ্বাস ভক্তি জ্ঞান প্রীতি দিবার জন্য সাঙ্গোপাঙ্গ অবতার হইয়াছেন—তিনি তোমাদের তাঁহার সত্যপথে টানিয়া লইয়াছেন; আর তোমাদের কোন ভাবনা নাই, এখন ঠিক সরল পথে চলিয়া যাইবে। কোনরূপ গোলমাল বা সন্দেহ আসিয়া তোমাদের মনকে আর বিচলিত করিতে কখনই পারিবে না।

আমরা বোধ হয় আগষ্ট মাসের শেষে ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর যাইতে পারি। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি ও ম— জানিও। পরে আবার পত্র লিখিও অর্থাৎ আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। আমার শরীর ঠাকুরের ইচ্ছায় অনেক ভাল। অনেকদিন এরূপ ভাল থাকি নাই। প্রার্থনা করি, তোমরা সর্বাঙ্গীণ কুশলে থাক। ইতি

তোমার ও তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৭৭)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীহাতীরামজী মঠ
উতকামণ্ড, মাদ্রাজ
২।৮।২৬

শ্রীমান—,

বহুকালের পর তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ জ্ঞাত হইলাম। ঠাকুরই তোমায় সর্বাবস্থায় দেখিতেছেন—তোমার ব্যাধি-পীড়া, বিপদ-আপদ, সম্পদ ইত্যাদি সর্বাবস্থায়ই তিনি তোমার সাথী হইয়া আছেন। "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"—সত্যেরই জয়, মিথ্যার নয়। তুমি ঠাকুরের কাজ যেরূপ করিতেছ করিয়া যাও। কাজের কথা যেরূপ লিখিয়াছ, উত্তম হইতেছে। ঠাকুরের কৃপায় এইরূপ কাজই স্বামীজীর প্রাণের ইচ্ছা। তুমি করিয়া যাও। তোমার ভক্তি-মুক্তির বিষয় ঠাকুরের ইচ্ছায় আমি ও আমরা বুঝিব—তোমার সেজন্য ভাবনা নাই। সত্যপথে থাকিয়া স্বার্থশূন্য হইয়া জীবসেবা করিতে থাক। আন্তরিক প্রার্থনা করি, তোমার শরীরটা কর্মপটু থাকুক ও তোমার বিশ্বাস হিমালয়ের ন্যায় দৃঢ় ও অটল হউক।

তোমার জীবনে যে-সব অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে, তাহা একমাত্র ঠাকুরেরই কৃপায়—ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। শ্রীশ্রীমার কৃপা, আমাদের ভালবাসা—এই সবই ঠাকুরের, সেই যুগাবতারের

ইচ্ছায় হইয়াছে। তিনি যুগধর্মসংস্থাপনের জন্য সশক্তি সাঙ্গোপাঙ্গ অবতার হইয়াছেন। কতস্থানে কত ভক্ত বাহির হইতেছে এবং কতরূপে তাঁহার কাজ হইতেছে!

আমার শরীর মন্দ নাই। এখান হইতে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই যাইব বা পূর্বেও যাইতে পারি। কোথায় যাইব ঠিক বলিতে পারি না। হয়ত মাদ্রাজ হইয়া বোম্বাই যাইতে পারি—নয়তো ব্যাঙ্গালোর হইয়া মহীশূর যাইতে পারি। ঠাকুরের ইচ্ছা যেরূপ তাহাই হইবে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। কোন ভয় নাই। খুব কাজ কর। তোমার বিশ্বাস-ভক্তি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হউক, যাহার বলে তুমি ঠিক দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে—কিছুতেই তোমায় টলাইতে পারিবে না। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৭৮)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীহাতীরামজী মঠ

উতকামণ্ড, মাদ্রাজ

১০।৮।২৬

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। জপধ্যান যতটা পার করিয়া যাও—বাকী ঠাকুরের ইচ্ছায় আমি দেখিয়া লইব।

কোন চিন্তা নাই। আমার উপর প্রীতিটা খুব ঘন থাকিলেই হইল। আর বড় বেশী কিছু করিতে হইবে না। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি ও তোমরা জানিবে।

এখানেও খুব বৃষ্টি ও জোর হাওয়া চলিতেছে। এখানে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী-বায়ু এই রকমই হয়। কিন্তু স্বাস্থ্য এই সময় খুব ভাল। হাঁ, আরও কিছুদিন থাকিব ঠাকুরের ইচ্ছায়। এখানে তাঁহার ইচ্ছায় খুব ভাল লাগিয়াছে—শারীরিক ও মানসিক। মাঝে মাঝে পত্র লিখিও। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ— তোমার মাহিনা পাঁচ টাকা বাড়িয়াছে শুনিয়া খুব সুখী হইয়াছি। বাড়ুক, খুব বাড়ুক।

(১৭৯)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীহাতীরামজী মঠ
উতকামণ্ড, মাদ্রাজ
১৩।৮।২৬

শ্রীমান—,

তোমার ৭।৮।২৬ তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি।

কোন চিন্তা নাই, বাবা; ঠাকুর যখন এ শরীর দ্বারা তোমাদের তাঁহার পদে আশ্রয় দিয়াছেন, তখন তোমাদের কোন চিন্তা নাই।

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি ও তোমরা জানিবে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৮০)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

গোদাবরী হাউস
উতকামণ্ড, মাদ্রাজ
২১।৮।২৭

শ্রীমান-

তোমার ৯।৮ তারিখের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। আন্তরিক প্রার্থনা করি, ঠাকুর তোমায় বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা, সেবাপরায়ণতা দিয়া পূর্ণ করুন।...তোমার পরম কল্যাণ হইবে, আমি জানি; তোমার কোন চিন্তা নাই। অবশ্য মন একভাবেই যে বরাবর থাকে তাহা নয়, উহার গতি তরঙ্গের ন্যায়—একবার খুব উচ্চে উঠে, আবার খুব নামিয়া যায়, পুনরায় আরো

বেগে উপরে উঠিবে বলিয়া। এইটি ঠিক ধারণা হইলে জীবনে হতাশা কখনও থাকিবে না।

আমার শরীর ভাল আছে। এ-স্থান অতি স্বাস্থ্যকর; শরীর আমার অনেক দিন এরূপ ভাল থাকে নাই। আমি পূর্বে অনেক উত্তম উত্তম স্বাস্থ্যকর ও রমণীয় স্থানে বাস করিয়াছি, কিন্তু কাশ্মীর ছাড়া এরূপ সর্ববিষয়ে ভাল কোথাও থাকি নাই। ঠাকুরের কৃপায় এখানে ভজনও খুব ভাল হয়, মন খুব ভাল থাকে। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে এবং তোমার সহকর্মীদের ও সকলকে দিবে। এখন এখানকার বর্ষা শেষ হইয়াছে। আকাশ পরিষ্কার, দৃশ্যও অতি চমৎকার। নীলগিরি এখন নীল-রং ধারণ করিয়াছে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৮১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

গোদাবরী হাউস
উত্তকামণ্ড, মাদ্রাজ
৩১।৮।২৬

শ্রীমান—,

তোমার ২১।৮ তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। ওদিকে বেশ জল হইয়াছে এবং মোটের উপর শস্যের

অবস্থা বেশ ভাল শুনিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। লোকের মঙ্গল-সংবাদ শুনিলে বড়ই আনন্দ হয়। অবশ্য জগৎ-সংসার ভাল-মন্দে মিশ্রিত, তার সন্দেহ নাই। তবে সর্বদা মঙ্গলের জন্যই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

কোন চিন্তা নাই—প্রভু তোমাদের সর্বদা হাত ধরিয়া আছেন। কখনই বেতাল হইবে না—আমি সর্বদাই তোমাদের আশীর্বাদ করি, নিশ্চয় জানিও।

আমরা বোধ হয় ১৫ই সেপ্টেম্বরের পরেই এখান হইতে রওনা হইব খুব সম্ভব। কিছুদিনের জন্য ব্যাঙ্গালোর যাইব; তারপর আবার মাদ্রাজ আসিয়া কিছুদিন পরেই বোম্বে যাইব। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া নাগপুর, তারপর ঠাকুরের ইচ্ছায় মঠে। এইতো কল্পনা—তারপর তাঁহার ইচ্ছা যেমন হয়।

তুমি ও তোমরা আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। প্রার্থনা করি, তোমরা সর্বাঙ্গীণ কুশলে থাক। তোমাদের বিশ্বাস হিমাচলের ন্যায় দৃঢ় হউক ও হৃদয়ে প্রেমবৃদ্ধি হউক। আমার শরীর মোটের উপর ভাল। আমার সঙ্গের সাধুরাও ভাল আছেন প্রভুর ইচ্ছায়। এখানে প্রায় পনর-ষোল দিন হইল বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে—আকাশ বেশ পরিষ্কার, স্বাস্থ্যও খুব ভাল। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৮২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

গোদাবরী হাউস
উতকামণ্ড, মাদ্রাজ
৩১।৮।২৬

শ্রীমান—,

তোমার ২৫।৮ তারিখের পত্র যথাসময়েই পাইয়াছি; তোমার পূর্বের পত্রও পাইয়াছিলাম। আমি জানি, তুমি যাহা জানিতে চাহিতেছ তাহার উত্তর তোমার ভিতর হইতেই পাইবে। আমি যাঁহার ইচ্ছায়—যাঁহার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তোমাকে যাঁহার নামে দীক্ষিত করিয়াছি, তিনিই তোমার জ্ঞাতব্য বিষয় তোমার হৃদয়েতেই জানাইয়া দিবেন। তিনি তোমার হৃদয়ের চৈতন্য।

"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥"—গীতা

ঠাকুরই সেই ঈশ্বর, তিনি তোমার হৃদয়ে থাকিয়া তাঁহার মায়া দ্বারাই তোমায় চালাইতেছেন। তুমি কেবল এই প্রার্থনা করিতে থাক—"হে প্রভু, তুমিই তো আমার অন্তরাত্মা, তোমারই মায়ার দ্বারা আমাকে চালাইতেছ; তবে প্রভু, এই প্রার্থনা যে, তোমার মায়ার দুই ভাগ আছে—বিদ্যা আর অবিদ্যা; প্রভু, কৃপা করিয়া আমাকে তোমার বিদ্যা-মায়ার দ্বারা চালিত কর।"

অন্তরের সহিত এইরূপ প্রার্থনা করিতে থাক, তারপর নাম জপ কর, তাঁহার শ্রীমূর্তি হৃদয়ে ধ্যান কর। তারপর তিনি যেরূপ বুদ্ধি দিবেন সেইরূপ কার্য করিতে থাক। তিনি ভক্তকে, আশ্রিতকে কখনও বিপথে চালান না, ইহা নিশ্চয় জানিবে। আমাকে যেরূপভাবে পত্র লেখ ঠিক সেইভাবগুলি তোমার হৃদয়েশ্বর ঠাকুরকে প্রাণের সহিত জানাও। ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, আমার ভিতর সে ঠাকুরই রহিয়াছেন এবং তিনি যেরূপ আমায় বলাইতেছেন, আমি তোমায় তাহাই বলিতেছি বা লিখিতেছি। এইরূপ করিলেই তুমি ঠিক পথে চালিত হইবে তাঁহার কৃপায়। আর অধিক কি লিখিব? এই আসল কথা। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে।

আমার শরীর ভাল আছে তাঁহার ইচ্ছায়। খুব সম্ভব দুই সপ্তাহ পরে এখান হইতে ব্যাঙ্গালোর যাইতে পারি। তোমার কোন ভয় নাই; ঠাকুর তোমায় সদ্বুদ্ধি দিবেন। আমার কাছে তোমার কোন অপরাধই হয় নাই জানিবে। তোমার নিজের কাছেই তুমি অপরাধী, কারণ ঠাকুরকে অন্তরের সহিত ডাক না। কাতরে অন্তরের সহিত বালক যেমন মাতাপিতার কাছে কোন প্রিয় জিনিস চাইবার জন্য আবদার করে, জোর করে, কাঁদে, সেইরকম করিয়া ঠাকুরের কাছে জোর করিয়া বিশ্বাস ভক্তি প্রীতি চাহিবে। সংসারে কি করিয়া চলিলে অনাসক্ত হইয়া থাকা যায়, ইহা জানিবার জন্য খুব কাতরে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিবে। কিছুদিন এইরূপ খুব প্রার্থনা করিয়া বুদ্ধিতে যেরূপ

উদয় হইবে তাহাই করিবে। তাহা করিলে কখনও ভ্রান্তপথে যাইতে হইবে না, নিজের ভিতর হইতে তাঁহার শক্তি অনুভব করিবে নিশ্চয়।

তোমাদের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তাহা ঐশ্বরিক—মানুষিক নয়, ইহা জানিবে। সমস্ত ঠাকুরকে লইয়াই সম্বন্ধ। তিনি নররূপী ঈশ্বর, যুগাবতার, অহৈতুকীকৃপাময়, পরম দয়াল, পরম ক্ষমাশীল, পরম প্রেমিক; তিনি কেবল অন্তরের ভালবাসা চান, তাঁহাকে আর কিছু দ্বারা পাওয়া দুঃসাধ্য। এইজন্যই পূর্বে বলিয়াছি যে, তিনি তোমার হৃদয়েশ্বর, তোমার অন্তরাত্মা। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৮৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

গোদাবরী হাউস

উতকামণ্ড, মাদ্রাজ

১০।৭।২৬

শ্রীমান প্রবোধচৈতন্য,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। তথাকার আশ্রমের কাজ তাঁহার কৃপায় উত্তমরূপে চলিতেছে এবং উহার উন্নতি ধীরে ধীরে খুব হইবে আমার বিশ্বাস। তোমরা আশ্রমের উন্নতি-

করে কত জালা-যন্ত্রণা সহিয়া কতদিন থেকে ঠাকুরের সেবা করিতেছ, কত পরিশ্রম করিয়াছ ও করিতেছ! এসব ঠাকুরের দয়ায়—তাঁহার ইচ্ছায় হইতেছে। তোমার কোন ভয় নাই, কোন চিন্তা করিও না—বাড়ী কাছে হইলই বা? তুমি ত বাড়ীর নও, তুমি ঠাকুরের; তুমি আমাদের। ঠাকুরের কাজের জন্য ওখানকার আশ্রমে রহিয়াছ। অধিক লেখাপড়ার কোন দরকার নাই; যা জান তাহাতেই ঠাকুরের কাজ খুব চলিয়া যাইবে। মোট কথা, তাঁহাতে অচল অটল হিমাচলের ন্যায় দৃঢ় বিশ্বাস চাই। তিনি যুগাবতার—জীবের অশেষবিধ কল্যাণের জন্য তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ অবতার। তিনি সত্যসত্যই যুগ-অবতার। ধর্মের যখন গ্লানি হয়, অধর্মের যখন প্রাদুর্ভাব হয়, তখন ভগবান ধর্ম-সংস্থাপন এবং অধর্মের বিনাশসাধন করিবার জন্য জগতে আবির্ভূত হন। ঠাকুর তাহাই—এটি পাকা করিয়া ধারণা করিবে। আমি তাঁহার দাস, তাঁহার সঙ্গী, তাঁহার পদাশ্রিত; তোমাকে তাঁহার পতিতপাবন, জলন্ত, জীবন্ত নামে—তাঁহার অভয়পদে সমর্পণ করিয়াছি। ভাগ্য-ফলে প্রভুর সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ—আর কোন ভয় নাই। তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল সতত প্রার্থনা করি।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিও। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৮৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

গোদাবরী হাউস
উতকামণ্ড, মাদ্রাজ
১১।৯।২৬

শ্রীমান—,

তোমার ৫।৯ তারিখের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আন্তরিক প্রার্থনা করি খোকাটি শীঘ্র আরোগ্য হইয়া উঠুক ও তোমাদের মনে শান্তি হউক। সংসারে এইরূপ হইয়াই থাকে; এসব ধীরভাবে তাঁহার দিকে তাকাইয়া সহ্য করিতে হইবে। আর বুদ্ধিমান জীব এসব জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং প্রাণপণ চেষ্টা করে (তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া) সংযত হইবার জন্য। তুমি যখন জন্মান্তরের সৌভাগ্যফলে আমাদের কাছে ঠাকুরের ইচ্ছায় আশ্রয় লইয়াছ, তখন সংসারে কি করিয়া থাকিলে কতকটা সুখে থাকিতে পার আমরা নিশ্চয়ই তাহা বলিব। সংযম একমাত্র উপায় এবং ঠাকুরের নাম-জপ ও ধ্যান-পূজা, যে কাজ করিতেছ তাহা ঠিক ঠিক করা, সংসারের অন্য সব কর্তব্য কাজ যা আছে তাহা করা, ঠাকুরের কাছে অন্তরের সহিত বিশ্বাস ভক্তি জ্ঞান বিবেক বিচার ও পবিত্রতা অর্থাৎ সংযম—এই সকলের জন্য প্রার্থনা করা।... অন্তঃসংগ্রাম

করিতেই হইবে, তাঁহার কৃপায় জয়ী হইবে, ভয় নাই। "সংগ্রামই জীবন—যেখানে সংগ্রাম নাই তাহা মৃত্যুতুল্য"—(স্বামীজী)। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে, স্ত্রীকেও জানাবে। খোকার মাথায় ঠাকুরের নাম করিয়া, আমার নাম করিয়া আশীর্বাদ করিবে, সে শীঘ্র আরোগ্য হইয়া উঠুক। আমার শরীর মন্দ নাই। এখানে বোধ হয় এই সেপ্টেম্বর মাসটা থাকিতে পারি। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে যদি ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তো ব্যাঙ্গালোর মঠে যাইতে পারি, না হয় মাদ্রাজ।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৮৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

গোদাবরী হাউস
উতকামণ্ড, মাদ্রাজ
৩।১০।২৬

শ্রীমান—,

বহুকাল পরে তোমার পত্র পাইয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। ঠাকুরকে ডাকিতে মন না চাহিলেও নিয়মিত সময়ে বসা খুব ভাল। তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার কৃপা হয়। প্রার্থনা

করা অতিশয় দরকার। বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতির জন্ত আন্তরিক প্রার্থনা করিলে হৃদয়ে তিনি প্রেম দেন। হৃদয়ে একটু প্রেমের সঞ্চার তাঁহার কৃপায় হইলে মন তাঁহাতে লাগিয়া যায়। প্রেম যেন ঠিক আঠার স্বরূপ। তোমার হইবে, আমি নিশ্চয় জানি; কখনও নিরাশ হইও না। ঠাকুর জীবন্ত, জাগ্রত, জলন্ত ঈশ্বরাবতার; আবার তিনিই সকলের অন্তরাত্মা, তোমারও অন্তরাত্মা—তোমার প্রাণের প্রাণ, তোমার হৃদয়ের চৈতন্তময় দেবতা। আমি তাঁহারই একজন সাক্ষাৎ দাস বা সন্তান, আমি প্রাণের সহিত তোমাকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছি; তিনি নিশ্চয় তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তুমি নিয়মিতরূপে একটু একটু যাহা পার তাঁহার নাম জপ করিবে ও প্রার্থনা করিবে; তাহা হইলেই তোমার উপর তাঁহার কৃপা হইবে। কৃপা আছেই—তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে। আন্তরিক প্রার্থনা করি, তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হউক এবং তুমি তাঁহার রাজ্যে অগ্রসর হও।

৺পূজার সময়ে আমি মঠে যাইতে পারিব না। মঠে যাইতে বোধ হয় ডিসেম্বর হইবে। ইতোমধ্যে ব্যাঙ্গালোর আশ্রম, বম্বে আশ্রম এবং নাগপুর আশ্রম পরিদর্শন করিব, তাঁহার ইচ্ছায়।

—র সংবাদ মধ্যে মধ্যে পাই, প্রায় প্রতিমাসেই পাই। আমার শরীর তাঁহার ইচ্ছায় ভাল আছে। এস্থান খুব স্বাস্থ্যকর; দৃশ্যও অতি সুন্দর এবং ভগবদ্-ভাবোদ্দীপক।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। এখানেও

কতকগুলি ভক্ত মিলিত হইয়া ঠাকুরের একটি ছোটখাট মঠ করিয়াছেন। এই গত ২৫শে সেপ্টেম্বর উহার প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৮৬)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম

উতকামণ্ড, মাদ্রাজ

১২।১০।২৬

২৫শে আশ্বিন, ৩৩; দেবীপক্ষ, ষষ্ঠী

মা—,

অনেকদিন হইল শৈ— ভুবনেশ্বর হইতে তোমার একখানি পত্র আমাকে এখানে পাঠাইয়াছিল। অনেক কাজে ব্যস্ত থাকায় এবং অনেক চিঠির উত্তর দিতে হয় বলিয়া তোমার পত্রের উত্তর এতদিনে দেওয়া হয় নাই। পত্রের উত্তর না দিতে পারিলেও তোমার উপর ঠাকুরের ইচ্ছায় আমার যে স্নেহ, প্রীতি আছে তাহার বিন্দুমাত্র লাঘব হয় নাই। ঠাকুরের কাছে তোমার হৃদয়ে শক্তি-সঞ্চারের জন্য প্রায়ই প্রার্থনা করি। আমি ইহা নিশ্চয় জানি, ঠাকুর তোমায় সর্বদা দেখিতেছেন, তোমার জীবনের বিঘ্নবাধা সমস্তই তিনি দূর

করিতেছেন এবং তোমাকে তোমার নিজের ভাবে দৃঢ় থাকিবার শক্তি সর্বদাই দিতেছেন। মা, তোমার ধর্মজীবনে যত বাধা আসিবে, ততই তোমার ঠাকুরের উপর বিশ্বাস-ভক্তি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইবে এবং নিজের পায় নিজে দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে।

তোমার বিনা অপরাধে স্থ— তোমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেছে তাহার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তাঁহার ধর্মকর্ম যে কিরূপ তাহা বুঝিলাম না। পুনরায় আমার প্রীতিপূর্ণ আশীর্বাদ জানিও। প্রভুর ইচ্ছায় তোমায় আমার সর্বদা মনে থাকে, নিশ্চয় জানিও। ইতি

তোমার চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৮৭)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম

খার, বম্বে

২৮।১২।২৬

শ্রীমান শৈ—,

তোমার পত্র এখানে পাইলাম। আমরা গত ১৯।১২ তারিখে মাদ্রাজ ছাড়িয়া ২২।১২ তারিখে এখানে পৌঁছাই।

তুমি এতদিনে নিশ্চয় ঢাকা পৌঁছিয়া থাকিবে। তুমি বেশ ভাল আছ শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছে। খুব ভাল থাক সব প্রকারে।

আমি খুব আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, গায়ত্রীমন্ত্র তুমি যেভাবে জপ করিতেছ, খুব ভাল। কর, খুব কর।

হাঁ, নিশ্চয় ঠাকুরের ইচ্ছায় তোমার আমার উপর আত্মসমর্পণ করিবার মনোভাব হইবেই হইবে। আমার ভিতর ঠাকুর ছাড়া আর কিছুই নাই—ঠাকুর তাঁহার সকল ভাবে আমার ভিতর রহিয়াছেন—তাহার আর সন্দেহ নাই। আমার শরীর এখানে মন্দ নাই। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৮৮)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম

খার, বম্বে

৩।১।২৭

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। আন্তরিক প্রার্থনা করি, তোমাদের বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, পবিত্রতা দিন দিন

দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হউক ও তোমরা তাঁহার রাজ্যে খুব অগ্রসর হও এবং যথাসাধ্য তাঁহার কাজ করিয়া জীবন ধন্য কর এবং তোমাদের সংস্রবে যাঁহারা আসিবেন তাঁহারাও প্রভুর কৃপায় ধন্য হউন। প্রভু যখন যেরূপ অবস্থায় রাখেন, রাখুন। পূর্ণ বিশ্বাস-ভক্তি তাঁহার শ্রীচরণে তোমাদের থাক্। তাঁহাকে ঠিক ঠিক ধরিয়া থাকিলে আবশ্যকীয় আভ্যন্তর ও বাহ্যিক সমস্ত অভাবই পূর্ণ হয়, ইহা নিশ্চয় জানিবে। ঠাকুর পরম দয়াল—অহৈতুকীকৃপাপরবশ হইয়া জগতের উদ্ধারের জন্য সাঙ্গোপাঙ্গ অবতার হইয়াছেন। তোমরা তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদের কৃপালাভ করিয়াছ; তোমাদের জীবনও ধন্য হইয়াছে নিশ্চয় জানিবে। বিশ্বাস অচল অটল হিমালয়ের ন্যায় দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার, যুগধর্মসংস্থাপনের জন্য তাঁহার নররূপধারণ। তোমরা তাঁহারই ভক্ত, তাঁহারই আশ্রিত—এই ধারণা, এই বিশ্বাস পাকা হওয়া চাই। আশীর্বাদ করি, তোমাদের তাহাই হউক, শীঘ্র শীঘ্র হউক। আশা করি, তোমাদের ভবিষ্যতের পত্র আশা ও উৎসাহ-পূর্ণ হইবে। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি ও দ্বিজেন জানিবে।

শ্রীশ্রীমার উৎসব কিরূপ হইল, সুবিধামত লিখিও। এখানকার সব কুশল তাঁহার কৃপায়। তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৮৯)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
৩রা মে, ১৯২৭

মা—,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি।

স্বপ্নে যাই দেখ, ধ্যানজপ করিবার চেষ্টা করিতেই হইবে—তা ঘুমই পাউক আর যাহাই হউক, চেষ্টা কখনই ছাড়া হইবে না। ঠাকুরই সেই যোগেশ্বর, যোগগুরু শিব। তাঁহার কৃপায় তোমার যোগের বিঘ্ন সব অপসারিত হইয়া যাইবে এবং ধ্যানজপে ডুবিয়া যাইতে পারিবে; কখন নিরাশ হইও না, সর্বদা আশাপূর্ণ হইয়া থাকিবে। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে। তোমার ধ্যানজপ হইবে, ভয় নাই।

আমার শরীর ভাল-মন্দয় একপ্রকার চলিয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ শরীর—এখন সর্বদা সুস্থ থাকা অসম্ভব। কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় আসলে ঠিক আছে। তুমি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ কর—আন্তরিক প্রার্থনা করি। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৯০)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
খার, বম্বে
৮।২।২৭

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পেয়েছি। কোন ভয় নাই—ঠাকুর তোমায় দেখছেন। ঠিক খুঁটি ধরে বসে থাক—হাজার ঝড়-ঝাপটাতেও তোমায় টলাতে পারবে না। ঠাকুর-খুটি বড় মজবুদ্—কোন ভয় নাই। মাভৈঃ!

কাজ ওখানে ঠাকুরের কৃপায় উত্তম হচ্ছে। বিঘ্ন-বিপদ সব মঙ্গলের জন্যই হচ্ছে—কার্যও ভাল হচ্ছে। আন্তরিক প্রার্থনা করি, তোমাদের বিশ্বাস-ভক্তি-প্রীতি দিন দিন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হউক—তোমরা মানুষ হও। বিঘ্ন-বাধা সব দূর হয়ে যাক এবং আশ্রমের কাজ খুব উন্নতির দিকে চলুক তাঁহার কৃপায়। কাজ সব তাঁর, তোমরা তাঁর দাস—এই বুদ্ধি তোমাদের পাকা হয়ে যাক্। অধিক লিখবার নাই।

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানবে—আশ্রমের সকলকে দেবে। আমার শরীর তত মন্দ নাই। ইতি

তোমার ও তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৯১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় মঠ, হাওড়া
১০।৫।২৮

শ্রীমান—,

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে এবং সকলকে দিবে। বৃদ্ধ শরীর। ঠাকুরই প্রাণমনের পরিচালক, তিনিই আত্মা, ঈশ্বর—যতদিন ইহাদিগকে কাজ করাইবেন ততদিন করিবে, যখন তিনি বন্ধ করিতে ইচ্ছা করিবেন তখনই সব চুপ হইয়া যাইবে—এই জ্ঞান তিনি দয়া করিয়া পাকা করিয়া দিতেছেন ; সুতরাং আমার কোন চিন্তা নাই। তিনিই অমৃতধাম, সচ্চিদানন্দ গুরু, প্রেমময় ; তিনিই অহেতুকী কৃপাপরবশ হইয়া জগতের পরম কল্যাণ ও উদ্ধারের জন্য নররূপ ধরেন। প্রার্থনা করি, তোমার ও তোমাদের এই জ্ঞান পাকা হউক এবং তোমরা অভীঃ হইয়া থাক। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৯২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ

শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড় মঠ, হাওড়া

২৮।৯।২৮

শ্রীমান—,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। আন্তরিক আশীর্বাদ করি তোমার মন স্থির হউক। মনের স্বভাবই চঞ্চল হওয়া। প্রভুর কৃপায় অন্যান্য বিঘ্ন যখন অনেক অপসারিত হইয়াছে, তখন স্থির মনে ধ্যানজপ এইবার সহজে করিতে পারিবে তাঁহার কৃপায়। কোন ভয় নাই। তাঁহার কৃপায় ৺কাশীতে বাস, সৎসঙ্গ ও সৎচর্চা করিবার সুবিধা হইয়াছে। এই তিনটিই সাধনপথের বিশেষ প্রয়োজনীয়; ঠাকুরের কৃপায় তোমাদের তাহা হইয়াছে। ইহা বহু ভাগ্যফলে হয়। প্রার্থনার ফল খুব অধিক। প্রার্থনার দ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব হয় এবং স্মরণ-মনন সর্বদা থাকে। তোমার পরম কল্যাণ হইবে ঠাকুরের কৃপায়। কখনই নিরাশ হইবে না— আমি বলিতেছি। যাঁহার শরণ লইয়াছ তিনি অহেতুকীকৃপাসিন্ধু, জীবের আধ্যাত্মিক কল্যাণের (শুধু আধ্যাত্মিক নয় আধিদৈবিক, আধিভৌতিকও) জন্যই তাঁহার মানুষবিগ্রহ ধারণ করা—সশক্তি সাঙ্গোপাঙ্গ। তোমার কোন চিন্তা নাই; তোমার অভীষ্টলাভ

হইবেই হইবে, নিশ্চয় জানিবে। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি ও — জানিবে। ঠাকুর তোমাদের সর্বদিকেই দেখিতেছেন ও দেখিবেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৯৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় মঠ, হাওড়া
২১।৯।২৯

শ্রীমান—,

তোমার পত্র পাইলাম। কোন ভয় নাই, চুপ করিয়া কাজকর্ম কর ও চেষ্টা কর; সব ঠিক হইয়া যাইবে তাঁহার কৃপায়। শরীরটা যাহাতে ভাল হয় সেইদিকে নজর রাখিও; ভয় নাই, সারিয়া যাইবে।

আমার শরীর ভাল নয়; তবে ঠাকুর এই ভাঙা শরীর এখনও কোনরূপে চালাইতেছেন; সবই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি পরম দয়াল ঠাকুর—আমার মা, আমার পিতা, আমার গুরু, আমার সর্বস্ব।

তোমরা সর্বাঙ্গীণ কুশলে থাক, আন্তরিক প্রার্থনা করি। এখানকার আর আর সংবাদ তাঁহার কৃপায় একপ্রকার কুশল। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৯৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় মঠ, হাওড়া
৯।৭।২৯

শ্রীমান-

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম।... আমার শরীর বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ; প্রায়ই ভাল থাকে না। ঠাকুরের ইচ্ছায় যাহা হয় কোন চিন্তা নাই। তিনি দয়াময়, প্রেমময়, অমৃতধাম, পরমানন্দ-স্বরূপ—আমার স্বরূপই তিনি, সুতরাং আমি সদা অভয়। তোমরা সব পরমানন্দ ও শান্তিতে থাক, আন্তরিক প্রার্থনা করি। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(১৯৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় মঠ, হাওড়া
২৮।৮।৩০

শ্রীমান—,

দিন কতক হইল তোমার পত্র পাইলাম। নানা কাজে ব্যস্ত থাকাতে ঠিক সময়ে উত্তর দেওয়া হয় নাই। শরীরটাও ভাল ছিল না। এখন শীত পড়িয়া অনেকটা ভাল বোধ করিতেছি।

তোমার কোন চিন্তা নাই, প্রভুর কৃপায়—আমি বলিতেছি। তিনি যখন যেমন রাখেন সেই রকমেই থাকিবে। শরীরের জন্য যখন যাহা আবশ্যক হইবে সবই তিনি যোগাড় করিয়া দিবেন; সেজন্য কোন চিন্তা নাই। তুমি অনেক কঠোর তপ করিয়াছ, আমি ও আমরা সব জানি; প্রভু তো সবই জানেন। এখন আর তত করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি যেরূপ করাইতেছেন তাহা তাঁহারই ইচ্ছা; পূর্বেও যাহা করাইয়াছেন সেও তাঁহার ইচ্ছা। তুমি কিছু চিন্তা করিও না। কেবল মনটা তাঁহার পাদপদ্মে দিয়া রাখ। তাহাও তিনি কৃপা করিয়া করাইয়া লইবেন, ভয় নাই। প্রভুর কৃপায় তাঁহার আবির্ভাবে তাঁহার রাজ্যে যাহারা ভাগ্যক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের বিশ্বাস ভক্তি জ্ঞান মুক্তির কোন

অভাব হইবে না—আমি খুব জোরের সহিত ইহা বলিতেছি। তোমার কোন চিন্তা নাই। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে। ইতি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(১৯৬)

শরণং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড় মঠ, হাওড়া

শ্রীমান—, ৫।৯।৩০

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তোমরা যখন এখানে দীক্ষা লইয়াছিলে তখনই আমি বলিয়াছি—"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান—জীবকল্যাণের জন্য তিনি মানবদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি পরম করুণাময়, সর্বনিয়ন্তা, অন্তর্যামী, ভক্তবৎসল এবং সকলের অন্তরাত্মা। তাঁহাকে প্রার্থনা, পূজা, পাঠ, জপ, ধ্যানাদির দ্বারা হৃদয়ে অনুভব করিতে হইবে। কাতরভাবে চাহিলেই তিনি ভক্তদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া ভক্তদের দর্শন দিয়া থাকেন। তাঁহাকে চাহিতে হইবে খুব ব্যাকুলভাবে প্রাণের ভিতর হইতে। আর তাঁহার দর্শন পাইলেই মনের সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত হইয়া যায় এবং জীব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইয়া যায়।" অতএব তোমায় যেমনটি বলিয়া দিয়াছি সেভাবে ধ্যানজপটি নিত্য করিও—তবেই প্রাণে শান্তি ও আনন্দ পাইবে এবং ক্রমে ঠাকুরকে হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিবে।

আর তোমার মনে যে প্রশ্ন কয়টি উঠিয়াছে সে সম্বন্ধে এই বলিতেছি—তোমরা মনে মনে প্রণিপাত করিতে পার, তাহাতেই তোমাদের কল্যাণ হইবে। আর যখনই মনে কোন প্রশ্নের উদয় হইবে তাহা চিঠি-পত্রাদি দ্বারা জানাইও, আমি তাহার উত্তর দিব। আর সেবা? আমার তো বাবা এ দেহের সেবার কোন প্রয়োজন নাই। তা ছাড়া তোমরা বহুদূরে আছ; অতএব তোমাদের যখনই সুবিধা বা ইচ্ছা হইবে, ঠাকুরের সেবার জন্য যাহা পার পাঠাইয়া দিও। ঠাকুরের সেবা হইলেই আমাদের আনন্দ। আমাদের তিনিই যথাসর্বস্ব—তিনি ছাড়া আমাদের পৃথক সত্ত্বা আর কিছুই নাই। তাঁহার সেবা করিলেই সব হইবে, তিনি তুষ্ট হইলেই সমগ্র জগৎ তুষ্ট হইবে।

আমার শরীর ভাল নয়। তবে মোটামুটি একপ্রকার চলিয়া যাইতেছে। তোমরা সকলে আমার খুব আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। প্রার্থনা করিতেছি, তোমাদের ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম দিন দিন বর্ধিত হউক এবং তোমরা সর্বাঙ্গীণ কুশলে থাক। মঠে এবার ৺মহামায়ার প্রতিমায় আরাধনা হইবে, প্রতিমা দো-মেটে করা হইতেছে। ইতি তোমাদের সতত শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ— তত্ত্বজ্ঞান-অর্থ আর কিছু নয়—তিনি যে অন্তরাত্মা সেইটি উপলব্ধি করা। তাঁহাকে হৃদয়ে অনুভব করাই তত্ত্বজ্ঞান।

সমাপ্ত